ত্রিধারা

হার্বার্ট এ. ফিলব্রেক্

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দুই টাকা—

The Bengali Translation of

LED THREE LIVES

By

Herbert A. Philbrick

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু সেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

বোস্টন সহরে ১৯৪০ সালে শেষ বসন্তের একটি দিন। একজন ছোকরা সেলসম্যান তার নিত্যকার টহলদারী শুরু করার জন্য বিজ্ঞাপনের নমুনাসমেত ভারী ব্যাগটিকে হাত বদলে নিয়ে সাত নম্বর ওয়াটার ষ্ট্রীটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চল্‌ল। যেতে যেতে একটা বড় দোকানের আয়নায় নিজের চেহারাটা এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে যেন সে কোন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করছে। ছোকরাটির নাম হার্ব ফিলব্রিক। বয়স পঁচিশ। একজন সাধারণ বোস্টনবাসী আমেরিকান চাকুরীজীবী, নিজের পেটের ধান্ধায় ব্যস্ত।

পেটের ধান্ধায় ঘুরতে ঘুরতে মধ্যে মধ্যে চারিদিকের দুনিয়ার হালচালের কথা ভাবতাম। বোধ হয় নিজের সম্বন্ধে ও সাধারণ মানবজাতি সম্বন্ধে—আমরা যাকে বলি, নিউ ইংল্যাণ্ডের বিবেক—তাই ছিল। আমার চাকরীটা ভালই ছিল, কাজটাও আমার ভাল লাগত। কিন্তু এ কাজ কতকটা দৈবাৎ জুটেছিল। আমার প্রথম জীবনে পেশা স্থির করার যে সমস্ত জল্পনাকল্পনা ছিল তার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই কম। ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের দালালের তফাৎ বাস্তবিকই অনেক।

স্কুলে থাকতেই ঠিক করেছিলাম যে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হ'ব। তখনই কিছু কিছু রোজগার করতে আরম্ভ করি, খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রিকা বিক্রী করে। কলেজের খরচার জন্য রোজগারের সমস্ত পয়সা জমাতাম। কিন্তু তখন থেকেই আমার ভাগ্য খারাপ। যে তিনটি ব্যাঙ্কে আমার টাকা জমানো ছিল তার দুটি মন্দার বাজারে লালবাতি জ্বালল। কলেজের খরচা পড়তে পড়তেই রোজগার করা ছাড়া উপায় রইল না; বোস্টনের নর্থ ইস্টার্ণ ইউনিভার্সিটির লিঙ্কন টেক্‌নিকাল ইনস্টিটিউটে ভর্ত্তি হ'লাম সান্ধ্য শ্রেণীতে। দিনের বেলা কাজ, রাত্রে পড়া। চার বৎসর ধরে সপ্তাহে পাঁচরাত্রি করে পড়াঃ তিন দিন কলেজে, দুদিন বাড়ীর পড়া। পড়ার খরচার জন্য হাতের কাছে যে কাজ আসত, তাই নিতে হ'ত।

খুব গোড়ার দিকে সাবানের দালালী, তারপর প্লাম্বার মিস্ত্রীর সহকারী হয়ে কাজ করেছি। ঘরের দেওয়ালে রং দেওয়া, কাগজ লাগানো, মেঝে পালিশ করা, এ সবও করেছি। আবার বাঁধ তৈরীর ভারী কাজে রোদে দাঁড়িয়ে সতেরো পাউণ্ড ওজনের হাতুড়ী কলও চালিয়েছি। এই কাজটিই বোধ হয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের পেশার সবচেয়ে ধার ঘেঁষে গেছে। তারপর মোটর চালকের কাজ করে টাকা জমিয়ে নিজে একখানা গাড়ী কিনে, সেই গাড়ী নিজে চালিয়ে ভাড়া খাটিয়েছি।

দৈনন্দিন কর্ম্মক্রম ও পাঠক্রমের বাইরে আমার যা কিছু কাজ তার কেন্দ্র ছিল সমারভিলের ব্যাপ্টিস্ট গীর্জ্জা। অবশ্য ফিলব্রিক পরিবারে তারও বেশ বাঁধাধরা রুটিন ছিল। রবিবারের ধারা সুরু হ'ত সাড়ে দশটার সময় গীর্জ্জায় প্রার্থনা দিয়ে। তারপর দুপুরবেলা রবি-বাসরীয় স্কুল। চারটেয় যুব সংঘের সভা আর দিনশেষে সাতটায় সান্ধ্য উপাসনা। যুব সংঘের কার্য্য-তালিকায় আমোদ-প্রমোদ ও

উদ্দেশ্যমূলক দুই রকমের ব্যাপারই ছিল। সব বিষয়েই আমি উৎসাহী ছিলাম। সংঘের একটি কনসার্ট পার্টি ছিল গীর্জায় বাজাবার জন্য, একটি নাট্য সম্প্রদায় আর একখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাও ছিল, "ট্যাটলার" বলে। এই পত্রিকার সংস্রবেই বিজ্ঞাপন লেখার কাজে আকৃষ্ট হই। ক্রমশঃ এই কাজ শেখার পর ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞাপনের একটি এজেন্সিতে একটু ছোটখাট চাকরীও পাই।

১৯৩৮ সালে আমার কলেজের পাঠ শেষ হ'ল। আমি রীতিমত ইঞ্জিনিয়ার হলাম। বোস্টনে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় ঢোকবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোথাও ঢুকতে পারলাম না। কাজেই আবার বিজ্ঞাপনের কাজেই পাকাপাকি ভাবে লাগতে হ'ল। এবার উঠে-পড়ে লাগলাম। বোষ্টনের বিজ্ঞাপন সমিতিতে ও হার্ভার্ডে বিজ্ঞাপন ও সেলসম্যানের কাজ শিখবার পাঠ নিলাম। রোজগারের টাকা যতদূর সম্ভব জমাতে লাগলাম।

সমারভীল গ্রেস্ ব্যাপটিস্ট চার্চ্চের যুবসংঘে একটি মেয়ে ছিল, তার নাম ইভা লুকোম্ব। গীর্জ্জার অভিনয় সম্প্রদায়ে আমাদের প্রথম ভাব, তারপর তা গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টম্বর, হেমন্তের এক অলস উষ্ণ মধ্যাহ্নে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর আমরা নিউ ইংল্যাণ্ডে সফর করে দাম্পত্য জীবনের সুরু করলাম।

অতএব ১৯৪০ সালের শেষ বসন্তের এই দিনটিতে আমার পঁচিশ বছর বয়স, সুখী বিবাহিত জীবন। সরাসরি-চিঠি-লিখে-বিজ্ঞাপন-আদায় করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। অথচ চতুর্দ্দিকের দুনিয়া সম্বন্ধে সজাগ এবং তার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাগটি হাতে বোস্টন শহরের ওয়াটার ষ্ট্রীটের সাত নম্বর বাড়ীতে মামুলী কাজের তাগিদে হাজির।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে দরজায় আঁটা নামগুলি পড়তে লাগলুম ও দালালের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে কোন খানে সুবিধা হবে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলুম। এক দরজায় লেখা দেখি "মাসাচ্যুসেট্স ইয়োথ কাউন্সিল"। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে নজরে পড়ল একটি এক জানালাওয়ালা ছোট ঘর, আর টেবিলের উপর ও মেঝের উপর পুস্তিকার স্তূপ। ঘরে লোক ছিল একটিই।

নিজের পরিচয় দিলুম আমি, "হার্বার্ট ফিলব্রিক, ক্যাম্ব্রিজের হোমস্ ডিরেক্ট মেল সার্ভিসের প্রতিনিধি"

"আজ্ঞে হাঁ, কি করতে পারি বলুন"। মেয়েটির বয়স অল্প পঁচিশের কাছাকাছি। কাল চোখ, ঘন কালো ভ্রু। যদিও কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই, তবু মুখখানি ভালই লাগে। পোষাক সাদাসিধা, জুতো নীচু হীলওলা, যাতে স্বচ্ছন্দে কাজ করা যায়।

আমি আর একবার ঘরের চারদিকে চাইলাম। চতুর্দিকে ডেস্ক ও টেবিলের ছড়াছড়ি, সবারই উপরে নানা প্রকারের পুস্তিকা ও পত্রিকা। প্রচারের বিষয়টি দেওয়ালের উপরের পোষ্টার থেকে কতক অনুমান করা যায়। টিকিট দেওয়া ও না দেওয়া খামের উপর পুস্তিকাগুলির শিরোনামাও পড়া যাচ্ছিল। একটিতে লেখা "অজ্ঞাত সৈনিক হবেন না" আর একটিতে "ইয়াঙ্কীরা আসবে না" তৃতীয়টিতে "হস্তক্ষেপ না করার পক্ষে যুক্তি"— একটি ছোট ছেলের ছবির নীচে লেবেল আঁটা "যুদ্ধে হত হবার পাত্র"।

আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললুম "আমার পেশা 'ডিরেক্ট মেল' বিজ্ঞাপন বিক্রি করা, তা মনে হচ্ছে এ বিদ্যা আপনার কিছু অজানা নেই।" একখানি পুস্তিকা তুলে নিয়ে উল্টাতে লাগলুম। মেয়েটি সামান্য হাসলে। পুস্তিকাটি ওল্টাতে ওল্টাতে বললুম, 'আমারও এ সব বিষয়

ভাল লাগে। আমিও শান্তি চাই। আবার একটি যুদ্ধ বাধলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে, আর তাতে লাভই বা কি?" বলতে বলতে আশা করছিলুম কিছু জবাব পাব।

আমি জানতাম যে শান্তির জন্য শক্তিশালী সংঘ দেশময় কাজ করছে। শান্তি সংগ্রামে প্রায় এক কোটি ডলার খরচ হচ্ছে। শান্তি ও স্বাধীনতাকামী আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘ, খ্রীষ্টীয় প্রচেষ্টা সমিতি, আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য 'কার্ণেগী এনডাউমেণ্ট', এপওয়ার্থ লীগ, ছবিওয়ালা পোস্টার সমেত "ওয়ার্ল্ড পীস ওয়েজ" ইত্যাদি সকলেই মানুষের মন জয় করার জন্য, দেশকে যুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য যে সংগ্রাম করছেন তা' আমার জানা ছিল। আমিও এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ছিলুম এবং আমি জেনে খুশী হতুম যে আমি একা নই। এই সকল সংঘের সভ্য সংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ থেকে এক কোটি। সাধারণের অভিমত সংগ্রহ করার জন্য ভোট নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে দেশের শতকরা তিরানব্বইজন লোকই জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ও ইউরোপে সৈন্য পাঠানোর বিরোধী।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনাদের সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি কি?"

কৃষ্ণকেশা মহিলা—যিনি মিসেস্ নাথানিয়েল মিলস্ বলে নিজের পরিচয় দিলেন—সাগ্রহে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

"আমাদের সঙ্ঘের নাম 'মাসাচ্যুসেট্‌স্ ইয়োথ কাউন্সিল,' আমরা অনেক রকম সঙ্ঘের নিকাশ-ঘরের কাজ করি। শান্তির জন্য আমরা অবশ্য সকলেই উৎসাহী, বিশেষ করে এখন। কিন্তু একমাত্র তাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করি তারা হ'ল প্রগতিশীল যুব সমিতি। এবং তরুণদের সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনেই আমাদের সহানুভূতি আছে।"

"যথা?"

"যেমন তরুণ-তরুণীদের চাকরীর চেষ্টা করা, তাদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া, সরকারী চাকরীর সন্ধান দেওয়া। আমরা তরুণ-তরুণীদের সাহায্যের জন্য নানা আন্দোলন আলোচনা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা, অল্পবয়সী লোকেরাই আলোচনার দ্বারা এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করব, বুড়োদের সকল সমস্যার সমাধানের ভার দিলে চলবে না"— বলতে বলতে তাঁর গলায় উৎসাহ ও একাগ্রতার সুর ফুটে উঠল।

"এ সব বিষয়' যে কি, তা না বুঝেই সায় দিলুম। আমার ধর্ম্মসঙ্ঘের অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে যে চরিত্র গঠন, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা বর্দ্ধনে যুবসঙ্ঘের কতখানি দাম।

মিসেস্ মিল্‌স্ অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমি ও আমার স্ত্রী এখন কেম্ব্রিজে গেছি।"

তিনি একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন "ও, কেম্ব্রিজ!" আমি একটা টেবিলের উপর ভর দিয়ে আধ-বসা ভাবে থাকলাম, মিসেস্ মিল্‌স্ চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, "দেশের সর্বত্রই যুব সংঘ আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে যুক্ত আছে। ওয়াই. এম. সি. এ, ওয়াই. ডবলিউ. সি. এ ও গীর্জার সংঘ ইত্যাদি।"

একটু থেমে, হঠাৎ যেন একটা কথা মনে এল, এইভাবে মাথা নেড়ে আবার বললেন, 'কেম্ব্রিজে যেখানে আপনারা থাকেন সেখানেও আমরা কয়েকজনকে জানি, যাঁরা যুব-সমিতি স্থাপনে উৎসাহী। আপনিও যদি উৎসাহী হন, ত তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।"

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে আমার উৎসাহের অভাব নেই। আমরা আরও আধ ঘণ্টা আলাপ করলাম। শ্রীমতী মিল্‌সের কালো

চোখের সজাগ দৃষ্টিতে কেম্ব্রিজ 'ইয়োথ কাউন্সিল'কে মহান পরিণতিরূপে দেখতে পেলুম। তিনি আমায় নানারকম বুদ্ধি দিলেন, কয়েকটি নামও বলে দিলেন। আমাকে হার্ভার্ডের টোনি গ্রসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি নাকি একজন প্রচণ্ড কর্ম্মী এবং আমাকে সাহায্য করার ঠিক উপ-যোগী ব্যক্তি। শ্রীমতী মিল্‌স্ আরও জানিয়ে দিলেন যে তাঁর স্বামী ন্যাট্ মিল্‌স্ তাঁদের সংঘের নেতা এবং আমি যদি সত্যই কাজ করতে চাই ত' তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। আমি যথাযথ কৃতজ্ঞতা জানালুম ও নিজের আফিসের টেলিফোন নম্বর দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

সেদিন যখন মিসেস্ মিল্‌সের আফিস থেকে বাইরে আসি তখন আমার ব্যাগে বিজ্ঞাপনের নমুনার সঙ্গে যুবসমিতির অনেক পুস্তিকা ছিল। তখন থেকেই নয় বৎসর ব্যাপী ত্রিমূর্ত্তির দীর্ঘ বিপজ্জনক যাত্রা সুরু হ'ল, অবশ্য তখন আমি সে বিপদ বুঝতে পারিনি—তখন আমার খুব উৎসাহ।

আমার উৎসাহের কারণ এই যে আমার উপর গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রিয় কাজের ভার পড়েছে। কেম্ব্রিজ ইয়োথ কাউন্সিল সংগঠন ও সঞ্চালনের ভার পড়ল আমার উপর আকস্মিকভাবে। মিসেস্ মিল্‌সের আপিসে যখন ঢুকি তখন আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক ছিলুম, যখন বেরিয়ে এলুম তখন আমার একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ হয়েছে। আমার মনে হ'ল যে মিসেস মিল্‌স্ আমায় বিশেষ সম্মান করেছেন, তুচ্ছ খোসামোদের কথা বলে নয়—এমন একটা কাজের ভার দিয়ে—যা তাঁর অতি প্রিয় কাজ। তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আমাকে সাহায্য করার জন্য। অবশ্য

এটা ঠিক যে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সঙ্কল্প করলাম যে আমি মিসেস মিল্‌সের বিশ্বাসের যোগ্য হবো।

আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে যে সকল অল্পবয়সী লোকের সঙ্গে দেখা হ'ত, তাদের সঙ্গে আমিও মনে করতে আরম্ভ করলাম যে আমরা এমন একটা তরঙ্গে গা ভাসিয়েছি, যাকে কেউ আটকাতে পারবে না। তবুও এক নূতন বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা এতই ভয়ানক যে তাকে বন্ধ করার জন্য যাবতীয় উপায় অবলম্বন করা উচিত বলে মনে হ'ত। শান্তির আশা খুব সামান্য হ'লেও যতটুকু আছে ততটুকুতেই আশ্রয় করা উচিত। চারিদিকে যুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে যত সব চীৎকার শুনতাম, তার মধ্যে আমি এইটুকুমাত্র নিশ্চিত ছিলাম যে আমি শান্তির দিকে। হিট্‌লারের বিবিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করত এবং রুশ-জার্ম্মান সন্ধিতে আমার মন ঘৃণায় ভরে উঠত। সাধ্যমত ইংল্যাণ্ডকে সাহায্য করায় আমার সমর্থন ছিল কিন্তু আমার কাছে সকলের চেয়ে বড় কথা ছিল সবল আমেরিকা যা শান্তিরক্ষা করতে সক্ষম ও সফল।

যুদ্ধ যত নিকটে আস্‌তে লাগল ততই সকলে এই সম্পর্কে তর্কে জড়িত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ ভান করত যে এ প্রশ্ন তাদের কাছে কিছু নয়, কিন্তু আমি সেই দলে ছিলুম যারা এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার পক্ষপাতী। এটা কি করে সম্ভব মিসেস মিল্‌স্‌ তার পথ দেখিয়ে দিলেন। তাঁর কাছেই জানলুম ইয়োথ কাউন্সিলগুলির গঠন কত জটিল ও সুদূরপ্রসারী এবং কেমন করে সেগুলি উপরের দিকে আমেরিকার যুব-কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে আমার স্থানীয় কেম্ব্রিজ যুব সমিতি কি ভাবে তখনকার বর্ত্তমান বহু প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালীকে সংহত করে সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য প্রভাব বিস্তার করার

উপায় করতে পারবে। আমাদের মতামত প্রচার করার উপায় করা সম্ভব এবং আমরা তা করবো।

ইয়োথ কাউন্সিল গঠন করার সময়ে আমাকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল তা' আমার কাছে নূতন। আমার নিকট-বন্ধুদের নিয়ে ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করা এক আর একটা বড় শহরে অনেক লোক নিয়ে—যাদের বেশীর ভাগকেই আমি চিনি না ও জানি না—সমিতি গঠন করা আর এক।

এ বিষয়ে আমি হয়ত অকৃতকার্য্যই হ'তাম যদি না দেখতাম যে পদে পদে আমার পথ সুগম করে দেওয়া হচ্ছে। আমার কাজের সুরুতে মিসেস্ মিলুস্, কেম্ব্রিজের যুব-সমাজের নেতৃ-স্থানীয়দের মধ্যে যারা আমাকে সাহায্য করতে সব চেয়ে বেশী সক্ষম তাদের নাম দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর প্রত্যেক ধাপে আমাকে সাহায্য করার লোক মিলত। একজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই সে আর এক জনের নাম বলে দিত, সে আবার আর এক জনের কথা বলে দিত। এখন ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে যাদের কাছে আমাকে সাগ্রহে যেতে বলা হ'ত তারাই কি করে স্বল্পস্থায়ী ও কুখ্যাত ইয়োথ কাউন্সিলের কর্ণধার হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমেই টোনি গ্রস। আমি কাজ সুরু করার কয়েক দিনের মধ্যেই হার্ভার্ড ছাত্র সমিতির আফিসে মিস গ্রসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। টোনি বেশ লম্বা-চওড়া, চিত্তাকর্ষক ও অমায়িক। রং খুব হাল্কা, তবে রোদে পোড়া। তার লম্বা হাল্কা রঙের চুল এলো থাকে। তাকে স্বাস্থ্য ও শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক বলে মনে হ'ল। তখনকার কলেজের ছাত্রদের প্রিয় যুবাবাসগুলিতে গরমের ছুটির সময়ে বহির্মুখী ও বাহিরের খোলা বাতাসে অভ্যস্ত যে সকল যুবতীকে দেখার আশা করা যায় ঠিক সেইরকমই।

টৌনি আমাকে খুব সাদরে গ্রহণ করলে। মিসেস মিল্‌সের কথা আমার মুখে শুনেই এটা হ'ল কিম্বা আগে থাকতেই তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল আমি জানি না। যাই হোক, দেখলাম যে কেম্ব্রিজ যুব সমিতি সম্বন্ধে সে খুব উৎসাহী। সে বললে যে কলেজের এবং অন্য সামাজিক যুব প্রতিষ্ঠানগুলির যুদ্ধ-সমস্যা, চাকরী সমস্যা, জাতি-বৈষম্য, সৈনিক বৃত্তি, দেশরক্ষা শিক্ষা এই ধরণের সমস্যা সম্বন্ধে ধারণা ও কর্ম্ম-পদ্ধতিকে প্রণালীবদ্ধ করার জন্য ঠিক এই ধরণের সমিতিরই একান্ত দরকার। সে আমার কাছে তার প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সমর্থন জানালে, বললে যে সমিতি যখন বসবে তখন ছাত্র সমিতির প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দেবে। সে আরও জানালে যে তার প্রতিষ্ঠান যে শুধু হার্ভার্ড ছাত্রদের নিয়ে তাই নয়, বোস্টন অঞ্চলের মেয়েদের কলেজ গুলিও তার অন্তর্গত। তার মধ্যে র‍্যাড্‌ক্লিফ ও সিমন্স কলেজও অন্যতম।

আমি পরে লক্ষ্য করেছিলুম যে তার আফিসে আমাদের প্রথম সমিতির যে অধিবেশন হ'ত তাতে সে আমাদের কাছে থেকে আমাদের সমস্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাত। কেম্ব্রিজ অঞ্চলের যুবক যুবতীদের নেতৃস্থানীয় অন্য যে সব লোকের উপর আমি ভরসা করতে পারি তাদের অনেকের নাম সে আমাকে দিয়েছিল। মনে পড়ে, তাদের কেউ কেউ অল্প কিছু দিন আমাদের সঙ্গে কাজ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্যেরা শেষ অবধি ছিল। যেমন অ্যালিস সলোমণ্ট, ওয়াই. ডবলিউ. সি.এ'র একজন যুবনেত্রী, এরা সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে আমার ডান হাত। তারপর সলোমন ভ্রাতৃদ্বয়, আর্থার ও সিড্‌নি। এদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তবে তারা

যা ভেবেছিল সে ভাবে নয়। এই দুজন আর স্ট্যানলী বীচার আমার কৌতুকপ্রদ ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অনেকখানি দায়ী।

অবশ্য সকল লোকের সঙ্গেই যে মিসেস্ মিলস্ ও তাঁর সহকর্মীদের মারফৎ আলাপ হ'ল তা মোটেই নয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার কাজের গোড়ায় অনেকে আমার খুব সহায় হয়েছিলেন। এবং আমি নিজে অনেক সদস্য যোগাড় করি। তার মধ্যে একজন গর্ডন কেস্। আমার স্কুলের বন্ধু ও মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা। সে আমার এত অনুরক্ত ছিল যে আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। তার চোখে আমি যতই হেয় প্রতিপন্ন হতাম, ততই সে নিজেকে অবিশ্বাস করতে সুরু করত।

কিছুদিনের মধ্যেই ন্যাট মিল্স্ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমাদের বাড়ীতে টেলিফোন ছিল না। তিনি আমার আফিসে ফোন করে হার্ভার্ড স্কোয়ারে একটা রেস্তরাঁতে দুপুর বেলায় খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। তাঁকে তাঁর স্ত্রীর মতই ভাল লাগল যদিও তাঁর স্ত্রীর মত স্বাচ্ছন্দ্যের কিছু অভাব তাঁর ব্যবহারে। তাঁর ভঙ্গীটা আত্ম-সচেতন ভাবে কেতাদুরস্ত কিন্তু তাঁর বাক্যে কোন আত্মসচেতনা প্রকাশ পেত না। তাঁর কথাগুলি সামান্য একটু জড়ানো ছিল, তবে তাঁর কথার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ও গুণগ্রাহী মনের পরিচয় পাওয়া যেত। উত্তেজনার সময় বাঁ হাত দিয়ে কপালের এলোমেলো চুলগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার একটা অভ্যাস ছিল।

তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমার কর্ম্ম-সূচীর কতকগুলি অসুবিধা বুঝতে পেরেছিলুম কাজেই সেগুলি একজনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়ে আমি খুশীই হলুম। ন্যাট মিলসের বিশেষত্বই

ছিল, সংগঠন প্রণালী। তিনি যন্ত্র কি ভাবে চলে তা বেশ জানতেন এবং তার সমস্ত জটিলতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তিনি তাঁর মার্জ্জিত স্বরে বলতে লাগলেন "প্রথমেই সাময়িক একটি গঠন সমিতি করা দরকার। জন বারো সকল রকমের লোক নিলেই চলবে। অবশ্য আপনার কয়েকজন পৃষ্ঠ-পোষক দরকার, আমি তার কয়েক জনের নাম দিতে পারি।"

"তাঁরা কি করবেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"প্রথমতঃ আপনাকে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সমর্থন দেবেন তারপর হয়ত যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁরা জড়িত তাদের সমর্থনও দেবেন। তা ছাড়া যাঁরা আপনাকে বা গঠন সমিতির অন্যান্য তরুণ সভ্যদের চেনেন না তাঁদের কাছে পরিচয় করার ভার নিতে পারবেন। তাঁরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আনবেন পরিণত স্থিতিশীলতা; আর যখন চাঁদা তোলার দরকার হবে তখন তাঁদের কাছে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যাবে। তারপর আপনাদের নীতি স্থির করার কাজেও তাঁদের কাছে সুবুদ্ধি পাওয়া যাবে। এই জন্যই আমরা সংগঠন কাজের সকল স্তরেই স্থানীয়, প্রাদেশিক বা জাতীয় কতকগুলি পৃষ্ঠপোষক পাবার চেষ্টা করি।"

এরপর টোনি প্রেসের আফিসে গঠন সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হল তাতে আমি সাময়িক ভাবে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলাম। এই সব অধিবেশনে যারা আসত তাদের অধিকাংশই অকেজো। এসব কাজে এই রকমই হয়, যারা আসে শেষ পর্য্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কঠিন শক্তি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। প্রাথমিক অধিবেশনগুলি থেকে আর্থার ও সিডনি সলোমন ও স্ট্যানলি বীচারের প্রভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাইয়ের তুলনায় সিডের বেশ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। আর্থার বেঁটে, চটপটে। তার চঞ্চল চোখ সদা সর্ব্বদা নূতন ভাবের

আলোতে দীপ্যমান এবং বাহিরের সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ। সে ভাব গোপনে অভ্যস্ত কুশলী ব্যক্তি। সিড লম্বা চওড়া, বুদ্ধি একটু মাটো কিন্তু খুব কঠিন পরিশ্রমী। যে তার ভাইয়ের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথে দৃঢ়তার সঙ্গে চলত। ষ্ট্যান বীচার একজন মুষ্টি যোদ্ধা। তার মাংসপেশী সবল আর সে সূক্ষ্মতার ধার ধারত না। এই তিনজনকে দিয়ে এমন কাজ নেই যা আমি করাতে পারতাম না। তাদের আমি থ্রী মাস্কোটিয়ার্স বলতাম, কোন বীরত্বসূচক সৌজন্যের জন্য নয়। তাদের পরস্পরের ঐক্যের জন্য। তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়োগে তাদের তিনজনের ব্যক্তিত্ব পরস্পরের পোষকতা করত। আমাদের প্রতিষ্ঠানের তারাই ছিল আসল সংযোক্তা।

নভেম্বর মাসে আমরা প্রায় একশত কেম্ব্রিজ প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের পূর্ণ সমিতির নিমন্ত্রণ পাঠালাম। আমার তিন সহকর্ম্মী প্রায় তিন পৃষ্ঠা চিঠিতে আমার স্বাক্ষর দিলেন। তার মধ্যে আমাদের সকল রকম সমস্যারই উল্লেখ ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা অবশ্য যুদ্ধ। আমাদের চিঠিতে আমরা দেখালাম যে সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে যে ভোট দেওয়া হয়েছিল তা শুধু তাঁর শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের জন্য কিন্তু তিনি নির্ব্বাচনের পরে দেশকে যুদ্ধের পথে টেনে নিয়ে চলেছেন।

চিঠিটির মধ্যে বাধ্যতামূলক সামরিক কর্ত্তব্যের আইনটির আলোচনা ছিল। যে সব লোককে এইভাবে বাধ্য করে সৈন্যদলে নেওয়া হচ্ছে তাদের যাতে সামাজিক ভাবে সাহায্য করা যায়, তার প্রণালী নির্দ্দেশ করা ছিল। যথা তাদের বিদায় সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা, শিক্ষাশিবিরে তাদের সঙ্গে দেশের লোকমত ও ঘটনাবলী নিয়ে পত্র ব্যবহার করা আর তাদের যাতে সুবিধা হয় সেই ভাবের আইন পাশের চেষ্টা করা।

ঐ চিঠিতে দু একটা বিষয় ছিল যার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি।

একটা আমার মনে পড়ছে, সেটি যেন মনে হচ্ছে যে বাধ্য সৈন্যগুলি যাতে ঘন ঘন ছুটি পায় তার জন্য সুপারিশ। আমার মনে হ'ল যারা যুদ্ধে যাবে, তাদের ছুটি ভোগ করার থেকে শিক্ষাই বেশী দরকার। যাই হোক্ এটা একটা সামান্য মতভেদ, আর চিঠিগুলি যখন ছাপাই হয়ে গেছে, তখন আমি আমার আপত্তিতে জোর দিলাম না।

দুই সপ্তাহ বাদে একটি সার্কুলারে আমরা প্রথম অধিবেশনের দিন ১৯৪০ সালের ৬ই ডিসেম্বর ধার্য্য করলুম। আমাদের প্রথম বিজ্ঞপ্তির বেশ ভাল ফল পেলুম। আমাদের বেশ জোরদার লোক স্থানীয় পৃষ্ঠ-পোষক জুটলো। হার্ভার্ডের অধ্যাপক কার্টলি মাথার, সেন্ট মেরি ও সেন্ট মাইকেল গীর্জ্জার পাদ্রী রেঃ জেমস স্মিথ ডাক্তার সমিতির আর্নেষ্ট কলিন্স, ডাঃ আলবার্ট ডিকেনবাক্, রোলাণ্ড হেজেস্, রেঃ ওয়াল্টার ভার্গ, মিস ওডিল সুইনি এবং ডাঃ হাওয়ার্ড হুইটকম্ব। এঁরা সকলেই বোষ্টনের সামাজিক জীবনে খ্যাতনামা ব্যক্তি।

উদ্বোধিনী সভায় প্রায় ত্রিশটি যুবসমিতির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। সদস্য সংখ্যার দিক দিয়ে এটা খুবই শুভ কার্য্যারম্ভের পরিচয় বলে ধারণা হ'ল। কেম্ব্রিজে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট দাখিল করলে আর্থার সলোমন। আলোচনাকে সে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেবার জন্য ন্যাট্ মিলস আসতে পারলেন না, তাঁর বদলে তাঁর স্ত্রী এলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে আমরা বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি, সৈনিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে বর্ণ-বৈষম্য ও আরও ঐ প্রকার বিষয়ে আলোচনা করলাম।

আগে থাকতে কার্য্যক্রম এমন ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট করা ছিল যে

নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠল না। কে যে আমার নাম প্রস্তাব করলে মনে নেই তবে আমার সভাপতিত্বে মনোনয়ন সকলেই মেনে নিলেন ও আমি নির্ব্বাচিত হয়ে গেলাম। অ্যালিস স্মোমেন্ট ঐ খবেই সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হ'লেন। মায়েটিয়ার্সদেরও তাদের কঠিন পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার মিলল। তাঁরা তিন জনেই পরিচালক নিযুক্ত হলেন। পূর্ণ সমিতির অধিবেশনের দিন ধার্য্য হ'ল প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার আর পরিচালকগণ প্রতি রবিবার আমার বাসায় মিলিত হবেন ব'লে স্থির হ'ল।

আমরা অনেক রকম যুব আন্দোলন চালু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোলমালেরও সৃষ্টি হ'ল। প্রথম গোলযোগের সৃষ্টি হ'ল আর্ট সলোমনের প্রিয় বিষয় কারিগরি শিক্ষা নিয়ে। আমাদের সংগঠন যুগে অনেক চিঠি ও প্রচার পত্রিকা আমার নামে রচিত হওয়ার পর আমার কাছে দস্তখতের জন্য উপস্থিত করা হ'ত। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাকে একেবারেই এড়িয়ে যাওয়া হ'ল।

বিষয়টা হ'ল জাতীয় যুব পরিচালনার কারিগরি প্রকল্প যা ফেডারেল সরকারের টাকায় চালু হয়েছিল। এই রকম অনুমান করা হয়েছিল যে কেম্ব্রিজ স্কুল সমিতি, যুবকদের সাময়িক খুচরা কাজে সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও, এই কার্য্য সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ নিচ্ছে না। একদিন আমি আবিষ্কার করলাম যে সভাপতি হিসাবে আমার স্বাক্ষরিত প্রায় হাজারখানি পুস্তিকা কেম্ব্রিজ ইয়োথ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমাদের শহরে বিলি করা হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে মেয়রের কাছে দরখাস্ত দেওয়া হোক্ এবং জাতীয় পরিচালনার কার্য্যসূচী চালু করার জন্য সাধারণ বিতর্কের সূত্রপাত করা হোক্।

আমার স্বাক্ষরে পুস্তিকাগুলি ছাপা হ'ল, অথচ আমি জানি না, এতে

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হ'লাম। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিবেকের অভাব লক্ষিত হচ্ছে বলে আমার মনে হ'ল, আর তাছাড়া সদস্যরা আমার উপর যে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তার উপর এটা নির্লজ্জ অনধিকার আক্রমণ। যাই হোক্, কার্য্যসূচীর মধ্যে যে ভালটুকু ছিল সেটুকু আমি বুঝতে পারলাম। আমার নিজেরও অল্পবয়সী লোকদের আংশিক কাজ দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। আমার সহকর্মীদের উৎসাহ ও স্বাধীন চিন্তার মর্য্যাদা না দিয়ে পারলাম না। তা'ছাড়া এই আন্দোলনে ফলও পাওয়া গেল। স্কুল সমিতি ছেলেদের চাকরী যোগাড় করতে সাহায্য করার জন্য জাতীয় যুব পরিচালকদের কেম্ব্রিজে একটা কেন্দ্র খুললেন। এটা আমাদের যুব সমিতির প্রথম সার্থকতা এবং তা করবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, সেটাকে আর কর্ত্তব্যের মধ্যে আনলাম না।

তবে ব্যাপারটীতে আমি একটু বিচলিত হ'লাম এবং পরে সাবধানে চলার সঙ্কল্প করলাম। আমার অনেকগুলি বন্ধু যাঁরা কেম্ব্রিজ শহরের সম্ভ্রান্ত ও নিষ্ঠাবান অধিবাসী, আমাকে ও আমার যুব সমিতিকে পূর্ণ সমর্থন করতেন—আমার প্রধান দায়িত্ব তাদের উপর। পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার প্রথম কর্ত্তব্য ছিল দেখা যে সমিতির নীতি ও পদ্ধতি সভ্যদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে না যায়।

কিন্তু পরিচালক সমিতির এক সভায় বোঝা গেল যে জিনিষটা কত কঠিন।

সেদিন অ্যালিস সলোমন্ট উপস্থিত ছিল না। সলোমন ভ্রাতৃদ্বয়, ষ্ট্যান পীচার আর আমি উপস্থিত। আমাদের সেদিনকার সভায় প্রধান আলোচ্য ছিল যে মিত্রপক্ষকে সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমিতির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমেরিকান যুব কংগ্রেসে একটা রিপোর্ট দাখিল

করা। এ সমস্যা মিটে গেছে বহুদিন। কিন্তু আমার তিনজন সহকর্মীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের উপর এই ঘটনার প্রভাব অনেকদিন অবধি ছিল। এতদিন থাকবে তা' আমি ভাবিনি।

বিষয়টি যখন উত্থাপিত হ'ল তখন সলোমনরা ও বীচার তাদের মত পরিষ্কার করলে। তারা তিনজনেই আমার মতের বিরোধী। তারা ব্রিটেনকে কোনরকম সামরিক সাহায্য দেওয়ার বিরোধী। আমার মত উল্টো। আমার বিশ্বাস ছিল ব্রিটেন ও তার মিত্র-শক্তিদের সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।

আমি বললাম, "দেখ, আমি তোমাদের কথা বুঝি এবং তোমাদের ও মত পোষণ করার অধিকার আছে। কিন্তু মনে আছে? দশ দিন আগে আমাদের সমিতির এক অধিবেশন হয়ে গেছে এবং তাতে বেশীর ভাগ লোকের মত…"

বীচার চেঁচিয়ে উঠল, "পাগল!" সে যেন গপ্পা মেরে আমাকে বসিয়ে দিতে চায়। চেঁচামেচিতে মেনে নেবার মত আমার মনের অবস্থা নয়। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার অন্য কোন উপায় নেই…"

"বস, বস", বলে বীচার ঝুঁকে পড়ে আমাকে এমন একটা ধাক্কা দিলে, যার ফলে তাল সামলাতে না পেরে বসে পড়লুম। আমি সামলে নেবার আগেই সে বললে, "দেখ, আমেরিকান যুব কংগ্রেস স্থির করেই ফেলেছে যে তারা অগ্রসর হবে। কাজেই তাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।"

আমি উত্তর দিলুম, "তুমি গোলমাল করে ফেলছ। আমরা যুব-কংগ্রেসের সঙ্গে রীতিমত ভাবে সংশ্লিষ্ট নই।"

"কিন্তু আমরা সেখানে প্রতিনিধি পাঠাই, নয় কি?"

"তা ঠিক! কিন্তু তাই বলে তারা যা করবে, আমাদেরও তাই করতে হবে তার কোন মানে নেই। তা'ছাড়া আমাদের সাধারণ সদস্যরা একদিকে ভোট দেবে আর আমরা আর একদিকে ভোট দেব এ ঠিক গণতান্ত্রিকও নয়।"

আর্ট সলোমন মাঝখানে বলে উঠ্‌ল, "আমরা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি।" সে একবার আমার দিকে, একবার বীচারের দিকে চাইতে লাগল। সে একটু উত্তেজিত ভাবে কথা বললেও তার উদ্দেশ্য ছিল একটা মধ্য-পন্থা নেওয়া। আমিও বাড়াবাড়ি করার পক্ষপাতি ছিলাম না। সে যদি যুক্তি দিয়ে মিটমাট করিয়ে দিতে পারত ভালই।

সে আবার বলতে লাগল, "বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সদস্যদের ভোট অনুযায়ীই কাজ করব। এ ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। গত অধিবেশনে অনেক সভ্যই অনুপস্থিত ছিল। তা'ছাড়া তারা সমস্ত ঘটনাগুলি ভাল করে ভেবে দেখার সময় পায়নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তারা যদি সমস্ত ঘটনাগুলি জানবার সুযোগ পেত এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করার সময় পেত ত আমরা যে রকম ভোট দিচ্ছি সেই রকমই ভোট দিত।"

আমি তখনকার কথা ভাবছিলুম না। ও সম্বন্ধে কোন কথাতেই আমার মত বদলাবে না, তা আমি জানতুম। তাছাড়া এই ব্যাপারে যে সব সূক্ষ্ম তর্কের সৃষ্টি এই তিনজন করছিল তাতে আমার অবস্থাটা কি রকম হাস্যাস্পদ হবে ভেবে আমি হতভম্ব হয়ে পড়লুম। বুঝলাম যে আমারও মন যেমন স্থির হয়েছে তাদেরও মন তেমনি স্থির হয়েছে; আর আমরা এখন উল্টো দিকে। এ ব্যাপার সভা করে মীমাংসা হবে না। কিন্তু যেটা আমাকে সবচেয়ে অবাক করছিল সেটা সমিতির কাজের সুশৃঙ্খল পরিচালন সম্বন্ধে ওদের মনোভাব।

সিড হাসতে হাসতে বললে, "যাই হোক্, জাতীয় সমিতি ওয়াশিংটনে

বসছে। তারা সব জিনিষটা ভাল করে বুঝেছে এবং কি করতে হবে তা আমাদের চেয়ে ভাল করে জানে। তারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে রয়েছে তখন একটা উচিত সিদ্ধান্তে পৌছতে তাদের যত সুবিধা এত আর কার? তাছাড়া ম্যাসাচুসেট্‌স যুব সমিতি, যার থেকে আমাদের উদ্ভব, তারাও এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে ফেলেছে। এখন আমরা কিভাবে দল-ছাড়া হ'ব? বর্ত্তমান আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়বে হার্ব, আর কিছু নয়।"

তার যুক্তিতে আমার মস্তিষ্কের এক কোণ হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠ্‌ল। এই ধরনের যুক্তিকে কি বলে? কমিউনিষ্টরা এর নাম দিয়েছে কেন্দ্রানুগ গণতন্ত্র। নেতারা এক একটা সমস্যা সম্বন্ধে একটা নীতি ঠিক করেন, তারপর যথারীতি সেই নীতি নীচের দিকে চালিয়ে দেন জনসাধারণের কাছে। তারা তার সঙ্গে যথাকর্ত্তব্য একমত হয়, তার উপর ধোবি ছাপ দিয়ে যথাক্রমে উপরের স্তরে পাঠিয়ে দেয়। তখন উপরের নেতারা তাকে জনসাধারণের ইচ্ছা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কমিউনিষ্ট গণতন্ত্র এই রকমই।

আমার মনে সত্য উপলব্ধি হল, তিক্ত সত্য। আমার সন্দেহ ও সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি জালে পড়েছি, বেশ কৌশলে ফেলা জাল। কেম্ব্রিজ যুব সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, তার সভাপতি, এমন কি সমিতি পর্য্যন্ত—কয়েকজন গুপ্ত পরিচালকের নীতি ও পদ্ধতির একটা মুখোশ মাত্র।

আমি গভীর নৈরাশ্যে সভা ত্যাগ করলাম। অ্যালিস সলোমন্ট থাকলেও ভোটে ৩—২ ভাবে আমার পরাজয় সুনিশ্চিত। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার হয়ত কোন উপায় ছিল, কিন্তু তখন আমার কিছু নজরে পড়েনি। আমি এটা বুঝলাম যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসিনি।

আমি সমস্যাটা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। কারুকে কিছু বললাম না। এমন কি ইভাকেও নয়। একে সে ছোট বাচ্চা নিয়ে বিব্রত ছিল, তাছাড়া যুব সমিতির ব্যাপারে তার উৎসাহও ছিল না।

আমি জানতুম যে যে সকল বন্ধু আমার আহ্বানে সমিতিতে যোগ দিয়েছে, তারা তাদের সভাপতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জানলে অবাক হবে। আমি কি তাদের কাছে সব কথা বলব? তা' হলে কিন্তু যুব-সমিতির পঞ্চত্ব অবশ্যম্ভাবী. এতদিনকার সব কাজ পণ্ড। আমি কি সমস্ত ঘটনাটা বর্ত্তমান সমস্যার উপর ভিত্তি করে সাধারণে প্রকাশ করে দেব? আমার লোক জানাজানির কেলেঙ্কারীতে সাধ ছিল না। আমি অবশ্য পদত্যাগ করতে পারতাম। বীচার সে কথা স্পষ্টই আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু তাতে সমস্যার কোন সমাধান হ'ত না। বীচার ও সলোমনরা সমিতির কাজ চালিয়ে যেত হয়ত অন্য কোন অজ্ঞাত নেতার সাহায্যে। আমি শুধু বদনামের ভাগী হ'তাম।

আমি দিনরাত্রি সমস্যাটার কথা ভাবতে লাগলাম। যুব সমিতির উদ্বর্তন ও আমার তিনজন প্রতিযোগীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবতে লাগলাম।

আমি ঘুমুতে পারতাম না। একবার ভাবি বোষ্টন পুলিসের কাছে যাই, তখনি মনে হয় তারা হয়ত আমাকে পাগল বলে উড়িয়ে দেবে। কেন না ধরতে গেলে কোন আইনভঙ্গই করা হয় নি। তখন আমার মনে পড়ল যে সেপ্টেম্বর মাসে বোষ্টনে আমেরিকান লিজনের যে জাতীয় অধিবেশন হয়েছিল, তাতে জে. ই. হুভার সকল প্রকার বিজাতীয় রাষ্ট্রনীতিবাদকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী শক্তির চরেরা কাজ করছে। তিনি অনাবশ্যক উত্তেজনার বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে জাতীয় সংরক্ষণের পরিপন্থী

কিছু জানতে পারলে লোকে যেন এফ. বি. আই-তে সেকথা জানিয়ে দেন, যাতে জিনিষটার যথারীতি তদন্ত হতে পারে।

আমি বিছানার পাশে একটা ঢিমা আলো জ্বেলে টেলিফোন বইটা দেখতে লাগলাম। অনেক কষ্টে বইয়ের মলাটে নম্বরটা পেলাম। ইভা ঘুমের ঘোরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে ?" আমি ঠিকানাটা ভাল করে দেখে নিয়ে বললাম, "কিছু নয়।" তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমালাম।

আমি যখন সেখানে যাবার জন্য বেরুলাম তখন সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমি যদিও সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি সোজা সেদিকে যেতে লাগলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন ভয় হতে লাগল।

বড় আফিস বাড়িটির বারান্দা বেশ গরম। বাইরের একটা বড় বোর্ডে দেখতে পেলাম 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন, ১০১৪নং কামরা। লিফ্‌টে চড়ে দশ তলায় উঠলাম।

সামনেই এক অভ্যর্থনাকারিণীকে দেখলুম বসে আছে, তা'র পাশেই সুইচ বোর্ডটা। সে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার জন্য কি করতে পারি ?"

আমি কি যে বলব ভেবে পেলুম না। আমতা আমতা করে বললুম, "আমি আপনাদের একজন এজেন্টকে চাই"। এফ বি. আই-এর কোন এজেন্ট আছে কি না জানতাম না, তবু মেয়েটি দেখলাম আশ্চর্য্য হ'ল না। দেখে খানিকটা ভরসা হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলে, "বিশেষ কাউকে চাই ?" আমি ঘাড় নাড়লাম।

"আপনার নাম কি ?"

"হার্বার্ট ফিলব্রিক।"

"কোথায় থাকেন ?"

"কেম্ব্রিজে।"

"বসুন আমি এখনই একজনকে ডেকে দিচ্ছি।"

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দোরের কাছে বসলুম। এজেন্টকে কি বলব মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম। ভাবলুম, আমাকে যেন সেই ওয়েটিং রুমে সব কথা না বলতে হয়। আচ্ছা, কিভাবে কথাটা আরম্ভ করা যাবে ? এজেন্ট হয়ত এসেই বলে বসবেন, "কি করতে হবে বলুনতো, মিঃ ফিলব্রিক ?" তারপর সেখানে দাড়িয়েই হয়ত আমার কথাটা শুনতে চাইবেন। তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে এনে কথাটা বলতে চাইব কি ?···একটু পরেই দেখলুম মেয়েটি ভেতর থেকে বাইরের দিকে আসছে, একটা আতঙ্ক যেন আমায় মুহূর্তেকের জন্য অবশ ক'রে ফেললো। মেয়েটির পিছনে একটি লোক। তিনি সামান্য একটু হেসে আমাকে ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

আমরা অনেকগুলি বারান্দার মোড় ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট আপিস-ঘরের লম্বা সারি অতিক্রম করে ঐরকম একটা ঘরেই ঢুকে পড়লুম। আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আমাকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে কথাবার্তা সুরু করলেন, নিজের কোন পরিচয় দিলেন না।

"আপনি কেম্ব্রিজে থাকেন ?" একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আর আমার স্ত্রী বছর খানেক হ'ল ওখানে উঠে গেছি।"

তিনি আমাকে নিঃশব্দে দেখতে লাগলেন, টেবিলের উপর আমার ব্রীফ কেস, আমার আফিসের কাপড়-চোপড় সব দিকেই নজর পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলেন, "বোষ্টনে কাজ করা হয় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে কেম্ব্রিজেই। আমি—আমি বিজ্ঞাপনের ব্যবসা করি।"

"আপনার জন্য আমাদের করার মত কিছু আছে কি, মিঃ কিলব্রিক? সংক্ষেপে বলেন ত ভাল হয়। ব্যাপারটা কি আপনার ব্যবসায় সংক্রান্ত?"

"আজ্ঞে না, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে আমার মনে হয় এতে সাধারণেরও সম্পর্ক আছে। আমি একটা পরামর্শ চাই।"

তিনি আবার একটু ক্ষীণ ভাবে হাসলেন, বললেন, "আমরা ঠিক পরামর্শ দিই না। যাই হোক্, গোড়া থেকে সুরু করুন। ব[াল]ছিলেন না যে এটা সাধারণের ব্যাপার?"

"দেখুন আমি কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল নামে এক যুব-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এটি একটি তরুণ নেতাদের দল—যারা সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে বেশ খানিকটা মাথা ঘামান। আমার বিশ্বাস আপনি হয়ত একে আলোচনী সভা বলবেন। আমি এর সভাপতি, কিন্তু এর ভেতরে কি হচ্ছে সব ব্যাপার আমি জানতে পারি না।"

তিনি মাথা নেড়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন। আমি কাউন্সিলের নীতি, সদস্য সংখ্যা, তার অন্যান্য কর্মিবৃন্দ ও পৃষ্ঠ-পোষকদের বর্ণনা দিলুম। আমি লক্ষ্য করলুম, তাঁর কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে, হাত চাপা দিয়ে একটা কাগজের উপর মাঝে মাঝে যেন কি টুকেও নিচ্ছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আমাকে বাধা দিয়ে ছোট ছোট অথচ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কোনও নাম আবার বলতে বললেন, কোনটার বা বানান জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি কি ভাবে কাউন্সিলের সম্বন্ধে উৎসাহিত হলুম, কি ভাবে তার কাজ সুরু করলুম, কি ভাবে অন্যেরা আমাকে সাহায্য করলে, তার

বিশদ বর্ণনা করলুম। তাঁর উৎসাহে আমি কিছুই অব্যক্ত রাখলুম না। বলতে বলতে আমি আরও জোর পেলুম, বিশেষ করে যখন দেখলুম যে আমার গল্পের প্রত্যেকটি ঘটনাই তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, আমিও উৎসাহিত হলুম। এটুকু অন্ততঃ বুঝলুম যে আমার কথায় তিনি বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি কি ভাবে দলের লোক-দেখানো নেতা হয়ে আছি আমার সম্মতি না নিয়ে কি ভাবে আমার ও অন্যান্য সভ্যদের সত্যিকারের বিশ্বাসের বিরোধী মতামত ও আমারই নাম দিয়ে কাউন্সিলের মতামত ব'লে জনসাধারণের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়, সে সব কথাও আমি বললুম। শেষে কি ভাবে ষ্ট্যান বীচার এবং আর্ট ও সিড্ সলোমনের সঙ্গে আমার প্রায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, তাও বর্ণনা

আমার কথা থামলে তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তা' আমরা এর কি করতে পারি? ফেডারেল আইন কিছু ভঙ্গ করা হয়েছে কি যাতে এফ. বি. আই হাত দিতে পারে?"

"আমি যতদূর জানি তা কিছু হয় নি।"

তিনি একটু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন, তারপর বললেন, "আপনার সন্দেহ হয় যে আপনার প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিষ্টরা দখল করেছে। এই ত? কিছু প্রমাণ আছে?"

"না, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। আমি ভাবছি হয়ত অন্য লোকেরও এ রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। আমি ঠিক করতে পারছিলুম না, পদত্যাগ করব, কি সমস্ত ঘটনা সাধারণে প্রকাশ করে দেব।"

"আপনি কি এদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ছাড়াছাড়ি করবার পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছেন? পরিস্থিতিটা কি একেবারেই প্রতিকূল?"

"না, না—তা নয়।" আমি তাঁর প্রশ্নের ঠিক উদ্দেশ্যটা ধরবার চেষ্টা করতে লাগলুম, "আমি বলছি না যে, আমাদের বিরোধ মিটমাট হবার নয়।"

তিনি বেশ সংযত ভাবেই জবাব দিলেন, "মিঃ ফিলব্রিক, আপাততঃ আমাদের করবার মত কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য আপনাদের মত নাগরিকদের এসব বিষয়ে সচেতন দেখলে আমরা খুবই খুশী হই। কিন্তু যতক্ষণ না আরও কিছু ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ আমাদের হাতের বাইরে। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা আপনার কথা শোনবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। আপনি যখনই আসবেন আমরা খুশী হ'ব, আর আপনাকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমরা আইনেরই অঙ্গ, এবং শুধু আইনের ভিত্তিতেই আমরা কাজ করতে পারি।"

"বুঝেছি।" ব্রীফ্‌কেস ও টুপিটা হাতে নিলুম। আমার সমস্যার কোন সমাধানই হ'ল না এবং আমার প্রশ্নের কোন সোজা উত্তরও পেলুম না। তবে আমার কথাগুলো কিন্তু তিনি বেশ মন দিয়ে শুনেছেন। "ধন্যবাদ", মৃদুকণ্ঠে তাঁকে বললুন, "হয়তো আসবো আবার।" ভদ্র লোকটি আমাকে অভ্যর্থনা-কক্ষের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর নামটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।

এই সাক্ষাৎকারের পর আমার সমস্যা আরও জটিল হ'ল। কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যে আমার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। মনে হ'ল বের হয়ে যাই এর ভেতর থেকে, বেশ শিক্ষা হয়েছে, এইবার পদত্যাগ ক'রে ফেলি। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, কাউন্সিলের ভেতরে থেকে তাকে সাধারণ সভ্যদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলে, এবং দরকার হলে জানুয়ারী মাসের অধিবেশনে এর একটা হেস্ত-নেস্ত

ক'রে ফেললেই হয়ত আমি এর কিছুটা রক্ষা করতে পারব। অন্তত যারা আমাকে বিশ্বাস করে, যাদের কাছে আমার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী, তাদের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে পারব। আমি সঙ্কল্প করলুম যে গর্ডন কেসের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে এও দৃঢ় সঙ্কল্প করলুম যে ন্যাট মিল্‌সের সঙ্গে আলোচনা করব না। যে প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের উদ্ভব, ন্যাট মিল্‌স সেই ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ যুব সমিতির মাইনে-করা কর্ত্তা। আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে আলোচনাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আমি ভুলি নি যে ঐ দম্পতিটিই আমাকে কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল সংগঠন করতে নামিয়েছিল।

কিন্তু গর্ডন কেসের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়ার আগেই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এলেন। আমি অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে দেখি, সুদর্শন, প্রফুল্ল প্রকৃতির একটি লোক। একে আমি আগে কখনও দেখিনি। বললে, "আমার নাম হ্যারল্ড লীয়েরী।" সাবধানে একটা চামড়ার খাম খুলে দেখিয়ে দিলে যে সে এফ. বি. আই-এর লোক। তার মধ্যে বড় বড় করে তার নাম লেখা ছিল।

আমি উদ্বিগ্ন ভাবে বললুম, "ও—তা বেশ, বেশ।"

"আপনি একটা বিষয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

আমি চারিদিকে দেখিয়ে বললুম যে এই ঘিঞ্জি আফিসের মধ্যে নিরিবিলি কথা বলার জায়গা নেই।

সে বললে, "তাড়াতাড়ি নেই। ধরুন যদি কাল আপনাকে বাড়ীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে যাই? তখন আমরা কথা বলার সুযোগ পাব।"

আমি বললুম, "ম্যাগাজিন ষ্ট্রীট ও মেমোরিয়াল ড্রাইভের মোড়ে, আটটার সময়।" সে মাথা নেড়ে কি টুকে নিয়ে পকেটে ফেললে। আমরা

করমর্দ্দন করলুম। লীয়েরী বললে যে এফ. বি. আইয়ের কোন লোক যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, একথা কাউকে না বলাই ভাল। আমি নিজের নীরবতা সম্বন্ধে তাকে আশ্বস্ত করলুম।

পরদিন সকালে দশ মিনিট আগেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছলুম, লীয়েরী যদি অপেক্ষা করে এই আশঙ্কায়। আমি গরম হবার জন্য মোড়ে পাইচারী করতে লাগলুম আর আমার বাবার দরুণ রেলের ঘড়িটা ঘনঘন বার করে দেখতে লাগলুম। এ ঘড়িটা এত ঠিক চলত যে আমি সেকেণ্ড্ পর্য্যন্ত সঠিক বলতে পারতুম। আটটা বাজার ঠিক সিকি মিনিট আগে রাস্তায় চলতি গাড়ীর শ্রেণী থেকে একখানা গাড়ী বেরিয়ে এসে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াল। এফ. বি. আইএর কি আশ্চর্য্য সময় জ্ঞান। আমি ভেতরে ঢুকে পড়তেই, লীয়েরী ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলে।

"আমরা এখানে একটু কথা কই। তারপর আপনাকে আফিসে পৌছে দেব। বড় ঠাণ্ডা!" তারপর সে সরাসরি কাজের কথা পাড়লে, "আমি আফিসে আপনার সাক্ষাৎকারের একটা বিবৃতি দেখেছি। সে বিষয়ে কিছু করলেন না কি?"

"না সময়ও পাই নি। আর কি যে করব তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আপনি ত বিবাহিত?" আমি ঘাড় নাড়লুম। "আপনার স্ত্রী এ ব্যাপারের কিছু জানেন নাকি?" সিটের উপর একটু ঘুরে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

"আমি আপনাদের আফিসের এজেন্ট ভদ্রলোককে ছাড়া আর কাউকে কিছু বলিনি।"

সে কিছু বলতে গেল, তারপর থেমে গেল। বোঝা গেল সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করলে। আমি তার প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গী, প্রত্যেক-কথাটি

লক্ষ্য করছিলুম। ঠিক বুঝলুম যে সে কিছু একটা বলতে এসেছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বললে না।

আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বললুম, "আমার স্ত্রী এই প্রতিষ্ঠান বা তার সদস্যদের দেখতে পারেন না। সম্প্রতি এর সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোন কথাই হয়নি।"

"আপনার স্ত্রীর আপত্তিটা কি? মানে এর লোকদের সম্বন্ধে?"

"তাঁর একজন বন্ধু তাঁকে বলেছে যে আমি কমিউনিষ্টের দলের সঙ্গে বেড়াচ্ছি। শুধু তাই নয়, দলের কেউ কেউ আমার বাড়ীতে এসেছিল। তাদের তাঁর তেমন পছন্দ হয়নি।"

"হুঁ।"

"অবশ্য, তাঁর মতই ঠিক।"

"আপনি কি জানেন যে তারা কমিউনিষ্ট?" লীয়েরী জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই এবং তারা তা বলেওনি।"

"সেটা যদি জানতে ইচ্ছা হয় তো ওদের দলটার সঙ্গে থাকলে হয় না? দলটার কি যেন নাম?"

"কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল।"

"হ্যাঁ. এবং ভিতর থেকে বুঝবেন যে তাদের মতলবটা কি?" আমি লীয়েরীর মতলবটা ধরতে চেষ্টা করলুম. কিন্তু তাকে সরাসরি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলুম না। এতে এফ. বি. আইএর কি স্বার্থ সেটা স্পষ্টভাবে আমাকে বললে না। তবে তাদের কোন স্বার্থ না থাকলে এই শীতের সকালে লীয়েরী আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা কইতে আসত না।

লীয়েরী জিজ্ঞাসা করলে, "কটায় কাজে যেতে চান?"

ঘড়িটা বার করে বললুম, "এইবার গেলেই হয়, যদি কিছু মনে না করেন।" সে গাড়ীতে স্টার্ট দিলে।

কিন্তু লীয়েরীর যদি কোন কৌতূহল থাকেও ত সে বিষয়ে খুব সচেষ্ট নয়; যতদূর দেখতে গেলুম। যে সব প্রশ্ন করলে সে সব স্থূল প্রশ্ন। বিশেষ কোন লোক, বিশেষ কোন বিষয়ে তার কৌতূহল দেখা গেল না। সম্ভবতঃ আমি তাকে সুযোগ দিলে সে সেদিকে যেত।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার মতে আমার কি করা উচিত?"

"দেখুন মিঃ ফিলব্রিক, এটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যা। এতে আমরা সোজাসুজি মাথা ঘামাতে পারব না। আমি শুধু একবার যাচিয়ে নিতে চাচ্ছিলুম, যে আমরা কোন বিষয়ে খবর নিতে ভুলিনি।"

আমি নিরাশ হলুম এবং আমার উৎসাহ নিভে এল। তবু এটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না যে, আমাদের সাক্ষাৎকার বৃথাই হ'ল।

সে বলে যেতে লাগল, "আমার মত, মানে ব্যক্তিগত মত যে আপনার দলে থাকাই উচিত। দেখতে গেলে আপনার অনেক বন্ধু এর মধ্যে আছেন। তাঁদের আপনি ডোবাতে পারেন না। তার চেয়েও বেশী—আপনি আপনার নিজের মূলনীতি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আপনি যদি ছেড়ে দেন ত দলটিকে ওদের হাতেই তুলে দেবেন। আমার ত ধারণা যে তারা তাই চায়। তারা চায় যে আপনি ইস্তফা দিন।"

"এই বাড়ীটার পরে ছেড়ে দিলেই হবে। ঐ মোড়টা ফিরেই আমার আফিস।"

সে বললে, "আমি আবার দেখা করব।" তাহ'লে লীয়েরী একেবারে আমার সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করে নি -"ইতিমধ্যে আমার নম্বরটা নিয়ে রাখুন। যদি কিছু দরকার হয় ত ডাকবেন।" সে আবার গাড়ী

থামিয়ে আমার দিকে ফিরলে, "আমার এখনও মনে হয় এসব বিষয়ে কারুর সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনা না করাই ভাল। অবশ্য সেটা সম্পূর্ণ আপনার বিচার্য্য। তবে আমাদের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা চালিয়েছেন সেটা বলবেন না। তাতে আপনার কোন উপকার হবে না, বরং অপকার হ'তে পাবে। আমার মত যে আপনি কেবল চোখ দুটো খোলা রাখবেন; হয়ত কিছু পেয়ে যাবেন। যদি কোন খবর আপনার মনে হয় যে আমাদের জানা উচিত তাহ'লে আমাদের বলে পাঠাবেন।"

ইয়ুথ কাউন্সিলে অতঃপর আমি বীচার ও সলোমনদের হাতে রাস অনেকখানি আলগা করে দিলুম। তারাও আমাদের সংগঠন অনেক নেপথ্য প্রক্রিয়াতে উজ্জীবিত করতে লাগল। আমি মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করলেও মুখোমুখি ঝগড়া বর্জ্জন করলুম। আমি শীঘ্রই জানতে পারলুম যে সাধারণ সদস্যদের অন্ধকারে রাখা হচ্ছে এবং তারা অন্ধকারে থাকবে যদি আমি না মুখ খুলি। আমি দলটির কাজে মৌখিক উৎসাহ দেখালেও কাজে কিছু করিনি। আমি আর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা বা বন্ধুবান্ধবদের আমাদের সংঘের বিশেষ অনুষ্ঠানে সাহায্য করতে অনুরোধ করা ছেড়ে দিলুম। আমাকে বললে বুঝিয়ে দিতুম যে আমি বড় ব্যস্ত। ক্রমশঃ কাউন্সিল সম্বন্ধে লোকের উৎসাহ কমে এল এবং প্রথম অধিবেশনে যেরকম ভীড় হয়েছিল পরে আর তা হ'ল না।

আমার নিজেকে একজন ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হতে লাগল। যখন আমার বিশেষ বন্ধু, যাদের আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করতে পারি, যেমন অ্যালিস সলোমন্ট ও গর্ডন কেস—আমরা কাউন্সিলের নামে যে সব জিনিষ করছিলুম তার বিরোধিতা করত, তখন আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হতুম। আমি তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতুম এবং কোন কথা প্রকাশ

না করে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতুম। নিজের মনের কথা আমি কাউকে বলিনি।

আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার কাউন্সিলের মধ্যে কারা কমিউনিস্ট জানা এবং সে সম্বন্ধে সাধ্যমত প্রমাণ সংগ্রহ করা। কাজেই এক বিষয়ে আমার অবস্থা বদলাইনি। আমি প্রকাশ্যে কমিউনিস্টবিরোধী বলে একবারও নিজেকে প্রচার করিনি। ফলে বীচার ও সলোমন ভ্রাতারা আমাকে নিজেদের দলের লোক বলে মনে করত। আমরা অবশ্য কোন কোন বিষয়ে একমত হতুম না। আমার ছদ্মবেশটা হঠাৎ বদলাতে পারি না ত! তারা খুব পরিশ্রম করে আমার ধারণা বদলাবার চেষ্টা করত আর কমিউনিস্ট ও তাদের সহযোগীদলের রাশি রাশি পুস্তিকা আমাকে দিত। আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি পড়লুম। এই সকল কাগজপত্র বাড়ীতে আনলে ইভা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ত। সেগুলি একবার খুলেও দেখত না।

বসন্তের প্রারম্ভে কখন কখন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশনের হারল্ড লীয়েরীকে সামান্য সামান্য খবর পাঠিয়েছি। আমার কার্য্যাবলী ও কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি খবর চিঠি লিখে জানাতুম। হারল্ডের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখাও হয়েছে, প্রথমবারের মত সমাবেশে। প্রত্যেকবার তারই অনুরোধে এই সাক্ষাৎকার হ'ত। আমি যে সকল রিপোর্ট দিতুম সে সম্বন্ধে সে আমাকে কিছু বলত না। একবারমাত্র গৌণভাবে সে কি ভাবছে সে সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দিয়েছিল। সেটা কতক সতর্কতা সূচকও বটে।

সে বললে, "দেখ ফিলব্রিক, আমার মনে হয় যে কতকগুলি লোক আছে যারা তোমার নেতৃত্ব করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ, তোমার মাথা আছে তা তারা জানে। তারা হয়ত ভাবে যে তারা তোমাকে কাজে

লাগাতে পারে। তাই যদি হয় ত তারা তোমার কাছে কতকগুলি প্রস্তাব করতে পারে।"

"কি রকম প্রস্তাব?"

"বিশেষ কিছু নয়", সে নিরুৎসাহসূচক ভাবে একবার কাঁধ-ঝাকানি দিলে, তাতে আমার মনে হল যে সে আমাকে যতটা বলছে তার চেয়ে বেশী জানে: "তারা তোমার সাহায্যের জন্য সময় সময় অনুরোধ জানাতে পারে, তাদের কোন পরিকল্পনাতে যোগ দিতে বলতে পারে বা কোন কাজ করতে বলতে পারে!"

"কমিউনিষ্টরা?"

"ঠিক তা বলতে চাই না। তবে তোমার কাছে লোক আসতে পারে। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্চে, তোমার মনের ভাব যাই হোক, তাদের প্রত্যাখ্যান ক'র না। অথচ হঠাৎ রাজী হয়ে ব'স না। একটু খেলানো দরকার। বলবে একটু ভেবে চিন্তে দেখা উচিত। বুঝেছ?"

আমি সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়লুম।

সে বলে যেতে লাগল, "আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে ওরকম কিছু হলেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে। প্রথমেই। আমরা আলোচনা করে দেখব।"

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে শুধু "আচ্ছা তাই হবে, হ্যাল" এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলুম না। এই প্রথম সে আমাকে এ রকম স্পষ্ট উপদেশ দিলে, অবশ্য নীরবতার আদেশ ছাড়া। আমার রিপোর্ট দেওয়া চলতে থাকবে কি না জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলুম না। আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এফ. বি. আই লোকেদের তাড়া লাগানো যায় না। তাদের সময় দিতে হয়। আমি তখনও বুঝতে পারি নি লীয়েরা কিসের সন্ধানে আছে। কিন্তু আমার মনে পড়ল আমাদের প্রথম সাক্ষাতে

সেই এজেণ্ট কি বলেছিল। 'আমরা আইনের অঙ্গ এবং আমাদের আইনের ভিত্তিতেই কাজ করতে হয়'' এই কথা বলেছিল। ইতিমধ্যে তাদের উপর নজর রাখতে হবে, আর অপেক্ষা করতে হবে এই কথাটা উহ্য ছিল।

সেই বছর শীতে ও বসন্তে ইয়ূথ কাউন্সিল বোস্টন অঞ্চলে শান্তি প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সভার পৃষ্ঠ-পোষকতা করা বা সভা করতে সাহায্য করা তাদের কাজ ছিল। আমরা হাজার হাজার দরখাস্ত ছেপে চারিদিকে বিলি করতে লাগলুম যাতে আমেরিকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে যতগুলি সম্ভব লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারি। এর অর্থ হ'ল যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ ও সহৃদয় বিতৃষ্ণাকে প্রণালীবদ্ধ করা।

আমি মনোযোগের সঙ্গে সান্‌ডে ওয়ার্কার প'ড়ে প্রচার-প্রণালী লক্ষ্য করতুম। শহরের একটি খবরের কাগজের স্টল থেকে ডেলী ওয়ার্কারও নিয়মিত কিনতে লাগলুম। ফলে ঐ পত্রিকা খাতে আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি এখন বেশ বুঝতে পেরেছিলুম যে, কমিউনিস্টরা, আমার প্রশ্রয়ে কেম্ব্রিজ ইয়ূথ কাউন্সিলের নীতি নিয়ন্ত্রিত করছিল। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলুম। যখন পারতুম তাদের কাজ নষ্ট করতুম কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, কিন্তু তাদের কাছে কাছে থাকতুম কমিউনিস্ট সংস্পর্শের প্রমাণের চেষ্টায়। প্রমাণ শীগ্‌গিরই জুটল।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন, রবিবার, জন্ যথাসময়ে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল সান্‌ডে ওয়ার্কার। তার কলমগুলি প্রথামত গরম গরম ভাষায় পূর্ণ। একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রাশিয়া ও জার্ম্মানীর সংঘর্ষের গুজবকে ''সমর বিলাস'' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আমি সেদিকে মনোযোগ দিলাম না। কাগজটির বাকী অংশ যুদ্ধবিরোধী, রুজভেল্ট

বিরোধী, দেশরক্ষাবিরোধী, ব্রিটেনকে সাহায্য বিরোধী, এবং ধর্ম্মঘটের প্রতি সহানুভূতিশীল।

সেইদিন সন্ধ্যায়ই কিন্তু রেডিওতে চিত্তবিভ্রমকারী খবরটি প্রচার হ'ল যে হিটলার তার প্যানৎসার বাহিনী দিয়ে তার ভূতপূর্ব্ব মিত্র জোসেফ স্টালিনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ-ঝটিকা সুরু করেছে। আমি সে রাত্রে বা তার কয়েকদিন পরেও আমার কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের সহকর্ম্মীদের কাছে কিছু শুনিনি। পরের দিন আমার খবর কাগজের স্টলে "ডেলি ওয়ার্কার" কিনতে পাইনি। খবরের কাগজওয়ালা বললে, "এখনও বেরোয়নি, ওদের রসদ এখনও পায়নি বোধ হয়।" ডেলি ওয়ার্কারের ২৪শে জুনের সংখ্যা আমার হাতে এল ২৫শে বুধবার।

কাগজখানিতে বড় হরফে শিরোনামা দেওয়া হয়েছে—"ইউ. এস. এস. আর-কে নাৎসী-যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করো। যুদ্ধবিরোধী দলের এই হোল নূতন আহ্বান। এখনও পর্য্যন্ত এটা যুদ্ধবিরোধ সংগ্রাম। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি নানাভাবে এঁকেবেঁকে মুষ্টিযোদ্ধার পিছু হটার মত ভাষা ব্যবহার করতে লাগল। "জার্ম্মান ফ্যাসিস্টরা ও তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির এই সশস্ত্র আক্রমণ শান্তি, স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের মুখ্য প্রতীক সোশ্যালিজ্‌মের দেশের বিরুদ্ধে অন্যায়, দণ্ডনীয় আক্রমণ" সে প্রবন্ধে বলা হয়েছে।

এখন যুদ্ধের আহ্বান এলো উল্টো দিক থেকে।

"জার্ম্মানীর ফ্যাসিস্ট শাসকদের এই সামরিক অত্যাচার জার্ম্মানীর সাধারণ লোকেদের বিরুদ্ধেই। এটা ইউনাইটেড স্টেট্‌সের তথা সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের উপরও আক্রমণ।"

ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড স্টেটস তখনও "সাম্রাজ্যবাদী।" তবু সুর বদলাতে সুরু হয়েছে। "ডেলী ওয়ার্কার"-এর মতে আমেরিকার জন-

সাধারণ—"মজুর, মেহনতী কৃষক, নিগ্রো জনতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী" এখন নিজেরা স্বেচ্ছায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পক্ষ নিচ্ছে। মুখ্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রস্তাব করা হয়েছে, "হিটলারিজ্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সকল প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল দল যারা কোন উপায়ে সোবিয়েতের বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের সহায়তা করবে তাদের বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন করতে হবে, উদ্দেশ্য সকল জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির ভিত্তিতে জনসাধারণের শান্তি।"

আমি অসুস্থ বোধ করতে লাগলুম। কিন্তু ওর মধ্যেও রসের উৎস ছিল, সেটা "ওয়ার্কার"-এর পাতাগুলি ভাল করে পড়াতে পরিষ্কার হয়ে উঠল। এতখানি তালফের্তা কমরেডদের পক্ষেও কঠিন। হলিউড চলচ্চিত্র শিল্পকে "সমর বিলাসী'দের যন্ত্ররূপে নিন্দা করে একটি বিশেষ প্রবন্ধমালার শুরু হয়েছিল, তার প্রথম প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ঐ মারাত্মক রবিবারে। কিন্তু মত বদলের পরের প্রথম সংখ্যায় ঐ বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি একেবারে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বেরুল এবং ঐটিই শেষ প্রবন্ধ ব'লে ঘোষণা করা হ'ল।

দলের সংবাদ-বহন-কারিণী জয় যখন পরবর্তী রবিবারে আমার "ওয়ার্কার" নিয়ে এল তখন তার প্রায় কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। সে বললে, "কি ভয়ানক! আমরা সমস্ত পরিবার প্রায় কেঁদে ফেলেছিলুম যখন এই খবর শুনলুম।"

আমি কাগজখানি তার হাত থেকে নিয়ে একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠলুম, "ভয়ঙ্কর, বিশ্রী!" আমারও মনটা খারাপ হ'ল, তবে অন্য কারণে। কমিউনিস্টদলেব এইসব হৈচৈ ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিব বোঝাত। পার্টির মানবতার ছদ্মবেশ উন্মোচন করার জন্যই আমার কাছে এর তাৎপর্য। অবশ্যই এটা

খারাপ খবর যে যুদ্ধ ক্রমশঃই বাড়ছে এবং দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু যে সব আমেরিকান স্বাধীন ও স্বচ্ছ চিন্তা করতে সক্ষম তারা ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকেই যুদ্ধটা যে খারাপ তা জানত। কমিউনিস্টরা ছাড়া আর কারুর কাছেই—এই প্রথম দুঃখের কারণ ঘটল না।

আর আমার কমিউনিস্ট বান্ধবীটি আমার সামনে জলভরা চোখে দাঁড়িয়ে! ঘৃণায় আমি মুখ ফেরালুম। সে আমার মনোভাবটা ঠিক ধরতে পারলে না।

সে বললে, "আমার মনে হয় ওরা কখনই হিটলারকে বিশ্বাস করে নি। স্টালিন শুধু আক্রমণের সময় পাবার জন্য সন্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে এ ঘটবেই।"

ও! নতুন আলোক! "আত্মরক্ষা!" "আমরা বরাবরই জানতুম"— আমি জয়ের দিকে চেয়ে দেখতে পারলুম না। সে সময় আমার আর তাদের "সাথী" হবার ভান করারও ইচ্ছা ছিল না। আমি জানতুম যে মুখ খুললে এমন সব কথা বলে ফেলব যা না বলাই ভাল। অতএব চুপ করে রইলুম। জয় তার দলের কাজে বেরিয়ে গেল।

ইভা পাশের ঘর থেকে আক্রোশসূচক আওয়াজ করছিল শুনতে পাচ্ছিলুম। সে এইবার ঘরে ঢুকে আমার মুখোমুখী দাঁড়াল।

"হার্ব, তুমি এই সব লোকের সঙ্গে মিশে কেন সময় নষ্ট কর? তুমি ওদের কথা শোন কেন? আমি একবার ওই মেয়েটির মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। যত সব জঞ্জাল!" সে ঘৃণার সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চেয়ারের উপর বড় বড় শিরোনামাও'লা যে "ওয়ার্কার"খানা পড়েছিল তার দিকে দেখালে।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, "ইভা,

আমাকে বিশ্বাস কর, আমি কি করছি, তা আমি জানি। আমি ঠিকই করছি।"

সে আমার হাত সরিয়ে দিলে, "তুমি কি করছ? ঐসব কমিউনিস্টদের সঙ্গে কেন মেশ? বিল বলে ওরা সব কমিউনিস্ট। আমরা কমিউনিস্ট নই, হার্ব। আমরা ভদ্রলোক।"

আমি উত্তর দিলুম, "ইভা, আমি অস্বীকার করতে পারি না, যে আমি ওদের সঙ্গে মিশি। কিন্তু একটা জিনিষ মনে রেখো। বিশ্বাস কর, আমি ওদের দলে নই। আমি ওদের ছাড়তে পারলে বাঁচি, তুমিও বাঁচ। কিন্তু এ আমাকে করতেই হবে। জনতার জন্য ওদের কপচানি সত্ত্বেও, ওদের খ্রীষ্টান সহমর্মীতা নেই, ব্যক্তির উপর সম্ভ্রম নেই, তার অখণ্ডতার উপর বিশ্বাস নেই। আমাকে এসবের বিরুদ্ধে লড়তেই হবে। সেটা আমি সবচেয়ে ভাল করতে পারি যদি ওদের সঙ্গে মিশে ওরা কি করছে তার খবর রাখি।

"কিন্তু কি ভাবে? তুমি কি করতে পার?"

আমি লীয়ারীর কথা স্মরণ করে থেমে গেলুম। ইভার চোখের দিকে না চেয়ে বললুম, "আমি, আমি ঠিক জানি না। হয় ত সময় এলে কিছু করতেও পারি, তবে ঠিক বলতে পারি না। ইভা, তুমি আমাকে সন্দেহ কর না ত?"

"কখনও না।"

"তবে এখন আমাকে বিশ্বাস কর।"

সে আমার দিকে চেয়ে কোনরকমে হাসলে, "হার্ব, আমি সব সময়েই তোমার উপর বিশ্বাসী—তা তুমি জান। এবং আমি এও জানি যে, যদি তুমি কোন কিছু ঠিক করে থাক, তাহ'লে আমার

বা অন্য কারুর কথাতে তা থেকে বিচলিত হবে না।" সে একটু থেমে বললে, "তবে আশা করি তুমি জান তুমি কি করছ।"

আমারও সেই আশা।

আমি যে সব কমিউনিস্টদের মধ্যে কাজ করতুম, হিটলার সহসা রাশিয়া আক্রমণ করায় সেই কমিউনিস্টদের রূপ প্রকাশিত হ'ল। আক্রমণ যখন এল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ খোলা 'ইয়ো—ইয়ো'র মত দড়ির ডগায় ঝুলছিল, দড়িটি ক্রেমলিনের যুদ্ধ-নীতি। দড়িটা আবার গোটানো সময় সাপেক্ষ, তবে ইয়ো ইয়ো দেখে কমিউনিস্টদের চেনা যেত। এতে এক দৃষ্টিতেই বোঝা যেত যে আমার চেনা লোকদের মধ্যে কে কে কমিউনিস্টদলের বশবর্ত্তী। যুব প্রতিষ্ঠানের আমার অনেক বন্ধুই এই সব গোলযোগের মধ্যে নিজেদের মতামতের স্থৈর্য্য রাখতে পেরেছিল। যারা সংশ্লেষবিরোধী ছিল, তারা তাই রয়ে গেল, যারা যুদ্ধে যোগ দিতে পক্ষপাতী ছিল, তারা রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পরও তাই রয়ে গেল।

কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাস ও পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে শুধু কথাগুলো শুনে তুলনা করাই যথেষ্ট ছিল। আমার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কতজন যে হিটলারের পূবমুখী অভিযানের আগে যুদ্ধ-বিরোধী ছিল আর রাশিয়ার ওপর আক্রমণের পর ভীষণভাবে যুদ্ধের সমর্থনকারী হয়ে উঠল, তা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হ'ল। মনে একটা ধাক্কা লাগল এই ভেবে যে তাদের প্রধান তাৎপর্য্য যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল নয়, সোবিয়েৎ রাশিয়ার কল্যাণ। এবং ডেলি ওয়ার্কার ও তাদের দলীয় অন্য কাগজেরা যা বলে দেয় তাই তাদের কাছে বেদবাক্য।

"ওয়ার্কার" তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, "জনতা বর্ত্তমানে ইউরোপে সাহায্য পাঠাতে চায়"। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সাধারণ আমেরিকানরা মত বদলানোর সময় দলের কথায় চলেনি। একটা বড় নির্বিরোধী ও শান্তিকামী দল পার্ল হারবার পর্য্যন্ত খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুব আন্দোলন সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবে খাটত, কেননা সেখানে কমিউনিস্টরা অনেক চেষ্টায় একটি শক্তিশালী যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠন করেছিল। কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের মত সংঘগুলি যুদ্ধবিরোধী নীতি সমর্থনে প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছিল, তারা তাদের কমিউনিস্ট সমর্থক ও উস্কানির লোকের অভাবে রাতারাতি ভেঙ্গে গেল। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে থেকে ফ্রেডরিক ভ্যাণ্ডারবিল্ট ফিল্ড পরিচালিত একটি শান্তি পিকেটিংয়ের দল, তাদের প্লাকার্ড গুটিয়ে নিয়ে উধাও হ'ল।

হেমন্তের গোড়ায় কমিউনিস্টদের কর্মপদ্ধতি নতুন ক'রে সংস্কার করা, জনতার সঙ্গে সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এখন নূতন ধ্বনি দিয়ে একাজ সমাধা করতে হবে—"যুদ্ধকে সমর্থন কর, মিত্রশক্তিকে সাহায্য কর, কামান বেশী, মাখন কম ব্যবহার কর, সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাহায্য কর।" যুব প্রতিষ্ঠানেরা কমিউনিস্ট শক্তি ও প্রতিপত্তির বরাবরই একটা মজবুত ভিত্তি, এখন এই নূতন শ্রেণী সংগঠনে তাদের একটা অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল।

অতএব ১৯৪১ সালের অক্টোবরে বোস্টন অঞ্চলের যুবক নেতাদের একটা বিরাট সম্মেলন আহ্বান করা হল বোস্টন সহরের হোটেল টুরেনে। ম্যাসাচুসেট্স্ ইয়ুথ কাউন্সিল ও তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সকল সমর্থকদের তালিকা ছিল তাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ

করা হ'ল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ পত্রের পর ব্যক্তিগত আহ্বানও করা হ'ল।

যে সব লোক অতি সহজেই তাদের মত পরিবর্তন করতে পেরেছিল, তাদের অন্যতম আর্থার সলোমন আমার সঙ্গে দেখা করে পেড়াপীড়ি করতে লাগল কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে ওই সম্মেলনে উপস্থিত হতে। আমি তাকে খেলাচ্ছিলুম কাজেই রাজী হয়ে গেলুম। আমি সত্বর হ্যারল্ড লীপারকে ডাকে জানিয়ে দিলুম যে যুবকদের বিরাট সম্মেলন হবে এবং তার ঘটনা সম্বন্ধে পুরো রিপোর্ট দেবার জন্য উপস্থিত থাকব।

আমি ইভাকে সঙ্গে যেতে রাজী করালুম, তার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এই সম্মেলনে সমস্ত দেশের প্রায় শতাধিক যুব প্রতিষ্ঠানের নেতারা যোগ দিল। স্থান টুরেনের সাধারণ মিটিংএর অন্যতম হল। আমি ও ইভা ঘরের সামনের দিকে আর্টি সলোমনের সঙ্গে বসেছিলুম। আমি কেম্ব্রিজের অন্যান্য প্রতিনিধিদের দেখবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমি মাত্র একজনকে দেখতে পেলুম—আমার পুরাতন স্কুলের বন্ধু গর্ডন কেস। সে ঘরের অপর দিক থেকে শান্তভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলে।

সম্মেলনের উদ্বোধন করলো স্যাম অ্যাবেলো, খাটো ও মজবুত চেহারার একটি যুবক। একে পূর্বেকার যুবক প্রতিষ্ঠানে দেখার সামান্য রকম চিনতুম। হলের সামনে দুধারে সভানেতৃদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে, একটা খালি টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে সে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে—বোর্স্টনের যুবকদের জাতীয় সামরিক সূচীর পেছনে এককাট্টা করা ও নাৎসীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তরুণ-তরুণীদের মত সংগঠন করা।

সে ক্রমশঃ বক্তৃতায় মেতে উঠল। একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করল

যাতে সংঘের মত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়। সে প্রস্তাবটি যাতে পাশ হয় তার পক্ষে যুক্তি দিতে লাগল। শ্রোতাদের মনোভাব সম্বন্ধে স্যাম মোটেই নিশ্চিত ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে সব রকমের লোকই ছিল—কমিউনিস্ট, অকমিউনিস্ট, শান্তিবাদী যুদ্ধকামী, নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক ও বিদেশে সংস্পর্শ স্থাপনে প্রয়াসী।

কিন্তু জনতাকে উদ্দীপিত করতে অ্যাবেলো দক্ষ ছিল। সে যখন প্রস্তাব করল যে মিত্রশক্তিকে এবং রাশিয়াকে অবিলম্বে সাহায্য দেওয়া হোক্, সমর সম্ভার বাড়ানো হোক্, সৈন্যদল প্রসারিত হোক্, আটলান্টিক সনদ গ্রহণ করা হোক্ এবং বিশেষ করে নিরপেক্ষতা আইনটি বর্জ্জন করা হোক্—যাতে হিটলারের বিরোধী শক্তিগুলিকে আরও সমর্থন করা যায়, তখন তার গলার স্বর ধাপে ধাপে উঁচু পর্দ্দায় উঠল, বক্তৃতার গতি দ্রুততর হয়ে উঠল।

সে বক্তৃতায় এমন কিছুই ছিল না যার সঙ্গে আমার মতভেদ ছিল। আমি অন্তরে অন্তরে শান্তিকামীই ছিলুম কিন্তু অনেকদিন আগে এ মীমাংসাতেও পৌঁছেছিলুম যে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ বর্জ্জন করা যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে তা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, ইংলণ্ড ও তার মিত্র শক্তিদের সম্পূর্ণ সাহায্য করা এবং নাৎসী শত্রুর সঙ্গে সরাসরি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকা। কিন্তু স্যাম যখন বকে যেতে লাগল, তখন মনে হ'তে লাগল যে সে যেন ডেলি ওয়ার্কারের রেকর্ড। "অনুচর" কথাটি তার গায়ে ছাপমারা দেখতে পেলুম এবং তাতেই আমি চটে গেলুম। মাত্র কয়েকমাস আগেই স্যাম সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেছিল। যুদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলিকে তখন সে যতখানি উৎসাহের সঙ্গে নিন্দা করেছিল এখন ঠিক তেমনিভাবেই তার সমর্থন করছে। এটা আমার হজম করা কঠিন হ'ল।

আমারও ডেলি ওয়ার্কার মুখস্থ ছিল—আমিও জানতুম যুদ্ধের আগে ও পরে তারা কোন্ নীতি সমর্থন করেছে। স্যামের কুৎসাপূর্ণ বক্তৃতা আমার অসহ্য হয়ে উঠল। আমার অদম্য ইচ্ছা হতে লাগল হলের মধ্যেকার কমিউনিস্ট কমরেডদের তীক্ষ্ণ আক্রমণ করতে, যে মাদকদ্রব্যে একদিন তারা আসক্ত ছিল, এবং এখন যা তারা ভুলে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাদের শরীরে সেই মাদকই প্রবেশ করিয়ে দিতে।

আমি ইভার হাতে চাপ দিলুম। সে মনমরা হয়ে অ্যাবেলোর বক্তৃতা শুনছিল। সেদিক থেকে ফিরে আমার হাতে চাপ দিয়ে সাড়া দিলে। আমি চুপিচুপি বললুম, "নিজেকে শক্ত রাখো, আমি একটা বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি।"

স্যাম তার সামরিক প্রস্তাবের সমর্থনসূচক বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়ল। চতুর্দ্দিকে বিপুল উত্তেজনা ও হাততালি। আমি লাফিয়ে উঠে ভীষণভাবে হাত নেড়ে সভাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করলুম। সভাপতি বললেন, "প্রত্যেক বক্তা দয়া করে তাঁর নিজের নাম ও যে প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিনিধি তার নাম করবেন। বর্ত্তমানে আমি এঁকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করছি", বলে আমার দিকে দেখিয়ে বললেন : "হার্বার্ট ফিলব্রিক, কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল"।

তারপর আমি গায়ের ঝাল ঝাড়লুম। তিন মিনিট ধরে স্যাম অ্যাবেলো, আর্ট সলোমন এবং ডেলি ওয়ার্কারের বাতিলকরা সমস্ত যুক্তিগুলি পুনঃপ্রয়োগ করলুম। "ওয়াল ষ্ট্রীটের যে সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ী দেশকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে," আমি তাদের গালাগালি দিলুম। আমি "সাম্রাজ্যবাদী" ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের সকল প্রকার সহযোগিতার বিরোধিতা করলুম। আমি সমর সম্ভার

নির্ম্মাতা ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলুম, কারণ "পৃথিবীকে শোণিত সংগ্রামে লিপ্ত করে এদের সম্পূর্ণ লাভ এবং কিছুই লোকসান নেই।" আমি লোককে উত্তেজিত করার যত কিছু উপায় জানতুম তা প্রয়োগ করলুম।

ঝড়ের আগে যেমন একটা থমথমে ভাব আসে হলে তেমনি একটি অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করতে লাগল এবং তার মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আমি অনুভব করলুম ইভা আমার কোট ধরে টানছে, কিন্তু আমি থামলুম না।

আমি বললুম, "ভুলবেন না, 'আত্মরক্ষার' আবেদনকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ছদ্মবেশরূপে ব্যবহার করা যায়। রুজভেল্ট পরিকল্পনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশকে যুদ্ধের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিকল্পনায় আক্রমণকারী অস্ত্রের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নাৎসী আক্রমণ আমাদের দেশের অতি অল্প লোককেই সত্যকার বিপন্ন করতে পারে, আর তারা হচ্ছে ঐ অর্থনৈতিক সম্রাট আর বড় বড় ব্যবসাদার—যাদের সম্পত্তি, বাজার আর ব্যবসায়ে খাটানো টাকাই সত্যিকারের বিপদগ্রস্ত।" আমার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে উঠল তবু আমি মেতে উঠলুম এবং প্রসন্নচিত্তে লক্ষ্য করলুম সভাপতির টেবিলে চুপিচুপি যে কথাবার্ত্তা চলেছে—তার মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন।

"এ দেশ যদি যুদ্ধে নামে ত এই সব স্বার্থের খাতিরেই নামবে, আমেরিকার জনসাধারণের ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্বার্থের জন্য নয়। মার্কিন জনসাধারণের যখন এই যুদ্ধে কিছু যাচ্ছে-আসছে না, তখন ইতিহাস ও সহজ বুদ্ধি কি এই বলে না যে আমরা যদি যুদ্ধের বাহিরে থাকতে চাই ত' যুদ্ধে লিপ্ত লোকেদের সাহায্য না করাই ভাল? যুদ্ধে আমাদের বিশেষ দরকারী সামাজিক উন্নয়নগুলি নষ্ট হয়ে যাবে

—যেমন গিয়েছিল ফ্রান্সে, ইউনিয়নগুলি ভেঙে যাবে, ন্যূনতম মাহিনার আইনগুলি অকেজো হয়ে যাবে, দাস শ্রমিকদের কাজের সময় বেড়ে যাবে, সামাজিক নিরাপত্তা ভেঙে পড়বে, সংবাদপত্রের ও বক্তৃতার স্বাধীনতা বাতিল হবে। মার্কিন সৈন্যদলের প্রসার মানেই একনায়কতন্ত্রের প্রশ্রয় দেওয়া। আমরা অবশ্যই নাৎসীবাদকে ঘৃণা করি। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে আলগা ক'রে অর্থহীন যুদ্ধের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য সেই ঘৃণাকে প্রচার-কার্য্যের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে পারি না।"

আমি হঠাৎ বসে পড়তেই হুলস্থূল বেধে গেল। আর্ট সলোমন আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল, আমি অর্থহীন ভাবে একটু হাসলুম। বক্তারা ঘরের চারিদিক থেকে উঠে প'ড়ে বক্তৃতা করবার সুযোগের জন্য চেঁচাতে লাগল। সভাপতি সকলকে চুপ করতে বললেন। ইভা বাইরে যাবার সহজ পথ খুঁজতে লাগল। শ্রোতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অভদ্র কতকগুলি লোক বেশ বুঝিয়ে দিলে যে, তারা আমাকে হোটেল থেকে বা'র ক'রে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু আমার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী তৈরীই ছিল। আমি এই বিক্ষুব্ধ জনতাকে বলব যে আমি তাদের অধিকাংশের মত মেনে নিতে পারি, কিন্তু তাতে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না, সময় না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হ'বে।

সভাতে প্রায় দাঙ্গার উপক্রম হ'ল আমাকে লক্ষ্য ক'রে। বক্তার পর বক্তা আমার যুক্তিজালকে ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগল। কয়েকজন আমার পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করলে, আমার মতটাকে খানিকটা নরম করে, কিন্তু তবু শান্তিরই পক্ষে আবেদন জানালে। নিয়ন্ত্রণকারীরা, যাদের আমি বরাবরই কম্যুনিস্ট ব'লে জানি, পরস্পরকে সাহায্য করে

সভাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলে। এক ঘণ্টা ধরে ঘরে বক্তৃতা বৃষ্টি হতে লাগল।

শেষ কালে একজন প্রস্তাব করলে যে স্যাম অ্যাবেলোর উত্থাপিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হোক এবং আর বিতর্ক বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক।

এই আমার সুযোগ।

আমি আবার লাফিয়ে উঠলুম এবং বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম। আর্থারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে আমার জামা ধরে টানতে লাগল। অনেকে ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে চেয়ারে খানিকটা উঠে পড়ল। আমি তারস্বরে "সভাপতি মশায়, সভাপতি মশায়" বলে চেঁচাতে লাগলুম। তিনি আমার দিকে নজর না দিয়ে পারলেন না ঃ "মিঃ ফিলব্রিককে আহ্বান করছি"। ঘরে একটা গুনগুনানি সুরু হয়ে গেল, কেউ কেউ অপমান-সূচক চীৎকার করলে, কিন্তু শীঘ্রই শান্তি ফিরে এল।

আমি খুব মিষ্ট স্বরে বললুম, "সভাপতি মশায়, আমি ডর্চেস্টারের প্রতিনিধির প্রস্তাব সমর্থন করছি।" বিস্ময়কর নীরবতার মধ্যে আমি বসে পড়লুম। তারা আমার হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কথায় যা বোঝে বুঝুক। আশা করতে লাগলুম নিজের খেলা তাদের কাছে প্রকাশ করি নি। তারপর চারিদিকে আলো দেখা দিল। আর্থার সলোমন লাফিয়ে উঠে আমার কর-মর্দ্দন করলে। যারা আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। কে একজন হাত বাড়িয়ে আমার পিঠ চাপড়িয়ে দিলে। বল্লে, "আমরা জানতুম তুমি সত্যের আলো দেখতে পাবে।" সমস্ত ঘটনাটা বেশ একটা কৌতুকের মধ্যে সমাপ্ত হ'ল।

কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। গর্ডন কেসের দিকে এক নজর চাইলুম সে চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে যেন বিরক্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিল।

আমি দৃষ্টি নামিয়ে নিলুম। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হ'ল। আমি পক্ষে হাত তুললুম। কেউই বিপক্ষে ভোট দিল না, তবে আমি লক্ষ্য করলুম যে একটা বড় দল নিরপেক্ষ রইল। সভাপতি ঘোষণা করলেন, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। তারপর সভা ভঙ্গ হ'ল।

হোটেল টুরেনে যুব-সম্মেলনে দলের ধারা মেনে নেওয়ার ইচ্ছাটা কমিউনিস্টদের আশানুরূপ মনোমত হয়েছিল। এতে আমার ও আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কৌতূহলের পুনরুজ্জীবন হ'ল। এ সকল কথা অবশ্য আমি হ্যারল্ড লীয়ারিকে জানালুম। লীয়ারী শুধু বললে, "বেশ, বেশ, তুমি ঠিক পথে যাচ্ছ।"

সন্ধ্যা বেলায় আমার বাড়ীতে ক্রমাগত নূতন নূতন লোক আসতে লাগল। এরা নিয়ে আসতো নানান রকমের পুস্তিকা; যত রকম বিষয় মানুষ কল্পনা করতে পারে তার প্রত্যেকটিই এ সব পুস্তিকায় ছিল। তার মধ্যে কতকগুলিতে পরিষ্কার ইউ. এস. এর কমিউনিস্ট পার্টির ছাপ দেওয়া। আমি লক্ষ্য করলুম যে আগন্তুকরা প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় আসেন। আমাকে অজানিত নূতন তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেওয়া হ'ত সর্ব্বদাই তাদের দলের প্রচলিত নামে—"মার্গট" "জন" "ল্যান্সি" "রে"। আমার সন্দেহ হ'ত যে সেগুলি আসল নাম, না সুবিধামত ছদ্মনাম। তাদের মধ্যে অনেকে লুকোবার চেষ্টা করত না যে তারা কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ শাখা ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্য এবং সক্রিয় কর্ম্মী। তারা আমার ঘরে সান্ধ্য বৈঠকের ব্যবস্থা করত। তাতে চার পাঁচ জনের বেশী বাইরের লোক থাকত না। ইভা এ সবের মধ্যে থাকত না, সে ছবি দেখত বা বন্ধু বান্ধবের বাড়ীতে চলে যেত। অনেক সময় আগন্তুকরা তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিত, আমি যা হয় বলে কাটিয়ে দিতুম।

প্রথম প্রথম হোটেল টুরেন সম্মেলনে আমার "ট্রট্স্কিবাদী" বিচ্যুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ত, তবে সেটাকে বেশী তেতো করা হ'ত না এবং সেদিনকার সভার ফলাফলে তারা খুশীই হয়েছিল বলে মনে হ'ল। আমি প্রায়ই নীতি-সম্পর্কিত ছোটো-খাটো তর্ক তুলতুম ; উদ্দেশ্য, ওদের জানানো যে আমার স্বাধীন চিন্তা-শক্তি আছে। আমাকে ওদের নানা আন্দোলনে যোগ দিতে বলা হ'ত—যেমন কোনও গণ দরখাস্তে সই যোগাড় করা। এটি কমিউনিস্টদের একটি প্রিয় কার্য্যপদ্ধতি। এ আন্দোলনগুলির বেশীর ভাগেই দলের কোনও ছাপ থাকতো না। তারা সর্বদাই কতকগুলি তৈয়ারী নাম বেছে নিত, যেমন বোস্টন সমিতি, অমুক নাগরিক সঙ্ঘ, অমুক জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি।

আমি ইচ্ছা করেই তাদের কতকগুলি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলুম। আমার নিজের কাজ কর্ম্মের বা পারিবারিক ব্যাপারের ক্ষতি করে ওদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু একদিন আর্থার সোলোমনের একটি প্রস্তাব আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো। সে প্রায়ই আমার কাছে আসতো। একদিন আমায় জানাল, বোস্টনের একটা নূতন তরুণ দলের সংগঠক মণ্ডলীতে আমাকে কাজ করতে হবে।

আমি সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এটার কি উদ্দেশ্য ?" আমার অধুনালুপ্ত কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের অভিজ্ঞতা মনে ছিল।

"হার্ব, এটা ঠিক তোমার যোগ্য কাজই হবে। প্রথমতঃ "যুদ্ধে জিততে হবে"- এই শ্লোগান নিয়ে কাজ করবে। যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের উদ্দেশ্যে সকল রকম সাহায্য দেবার জন্য বোস্টনের তরুণ-তরুণীদের রাজী করাতেই হবে। তুমি জান বোস্টন সহরে যুব সংগঠনের অভাব নেই, এ ধরণের সংগঠন সেখানে শত শত আছে। কিন্তু এদের

মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমাদের একটা সংযোগ সমিতি দরকার, যে সমিতির কাজ হবে আজকার দিনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজনটির দিকে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তা সুষ্ঠু ভাবে পূরণ করার জন্য কাজ করা।

"যে সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি তা তোমার 'বোস্টন কাউন্সিল অব্ সোসিয়াল এজেন্সির' সংস্রব থেকে জানা আছে। ওতে তুমি কতদিন ছিলে, পাঁচবছর না ?"

আমি বললুম 'ঠিক। আমি ওদের অনেককে ভালরকম জানি।"

"আমিও তাই বলছি। এ বিষয়ে তুমি খুব সাহায্য করতে পারবে।"

"সমিতির প্রধান লক্ষ্য কি কি হবে ?"

"তুমি জান ত,—পরিত্যক্ত ও বর্জ্জিত জিনিষ থেকে দরকারী জিনিষ সংগ্রহ করা, রক্তদান ব্রত, ডিফেন্স বণ্ড বিক্রী, সৈনিকদের বিরামকালীন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, এই সব।"

'আমার যতদূর সাধ্য করব, আর্ট, তবে বেশী কিছু করতে পারব না।'

এইভাবে আমি বোস্টন ইয়ুথ ফর্ ভিক্টরি কাউন্সিলে ঢুকলুম। এর উদ্ভব কিভাবে আমি জানি না। আমি আর্থারের প্রস্পেক্টাস থেকে ঠিক ধরতে পারলুম না যে এটি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কর্ম্মসূচী থেকেই জন্মেছিল অথবা অকমিউনিস্ট হয়ে জন্মে গোড়াতেই কমিউনিস্ট-দের কবলিত হ'য়েছিল। এ সত্ত্বেও আমি যোগ দিলুম দুটি কারণে, প্রথমতঃ কি হয় দেখবার ইচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হ'ল যে এদের কর্ম্মপদ্ধতি এফ. বি. আই এর কৌতূহল উদ্রেক করবে। তাছাড়া ইয়ূথ ফর ভিক্টরি যদি সত্যসত্যই যুদ্ধজয়ের জন্য উৎসাহী হয় এবং আমেরিকার স্বার্থ মনে রেখে আইনসঙ্গতভাবে কাজ করে তাহ'লে আমি তার

সমর্থনই করতে চাই আর ভেতর থেকেই কমিউনিস্ট্‌দের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিরোধ করতে চাই।

ঘটনাচক্রে আমার কাজ সোজা হয়ে পড়ল। ইয়ং কমিউনিস্ট্‌ লীগের যেসব সদস্য ইয়ুথ ফর ভিক্টরির কর্ম্মসূচী নিয়ন্ত্রকমণ্ডলীর মধ্যে ঢোকবার জন্য খুব উদ্‌গ্রীব ছিল, তারা যুব সংহতির দক্ষ ও অভিজ্ঞ নেতাদের দ্বারা চালিত আদর্শবাদী অ-কমিউনিস্ট্‌ যুবকদের চাপে কোণঠাসা হয়ে গেল।

যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে আড়াইশোরও বেশী যুব প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল, আর একাজের পরিচালকমণ্ডলীতে ভালো ভালো লোক থাকায় কমিউনিস্ট্‌দের অনুপ্রবেশনীতি সামান্যই সফল হয়েছিল। এ সময় ওদের বিরুদ্ধে অপর একটি শক্তির ক্রিয়াও শুরু হ'য়েছিল। জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নেমে পড়ে। ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল, তা কমিউনিস্ট্‌দের অনুকূল ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এতদিনের বিচ্ছিন্নতাবাদের অবশেষটুকুও নিশ্চিহ্ন হল, আর দলমত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশ যেন এককাট্টা হল। কমিউনিস্ট্‌দের তূণে, সাময়িকভাবে হ'লেও, এমন একটা শরও অবশিষ্ট রইল না, যা নিক্ষেপ করে তাদের পক্ষে ইয়ুথ ফর ভিক্টরির কর্মসূচীর উপর প্রভাব প্রয়োগ করা সম্ভব হ'তে পারে।

কিন্তু তাদের ব্যর্থতার অন্য কারণও ছিল। সহরের সমাজসেবীরা বারবার বলতে লাগলেন যে, যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও কার্য্য-কলাপকেই অসামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থার পরিচালকদের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এবং ঐসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের অনুমোদিত হওয়া চাই। সংগঠনের মধ্যে এই নীতি চালু হবার ফলে কমিউনিস্ট্‌ প্রচারকার্যের একান্ত অনুকূল বিষয়গুলি খুবই সুষ্ঠুভাবে বাদ দেওয়া

সম্ভব হ'ল। বস্তুতঃ এই সংগঠনের কাজ থেকে একটি সত্য প্রমাণিত হ'ল যে, সাধারণ সদস্যরা যদি সংঘের কাজকর্ম্মে যথেষ্ট উৎসাহী হ'ন তাহলে কমিউনিস্ট প্রতিপত্তি এবং তা'দের অনুপ্রবেশ দুইই বন্ধ করা যায়। একথা ইয়ুথ ফর ভিক্টরির ব্যাপারেও সত্য বলে দেখা গেল। ইয়ং কমিউনিস্ট্ লীগ স্পষ্টতঃই সংগঠনটিকে কুক্ষিগত করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে'ছিল. কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। আমি তাদের পক্ষ হ'য়ে কিছুই করিনি, অথচ বাইরে দেখাতুম, তাদের সহায়তা করাই আমার ইচ্ছা কিন্তু না পেরে তাদের মতই হতাশ হচ্ছি।

১৯৪২সালের মার্চ্চ মাসে বুঝলাম, আমার ব্যবসায়ের অগ্রগতির তুলনায় আমার পরিবার বড় দ্রুত বেড়ে চলেছে। বিশেষতঃ আমার কাছে এটি আরও স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো, যখন ইভা প্রকাশ করলে যে হেমন্তে তার তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বে। (আমাদের উভয়েরই একান্ত বিশ্বাস ছিল, এবার একটি ছেলে হবে।)

আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশী মাইনের চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলুম। বোস্টনের য়্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের সংস্পর্শ থেকে জানতে পারলুম যে এম্ এণ্ড পি থিয়েটার্স কোম্পানি'র নিউ ইংল্যাণ্ড শাখা প্যারামাউণ্ট থিয়েটার্স ডিভিশানে একটা পদ খালি আছে। সেখানে সাক্ষাৎকারে বেশ ফল হ'ল। আমাকে সহকারী য়্যাডভার্টাইজিং ডিরেক্টার করে চাকরী দেওয়া হ'ল এবং এপ্রিল থেকে কাজ সুরু করতে বলা হ'ল।

আর্থার সলোমন যথারীতি এসে হাজির হ'ল। আমরাও তাকে আমাদের সঙ্গে কফি খাবার নেমন্তন্ন করলুম, আর আমাদের খবরটাও জানালুম। আমার তাকে বলতে ভাল লাগল বিশেষ করে এই জন্য যে, আমি এইবার তার সঙ্গে ও তার কমিউনিস্ট সহকর্ম্মীদের সঙ্গে সংস্রব

পরিহার করতে পারব বলে ভেবেছিলুম। আমার কর্ম্মস্থলই যে কেম্ব্রিজের বাইরে যাবে তা নয়, আমার ইচ্ছা ছিল আমার বাড়ীও এখান থেকে উঠিয়ে নেব। কেম্ব্রিজের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগেরও আর আমার কাছে কোনও প্রয়োজন থাকবে না। আমি তাতে খুসীই হব।

আর্থার বিস্মিত হ'ল, কিন্তু নিরাশ হ'ল বলে মনে হ'ল না। জিজ্ঞাসা করলে, "কি রকম চাকরী?"

"আমি হ্যারি ব্রাউনিংএর সহকারী হ'ব। সে নিউ ইংল্যাণ্ডের আমোদ প্রমোদ সংশ্লিষ্ট প্রেস এজেন্টদের প্রধান। এই অঞ্চলের প্রায় একশ' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ভার আছে তার উপর।

আর্থার বলে উঠল, "বেশ, বেশ, খুব ভাল।" সে যে এতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠবে তা আমি ভাবিনি। সে এত প্রশ্নবর্ষণ করতে লাগল যে আমি জবাব দিয়ে উঠতে পারছিলুম না। "তোমার আপিস কোথায় হবে? কখন থেকে সুরু করবে? চাকরীটা কখন পেলে? কখন উঠে যাবে?" তার কৌতূহলের যেন সীমা রইল না।

"তুমি এমন ভাল চাকরীটা কি করে পেলে হে?"

আমি উত্তর দিলুম, "প্রধানতঃ আমার য়্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের বন্ধুদের জন্য।"

আর্থার প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, "বোষ্টনের য়্যাড ক্লাব। তুমি কি বলতে চাও তুমি তাদের মেম্বার?"

"নিশ্চয়, আমি গত দুবৎসর ওখানকার মেম্বার হয়েছি।"

"হে ভগবান। তুমি আগে আমাকে বলনি কেন?"

"তোমার এখবরে কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনি।"

"না? বল কি হে? য়্যাডভার্টাইজিং ক্লাব আর তুমি তার মেম্বার!"

সে অনেক রাত অবধি প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে চলল। ইভা তো হাই তুলে

শুতে গেল, আমি শেষে কোন রকমে তাকে দোরের দিকে এগিয়ে দিলুম।

বললুম, "দেখ, আমি আমার কেম্ব্রিজের কাজকর্ম্ম থেকে ছুটি পেয়ে খুসীই হলুম। এবার থেকে একটু আরাম করব, আমার চাকরীতে বেশী সময় দেব, ছেলেপিলের সঙ্গেও একটু বেশী পরিচয় করব। সমাজের সেবা ভাল জিনিষ, তবে বড্ড সময় যায়। এথেকে একটু ছুটি পেলে আনন্দিতই হব।"

আর্থার তার ছোট ছোট চোখে আমাকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। বললে, "তুমি একেবারে ছুটি পাবে না হার্ব। তুমি লোকের সেবা করতে ভালবাস। লোককে সংগঠিত করা, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা, তাদের প্রেরণা দেওয়া, এসব তোমার রক্তে আছে। তুমি এথেকে কখনও নিরত থাকতে পারবে না।"

আমি হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে তাকে দরজার বার করে দিলুম।

পরদিন সন্ধ্যায় দোরে আবার এক ধাক্কা। দেখি আর্থার দাঁড়িয়ে বিচলিতভাবে এ পা থেকে ওপায়ে ভর দিচ্ছে। তাকে কিছু উদ্বিগ্ন দেখাল। আমি তাকে ভিতরে আসতে বললুম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা কোথাও গোপনে কথা বলতে পারি কি? কোথাও গেলে হয় না!"

আমি বললুম, "ইভা বেরিয়ে গেছে। কি মতলব বল ত?"

সে মেঝেয় পায়চারী করতে লাগল, তার চোখ দুটো যেন ঘুরতে লাগল ঘরের চারদিকে। বললে, "আমি মাত্র মিনিট-খানেক থাকতে পারি। হার্ব, এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে আমি একজন কমিউনিস্ট। তুমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগদের সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু জান।"

এইবার বেরুচ্ছে। আমার বুকে আড্রেনালিন ইনজেকশ্‌ন দিলে যে রকম হয় সেই রকম উত্তেজনা অনুভব করলুম। হ্যাল লীয়ারীর সতর্ক-বাণী মনে পড়ল যে একটা নিমন্ত্রণ আসবে। আমি হাসলুম।

"আমি আশ্চর্য্য হলুম না, আর্ট। আমার মনে হয়েছিল এ সব কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কিন্তু ভাবতুম কবে তুমি নিজে থেকে আমাকে বলবে এবং এখন যে বললে এতে আমি আনন্দিত হলুম।"

সে বললে, "আমরা চাই তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ কর। তুমি যে কেম্ব্রিজ থেকে উঠে যাবে তাতে কিছু এসে যায় না। লীগ এখানে বেশ ভাল হয়ে সংগঠিত হয়েছে এবং তুমি প্রায় সকলকেই জান। তুমি যেখানে ইচ্ছা থাকতে পার। আসল কথা তাতে ভালই হবে। তুমি এক নূতন সমাজে যাবে। তাদের জানবার দরকার নেই। তুমি সেখান থেকেই লীগের কাজ করতে পারবে এবং ভালই করবে। হার্ব, আমরা তোমাকে চাই। তুমি একটা বড় স্থান পূর্ণ করতে পার।"

এবার যে আমার অনিচ্ছা দেখালুম সেটা অভিনয় নয়, "তুমি ত জান, আমার মনোভাব। আমি কাল রাত্রিতে বলেছি। আমি অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে চাই।"

"হার্ব, তুমি জান, এ সব মুহূর্ত্তে আমাদের আত্মত্যাগ কত প্রয়োজন। আমরা একটা যুদ্ধে লিপ্ত। এখন সকল বিষয়েই তরুণদের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করা একান্ত দরকার। আমরা জীবনটাকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিতে পারি না।"

আমার যদি নিজের মতে কাজ করতে পারতুম, তাহলে তখনই "না" বলে দিতুম কিন্তু হ্যাল লীয়ারীর উপদেশ কানে বাজতে লাগল এবং 'এফ-বি-আই'র অপরিসীম ধৈর্য্যের তাৎপর্য এখন বুঝতে পারলুম।

"আর্ট, আমাকে একটু সময় দাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার অনেক জিনিষ চিন্তা করতে হবে।" সে যদিও তৎক্ষণাৎ মত দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি দৃঢ়ভাবে তা' প্রতিহত করলুম। প্রতিজ্ঞা করলুম, পরে আমি দেখা করে তাকে নিজেই জানাব।

পরের দিন সকালে অফিস যাওয়ার পথে রাস্তায় একটা টেলিফোনের গুমটিতে ঢুকে হ্যারল্ড লীয়ারীকে ডাকলুম।

"খবর আছে, আমরা যা আশা করেছিলুম, তা এসেছে।"

"তাই নাকি? তুমি কি বল্লে?"

"ভেবে দেখব বলেছি।"

"হার্ভার্ড ষ্ট্রীট ও ম্যাসাচুসেট্‌স্ এভেনিউর মোড়ে রাত্রে সাতটার সময় দেখা কর।"

নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হ্যাল ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে কারও নজরে না পড়ে এমন গাড়ীতে এসে পৌছল।

গাড়ীতে বসে দরজা বন্ধ করতে না করতে জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর?"

"ওরা আমাকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে যোগ দিতে বলেছে।" হ্যালের মুখের কোন ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল না, সে যেন এটা আশাই করছিল।

"তুমি কি উত্তর দিলে?"

"আমি তোমার অনুরোধ রেখেছি। তুমি বলেছিলে, ওদের দেরী করিয়ে দিতে। কাল রাত্রে এই ঘটনা। এখন ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা।"

"তুমি কি উত্তর দেবে স্থির করেছ?"

"আমি কি বলতে চাই তা জানি।"

হ্যাল তাড়াতাড়ি বললে, "আমাকে বলার আগে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে এর মীমাংসা করতে আমি কিছু সাহায্য করতে পারব না। এর

সিদ্ধান্ত তোমাকে নিজেকেই করতে হবে। তুমি যদি রাজী না হও ত চুকে গেল। তবে তুমি যদি অগ্রসর হ'তে চাও, তবে তোমাকে অনেক কিছু জানতে হবে এবং ব্যাপারটা কি হবে তা আমি বলতে পারি।"

"ব্যুরো চায় তুমি ওদের দলে থাক। সেখানে তোমার কাজ কি হবে তাও আমাদের জানা আছে। ওতে থাকতে হলে যে সব যোগ্যতা দরকার তা তোমার আছে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রবেশিকা বিদ্যালয়। তুমি একটা থেকে আর একটায় যাবে, এবং এর সম্ভাবনাও যথেষ্ট। আমরা জানি যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের খবর, খাঁটি বিশদ খবর আমেরিকা ও আমেরিকার জনগণের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার জন্য একান্ত দরকার। তারা কি করছে, তার তুমি কিছু জান। তোমার আরও জানবার উপায় আছে।"

মত স্থির করা সোজা ছিল না, তবু তখনই আশঙ্কা করছিলুম—আর মনে মনে ভাবছিলুম, আমার উত্তর কি হবে। বললুম, "হ্যাল, আমার সন্দেহ মাত্র নেই যে তুমি যা বলছ তা সত্য। আমি যা এ পর্য্যন্ত দেখেছি, তাতেই তা বুঝেছি। তবে এ ভূমিকা আমার পছন্দ নয়। আমি গুপ্তচর হ'তে চাই না, এমন কি এফ. বি আই-এর জন্যও নয়। আমি এ ধরণের লোক নই।"

হ্যাল এ আপত্তি গ্রাহ্য করলে না। বললে, "আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি। কিন্তু এ ভূমিকা একজনকে নিতেই হবে, কেননা এই ভাবেই মাত্র সমস্ত ব্যাপারটা বোঝা যাবে এবং সময়ে বোঝা যাবে। সাধারণ গোয়েন্দারা অপরাধ সাধিত হবার পর গোয়েন্দাগিরি করে কিন্তু গুপ্তচর যারা তারা অপরাধ সংঘটিত হবার আগেই খবর পায়। যখন আমাদের সন্দেহ করার কারণ হয়েছে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

অপরাধের চেষ্টা হচ্ছে, তখন এ কাজ করতেই হবে, তা কাজটা পছন্দ করি আর না করি।"

আমি বললুম, "আমি যদি না বলতুম ও এতক্ষণ পালিয়ে যেতুম।" হ্যাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, 'উত্তর দেওয়ার আগে, আমায় শেষ করতে দাও। তুমি একটা প্রয়োজনীয় কাজ করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর জন্য তোমাকে প্রভূত স্বার্থ-ত্যাগ করতে হবে এবং তার বদলে হয়ত কিছুই পাবে না, কিম্বা আরও খারাপ—আমরা চাইব যে তুমি দলের মধ্যে গভীর ভাবে ঢুকে যাও, যতখানি পার, এবং তোমার পারিবারিক জীবন ও বন্ধুবান্ধব অনেকখানি বিসর্জ্জন দিয়ে।

"আমি তোমাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলছি, ফিলব্রিক, কেননা আমরা অন্য রকম চাই না। এর মধ্যে বিপদ আছে, দৈহিক বিপদ। তুমি এফ. বি. আইর লোক বলে যদি ধরা পড়ে যাও ত তোমাকে তার জন্য দুঃখ পেতে হবে। তুমি যদি প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট দলের লোক বলে ধরা পড় ত তোমার চাকরী যেতে পারে এবং তখন তুমি এফ. বি. আই. এর দোহাই দিতে পারবে না। তুমি যে আমাদের হয়ে কাজ করেছ, তা হয়ত কখন প্রকাশ হবে না। তুমি নিশ্চয়ই বলবে না। তুমি যদি কমিউনিস্ট বলে গ্রেপ্তার হও ত আমাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। আমরা তোমাকে চিনবই না। তোমাকে নিজেই, নিজের কাজ করতে হবে।

"তুমি যদি যোগ দাও ত তোমার স্ত্রীর কাছে পর্য্যন্ত গোপন করতে হবে। কেউ জানতে পারবে না। এমন কি ব্যুরোর এজেন্টদের মধ্যেও অনেকেই জানবে না। তুমি শুধু একটা সাঙ্কেতিক নম্বর হয়ে থাকবে। তুমি আমাদের আফিসের ভিতরে বা কাছে আসতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে কারুর সামনে কথা কইতে পাবে না। তোমার কাজ সবই গোপন থাকবে। তোমাকে আমাদের নিয়মিত রিপোর্ট দিতে

হবে। দলের সম্বন্ধে তথ্য—এর সদস্য বা কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তথ্য। শুধু তথ্য। আমরা অবশ্য সব খরচ দেব। তবে তোমার চাকরীটাও রাখতে হবে।"

সে থেমে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল, আমি গাড়ীর কাঁচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলুম।

"আমি জানি তুমি হঠাৎ মন স্থির করতে পারবে না। আমি তা আশাও করি না। তবে তুমি যত শীঘ্র সম্ভব তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবে। কালই, যদি সম্ভব হয়। লীগকে বেশীদিন অপেক্ষায় রাখা চলবে না।"

লীয়ারী গাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে আমার বাড়ী অবধি নীরবে গেল। সে আমাকে দরজায় না নামিয়ে দিয়ে আর একটা মোড় পেরিয়ে গেল। আমি বললুম, "আমি তোমাকে ডাকব, গুড নাইট।"

আমি যখন গাড়ী থেকে নেমে এলুম তখনই জানলুম যে শেষ পর্য্যন্ত আমার কি মত হ'বে। পরের দিন সকালে একটা সিগারের দোকানে টেলিফোন গুমটিতে ঢুকে পড়লুম। আমি ব্যুরোর নম্বর ঘুরিয়ে লীয়ারীকে ডাকলুম।

আমি শুধু বললুম, 'রাজী"। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর লীয়ারী বেশ কেতা-দুরস্ত ভাবে বললে, "বেশ, ওদের বলে দাও। তারপর ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমাদের কাছ থেকে খবর পাবে। আমার মত আর বেশী বিক্রী ক'র না।" শেষের কথাগুলি যে কাউকে শুনিয়ে বলা বুঝতে পেরে টেলিফোনটা রেখে দিলুম।

আমি একটা দোকানে সিগার কেনার জন্য দাঁড়ালুম। ফিরতি পয়সা তোলার সময় হাত কাঁপতে লাগল। মনে মনে বললুম যে বোকামি

করছি, তারপর হাতের কাঁপুনি থামাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলুম। বিস্মিত হয়ে দেখলুম যে আমি কৃতকার্য্য হয়েছি!

আমি গুপ্তচর !!!

দশ সেন্ট চাঁদা দিয়ে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে ভর্ত্তি হলুম। কমিউনিস্ট হওয়ায় রাস্তা সস্তাই বলতে হবে, শুধু কমিউনিস্ট কেন, সরকারী বিপরীত-চর হওয়ার পক্ষেও সস্তা। সস্তা বটে, তবে এর সব মূল্য শুধু টাকা দিয়ে দেওয়া হয়নি।

মূল্য দিতে হয়েছে বিবেকের প্রবল দংশনে যেটি "চর" কথাটির উপরই বিদ্রোহ করেছে তা' যে দলের হয়েই সে কাজ করি না কেন। তারপর কমরেডদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কমিউনিস্ট নীতি ও বিশ্বাসগুলি খুব ভাল করে শিখতে হয়েছে। আর সে শিক্ষা হয় ঘৃণ্য আর নয় অত্যন্ত নীরস। তারপর ছিল গার্হস্থ্য জীবনের হানি, ব্যবসায় ক্ষতি, মানসিক অস্বস্তি আর এক দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল ধরে প্রস্তুতি।

আমি চিরকালই অকমিউনিস্ট ছিলুম কিন্তু আমি যখন ব্যুরোতে প্রথম গেলুম তখন আমি খুব তীব্র ভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলুম না। আসল কথা হচ্ছে যে এদের লক্ষ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এত কম জানতুম যে সে সময়ের, আর সে সময়ের কেন—এখনকারও একজন সাধারণ মানুষের মত. আমি এই আন্দোলনকে ক্ষতির মনে না করে মাত্র বিরক্তিকর মনে করলুম। তাদের রীতিনীতি জন্মগত ভাবেই আমার কাছে আপত্তিকর ছিল এবং কোন মতে অন্তরের বিষ গোপন করে তবে তাদের বোঝাতে পেরেছিলুম যে আমাকে তাদের দলের নেওয়া চলে। আর নেবার পর যে আমি আমার মনোভাব তাদের কাছে গোপন রাখতে পেরেছিলুম এটা এখনও আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগে।

তাদের সঙ্গে কাজের প্রথম থেকেই আমি কমিউনিজম্ রাষ্ট্র বিজ্ঞান বা সামাজিক দর্শন হিসাবে যত শিখি আর না শিখি, আমি তাদের যথেষ্ট সমাজ-ধ্বংসকারী কার্য্যকলাপ দেখেই স্থির করলুম যে আমার জীবনের যতখানি প্রয়োজন এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উৎসর্গ করব। যে ইচ্ছাকৃত শঠতা ও বিকৃতির সাহায্যে তারা নিষ্ঠাবান লোকদের ক্ষতিগ্রস্ত ও সৎ মানবতাবাদী লোকদের চিত্ত কলুষিত করত তা দেখে আমার নীতিজ্ঞান বিদ্রোহ করত। গুপ্তচর বৃত্তির বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণাকে আমি এই বলে নিবৃত্ত করলুম যে আমার সমাজে কমিউনিস্ট ক্রিয়া-কলাপের উপর রিপোর্টারের কাজ করছি এবং শ্রমিক সংঘে, পেশাদারী মহলে ব্যবসায়ী মহলে ও সরকারী মহলে কমিউনিস্টদের প্রতিপত্তি স্থাপন নিরোধ করার চেষ্টা করছি, তাদের ভিতরের তথ্য প্রকাশ করে।

যারা সামাজিক উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধনের দাবী করে এবং ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্যও শক্তিশালী নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় জনসাধারণকে তাদের নীতিতে পরিচালিত করা,—কেন সে রকম একটি রাজনৈতিক দল তাদের কাজ কর্ম্মকে গোপনতা ও শঠতার মধ্যে ঢাকতে চায়? এর পিছনকার সত্য আমাকে আবিষ্কার করতেই হবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে আমি আমার মন স্থির করলুম। কমিউনিস্টরা কি গোপন করতে চায় এবং এই ষড়যন্ত্রের ভাব কেন? এতগুলি 'ফ্রন্ট' গড়বার জন্য এত চেষ্টায় কি দরকার যার আচ্ছাদনে তাদের প্রভাবকে ঢেকে রাখতে চায়? যদি কমিউনিজমের ভিত্তিও হয় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা, তাহলে তারা কেন অন্য রাজনৈতিক দলের মত সেই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে সমর্থনের জন্য যায় না? অথবা কমিউনিস্টরা জনসাধারণের ইচ্ছা অন্যায় ভাবে দখল করতে চায়? তাই যদি হয় তবে সেটা কি উপায়ে? কোন্ অধিকারবলে?

আর্থার সলোমন যখন আমার ফ্ল্যাটে তার নিমন্ত্রণের উত্তর শুনতে এল তখন আমার এই সব কৌতূহলের উৎসকে বেশ সংক্ষেপে ব্যক্ত করলে। আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়নি। সে-সুযোগ নেওয়ার আগেই, সে আমার কাছে এল।

প্রথমেই সে বললে, "তুমি যে আমাদের সদস্য হয়েছ তা সাধারণে জানবে না, সে ভয় নেই।"

আমার অবশ্য অন্য অনেক ভয় ছিল, তবে আর্থার সে সব মানত না। আমি অবশ্য খুসীই হলুম যে আমার কমিউনিজ্‌ম্ আপাততঃ ঢাকা থাকবে কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলুম না। আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কি ভয়ের উপর স্থাপিত? আমি নিউ ইংল্যাণ্ডের নাগরিক সম্মেলনের ঐতিহ্যে মানুষ, যেখানে প্রত্যেক মানুষ কারুকে ভয় না ক'রে নিজের মত ব্যক্ত করে।

আর্ট বলে যেতে লাগল, "তোমার সংস্রব দেখাবার মত লেখাপড়ার কিছুই থাকবে না। লীগের সদর দফ্‌তরে তোমার নামের কোন ফাইল থাকবে না। কোন মেম্বারশিপ কার্ড থাকবে না। তোমার প্রতিবেশীর বা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট লোকেদের কিছুতেই জানানো হবে যে তুমি একজন কমিউনিস্ট। তোমার জীবন ঠিক সাধারণ ভাবে চলবে।"

আমি মনে মনে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসলুম, আর ভাবলুম, "মিথ্যাচারীর জীবন হ'ল দ্বিচারীর জীবন।"

আর্ট বলতে লাগল, (তার বেঁটেখাট, উত্তেজিত, ষড়যন্ত্রকারী অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে তাকে রহস্য উপন্যাস থেকে বেরিয়ে-আসা একটি হাস্যাস্পদ চরিত্র বলে মনে হচ্ছিল) "অবশ্য লীগের মেম্বার হ'লেও তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার নও। এটি মনে রেখো। লীগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

যুব প্রতিষ্ঠান। তা বলে এটা একটা পাঠচক্র বা সামাজিক দল নয়। তার চেয়ে বেশী। এটা প্রোলিটেরিয়েট আন্দোলনের নেতৃত্ব করার শিক্ষাকেন্দ্র।"

"লীগ কমিউনিস্ট দলদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়" সে মিথ্যা বলছিল এবং জানত যে আমার কাছে তা ধরা পড়ছিল। "তুমি দেখতে পাবে যে লীগই একমাত্র সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, জাতি-নিরপেক্ষ তরুণদল যারা জাতীয় ভিত্তিতে উন্নততর জীবনের জন্য সংগ্রাম করছে, শুধু আমেরিকার লোকের জন্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জনতার জন্য।

"তুমি সুরুতে আট-নয় জনের একটি ছোট্ট গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করবে। খুব পড়াশোনা করতে হবে। যে সব সদস্যদের তুমি দেখতে পাবে তার মধ্যে শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী সকলকারই প্রতিনিধি দেখ্‌বে। তারা আন্তর্জাতিকও বটে, ইহুদী, খ্রীষ্টান, নিগ্রো। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আবিষ্কার করে তুমি অবাক হবে।"

আমি এই কথাবার্তায় একটা পুরা রিপোর্ট আর তার সঙ্গে আমার অভিমত টাইপ ক'রে হ্যারল্ড লীয়ারীকে পাঠিয়ে দিয়ে পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্ম অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে যখন আমার নূতন থিয়েটারী চাকরীতে যোগ দেবার জন্ম আমার আপিসে বর্তমান চাকরীর কাগজপত্র গোছ-গাছ করছিলুম তখন একটা টেলিফোন পেলুম।

"হ্যালো মিঃ ফিলব্রিক। আমি মিস গ্রস কথা বলছি। টোনি।"

"হাঁ হাঁ, হ্যালো। কেমন আছেন?" কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের সময়কার হতভাগ্য দিনগুলির পর আর তার সঙ্গে দেখাও হয় নি, তার সম্বন্ধে কিছু শুনিওনি।

সে বললে, "একেবারে দেখাই নেই যে।"

"আমি—আমি খুব বেশী কাজ করতে পারিনি। আমাদের বিশেষ

সুবিধা হয় নি। আমি কাউন্সিলের কথা বলছি। আমি বোধ হয় ও কাজের ঠিক উপযুক্ত ছিলাম না।"

"সে যাক্ গে। কিন্তু এখন আমার কতকগুলি অসমাপ্ত কাজ আছে সেটা আমি আলোচনা করতে চাই। এক সঙ্গে লাঞ্চ্ খেলে কেমন হয়?"

"বেশ ত খুব খুশী হবো।"

আমরা কেম্ব্রিজের ওয়ালডর্ফ রেস্টরাঁতে মিলিত হলুম। এটা হার্ভার্ড কলেজের সামনের চার-চৌকো মাঠটার উল্টা দিকে আর টৌনির স্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অফিসের বাড়ীতেই। আমরা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পরস্পরকে অভিবাদন করলুম। তার এখনও সেই রকম রোদ-পোড়া রং, সে এখনও সেই রকম সহৃদয় ও মনোহারিণী। বইএর মলাটে 'খাঁটি আমেরিকান কলেজ তরুণী' পরিচয় দিয়ে ছবি দেবার উপযুক্ত চেহারা। আমরা কাফেটারিয়া থেকে খাবার ভরে নিয়ে একটা টেবিলে নিয়ে গেলুম মোলায়েম কথাবার্ত্তা বলতে বলতে। সে একটা কাগজের রুমাল খুলে কোলের উপর পাতলে। আমি কিছু ভূমিকার আশা করতে লাগলুম, কিসের তা জানি না।

সে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললে, "আমি শুনে সুখী হলুম যে আপনি লীগে যোগ দিয়েছেন।"

আমি দ্রুত তার দিকে চেয়ে দেখলুম। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখছিল, কিন্তু হাসিমুখে। আমি আমার চশমাটা খুলে ফেললুম। আমি যখনই মুখভাব গোপনে করতে চাইতুম তখনই চশমা খোলা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্যটা যেন হঠাৎ বুঝতে পারলুম; ভয় হল, হয়ত আমার এ আচরণে গোপনীয় বিষয়টা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের সঙ্গে টৌনির ঘনিষ্ঠতা এবং

যারা তাকে কাৎ করলে তাদের সঙ্গে টোনির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলুম, সেই জন্য বহুদিন থেকেই আমি সন্দেহ করেছি যে টোনি একজন কমিউনিস্ট। কিন্তু আমার কোন প্রমাণ ছিল না। এখন অবশ্য বিষয়টা আপনিই উঠে পড়েছে। এটাই কি তার 'অসমাপ্ত' কাজ? আমি আবার চশমাটা চোখে দিলুম, বুঝলুম যে এ সব মুদ্রাদোষ থাকলে আমার চরগিরি পেশার ক্ষতি হবে। আমি খাবার নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগলুম। ক্ষিদে যেন চলে গেল। হয়ত আমার নীরব দৃষ্টির উত্তরে সে বললে, "অবশ্য আমি জানি যে তোমার সদস্য হওয়াটা প্রকাশ্য নয়।"

আমি এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেলুম, বললুম, আমি নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব গর্ব্ব অনুভব করছি। খুবই আনন্দের হয়েছে এটা।"

"তা জানি।"

আমি সাবধানে আরম্ভ করলুম 'আমি জানতুম না যে আপনি…"
সে তার মোহন হাসি হাসলে, 'লীগ খুব শক্তিশালী। আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, যখন দেখবেন কারা কারা এর সভ্য।" আর্ট·· এই কথা বলেছিল। একজন লোক আমাদের টেবিলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল। টোনি তার দিকে কৌতূহলহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর বললে, "ভেবে দেখেছেন কি আপনি কি করবেন বলে আশা করেন, আপনার সদস্যগিরি থেকে কি পেতে চান?"

"আমি এর লক্ষ্য ও নীতিতে বিশ্বাসী", বিড়বিড় করে বললুম। সে সহজে ছাড়লে না, 'এখনও তার সম্বন্ধে আপনি বেশী কিছু জানেন না।" তার ভাবটা এখনও বেশ মিষ্ট ও হৃদ্য কিন্তু তার গলার আওয়াজে একটা স্পষ্টবাদিতার সুর, তার দৃষ্টি আমার চোখের উপর স্থিরভাবে ন্যস্ত।

"কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার বিশেষ উৎসাহ? লীগের অত্যাধুনিক

কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে আপনার কোন প্রস্তাব আছে কি? আমি জানি যুব প্রতিষ্ঠান নিয়ে আপনি অনেক কাজ করেছেন।"

সে আমার উপর অবিরাম প্রশ্ন বর্ষণ করে চলল, প্রায় জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই, যেন সে একজন ইনকুইজিটর—আমার রাজনীতির মতামত, এমন কি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, তার মধ্যে কতকগুলির জবাব দিতে আমি ইতস্ততঃ করেও ভেবেছি যে তার উত্তর বোধ হয় তার জানাই আছে। আমার একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হ'ল যে সে ইচ্ছা করেই আমাকে অপ্রস্তুত করতে চাইছে। এক্ষেত্রে সত্য কথা না বললে বিপদ আছে।

আমার বাপ-মা কি করতেন, কোথায় থাকতেন? ও, তারা সৎ-শ্রমিক! ইউনিয়নের মেম্বার ছিলেন আপনার বাবা? আপনার স্ত্রীর খবর কি? লীগ সম্বন্ধে তাঁর কি রকম মনোভাব? মার্ক্সবাদ কতখানি পড়েছেন এবং তার কোন বিষয়টার উপর আপনি জোর দিতে চান? আমি প্রত্যেকটার উত্তর যতখানি সম্ভব সোজাসুজি দিলুম, কেবল ইভার নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে খানিক সাফাই দিলুম, ঘরসংসার ছেলেপিলে ইত্যাদির দোহাই দিয়ে।

"আপনি ত শান্তি-প্রিয়তায় বিশ্বাসী। ন্যায়যুদ্ধ ব'লে কিছু আছে মনে করেন?"

মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে মুস্কিলে পড়ে গেলুম। বেশ নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিলুম, 'অবশ্য আমি এই যুদ্ধে বিশ্বাসী। একবার যখন আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন একমাত্র পন্থা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটাকে জিতে ফেলা। শান্তিবাদ যতক্ষণ যুদ্ধ না ঘোষিত হয় ততক্ষণই সম্ভব এবং এক্ষেত্রে আমাদের আক্রমণ করা হয়েছে। অবশ্য ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে

আমি বরাবরই ভেবে এসেছি যে যুদ্ধ সেকেলে হয়ে গেছে এবং সভ্য-জগতে বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় আবিষ্কার করা উচিত। আমি মনে করি না যে যুদ্ধে কেউ জিততে পারে।"

সে আর আলোচনা না বাড়িয়ে বল্লে, "হুঁ"—যেন কথাগুলি মনে মনে নোট করে নিলে। যখন আমি পরে ব্যুরোতে রিপোর্ট দাখিল করলুম তখন সর্ব্বপ্রথম আমার এফ. বি. আই-এর সঙ্গে সংস্পর্শের জন্য অস্বস্তি বোধ করলুম। যখন গুপ্তচর আছে তখন তার উপর নজর রাখার জন্যও নিশ্চয়ই আরও লোক আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমি খুব সামান্যই অবহিত ছিলাম। বিশেষত মনে হ'ল, টোনি গ্রোসের এভাবে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা বড় বেশী তীক্ষ্ণ, অস্বস্তিকরও বটে।

আমার লীগের 'সেলে'র প্রথম অধিবেশনে হল আমার ২১৩ নং ব্যাঙ্ক স্ট্রীটের ঘরে, ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে। আর্ট সলোমন এল আর এল "জয়", যে মেয়েটি আমাকে "সানডে ওয়ার্কার" জোগাত। পরিচয় করার সময় দলীয় নাম বলা হল "বী,...ডটি,...অ্যালমা,...ডেভ,...বেটি...এই হার্ব।"

আর্টকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সিড আসবে না কি?" সে বললে, না, সে অন্য এক সেলে আছে আর এখানে প্রায় নূতন অভ্যাগত। আমি টোনিকে আশা করছিলুম, কিন্তু সে এল না!

অনেক কমিউনিস্ট সাহিত্য এনে আমার বসবার ঘরের দেবদারু কাঠের সিন্দুকের উপর সাজিয়ে রাখা হ'ল। আমাদের উৎসাহ-সূচক একটু বক্তৃতা হল এবং এইগুলি যতখানি সম্ভব কেনার জন্য অনুরোধ হল, মূল্য এক থেকে পচিশ সেন্ট। কতকগুলি পুস্তিকার উপর কমিউনিস্ট পার্টির নাম ছিল, অন্যগুলিতে ছিল না, সেগুলি "স্বাধীন" ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত। আর্থার বৈঠকটাকে একটা

আনুষ্ঠানিক রূপ দিল। ঘরোয়া আব্‌হাওয়া বদলে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আব্‌হাওয়া আমদানী করল। ঘোষণা করল সেই সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয় হ'ল "ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ"। আমার ভিতর একটা উষ্ণতা অনুভব করলুম। একটি মেয়েকে বিষয়টির অবতারণা করার জন্য আহ্বান করা হ'ল, সে একতাড়া শিক্ষামূলক সাহিত্য বার করলে।

আমি শুনলুম, আমি টোনি গ্রোসের কাছে যুদ্ধ সেকেলে হ'য়ে গেছে বলায় মার্ক্সবাদ সম্পর্কে একটা গুরুতর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। আমি তার কাছে আরও বলেছি যে, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। মার্ক্সপন্থীদের মতে যুদ্ধ প্রয়োজনীয়। প্রধান বক্তা ব্যাখ্যা করলেন, যুদ্ধ দুই প্রকার—"ন্যায়" ও "অন্যায়"। কমিউনিস্টরা মাত্র অন্যদেশকে পদানত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী। এমন কি সে যুদ্ধগুলিকেও অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করার জন্য কমিউনিস্টদের চেষ্টা করতে হবে। তরুণী উপদেষ্টা বললেন যে কমিউনিস্টরা জনসাধারণের মুক্তির জন্য বা তাদের বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তার বিরোধিতা করে না। এই সকল যুদ্ধের সমর্থন করা উচিত, উৎসাহ দেওয়া উচিত।

বিষয়টির উদাহরণ দেওয়ার জন্য এবং প্রস্তাবটির প্রমাণ দেওয়ার জন্য আমাদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে একটি পুস্তিকা দেওয়া হ'ল, তার নাম "তোমার শত্রু জাপানকে চেন"। আমি আশা করেছিলুম যে এর উপর কমিউনিস্ট পার্টির ছাপ দেখতে পাব। কিন্তু একটু আশ্চর্য্য ও কৌতূহলী হয়ে দেখলুম যে পুস্তিকাখানি বেরিয়েছে "ইনষ্টিটিউট অফ প্যাসিফিক রিলেশানস, ১২৯ই, ৫২তম ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক থেকে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলুম যে তরুণ কমিউনিস্টদের শেখার জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে কেন ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি কিন্তু যুদ্ধকে—তা সে যে রকমই হোক না কেন, সভ্য সমাজের একটা অঙ্গ হিসাবে মেনে নেওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলাম, খৃষ্টীয় নীতি-বাদের দিক থেকে। আমার পক্ষে লীগের প্রস্তাবিত যুদ্ধের প্রকার ভেদ মেনে নেওয়া কঠিন। আমি কিন্তু বিষয়টা নিয়ে তত মাথা ঘামাইনি যতটা ঘামিয়েছিলুম এই ভেবে যে আমার কমিউনিস্ট-নীতি শিক্ষার প্রথম বিষয় হবে সেই বিষয়, যা টোনি গ্রোস কিছুদিন আগে উত্থাপন করে আমার মতামত ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তার মধ্যে জেনে নিয়েছে।

কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলের শান্তিবাদ স্মরণ করে আমি বললুম, "কিন্তু কমিউনিস্ট দল বরাবরই শান্তিবাদী নয় কি ?"

আমাদের একজন বললে, "আদৌ না। মার্কসবাদ শান্তিবাদকে স্বীকার করে না। এ দুটি পরস্পর বিরোধী।"

লীগের চোখে আমার নীতি শিক্ষা যখন যথেষ্ট এগিয়েছে তখন আমায় প্রথম পার্টির কাজ দেওয়া হ'ল, দলের জন্য ক্যানভাস করা। দলের জাতীয় নেতা আর্ল বাউডার, পাশপোর্ট জাল করতে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন—আমার প্রথম কাজ হ'ল, তাঁর মুক্তির জন্য দরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা।

আমরা কেম্ব্রিজকে দরখাস্তয় ঢেকে ফেললুম। আমি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলির আফিসে ক্যানভাস করলুম, দরজায় দরজায় ধাক্কা দিলুম রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে স্বাক্ষর ভিক্ষা করলুম। আমাদের যুক্তি হ'ল—বাউডারকে যে অপরাধে জেলে দেওয়া হয়েছে, সে অপরাধে আগে আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমরা আশাতীত সমর্থন লাভ করলুম।

মাত্র কেম্ব্রিজেই ত্রিশ হাজার স্বাক্ষর পাওয়া গেল, সমগ্র লোক সংখ্যার এক চতুর্থাংশ। এতে ফল পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালের

১৬ই মে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্রাউডারকে "জাতীয় ঐক্যের দোহাই" দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

এই কাজের মধ্যে সব সময়ই আমার মনে হ'ত যে আমার সহকর্মীরা আমার কার্য্যাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখছে। আমি সর্বদা সাবধান হয়ে থাকতুম পাছে ভুল সময়ে ভুল কথা বলে ফেলি। কথা বলার আগে ওজন করে কথা বলতে শিখলুম। প্রত্যেক মুহূর্ত, তা যতই নির্দোষ হ'ক না কেন, ফাঁদে পা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কেম্ব্রিজের একটি অকমিউনিস্ট তরুণ-সংঘে আলাপ হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, তার নাম শুধু মার্গট বলে জানলুম। সে জয়ের বোন। জয় উপস্থিত ছিল না এবং আমি জানতুম না যে মার্গটও জয়ের মত কমিউনিজমে উৎসাহী কি না। তা হলেও সম্পর্কটা জেনেই সাবধান হয়ে গেলুম যদিও মার্গটের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ পাই নি।

সভার আলোচনা খুব সূক্ষ্ম ও তুচ্ছ ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই যখন আমি বক্তৃতা করছিলুম আর আলোচনাকে চালিত করার চেষ্টা করছিলুম তখন পরোক্ষ ভাবে কমিউনিজ্‌মের উল্লেখ করতে হ'ল।

মার্গট সহসা সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠল, "হতভাগা কমিউনিস্ট যত সব!" ঘরের মধ্যে একজন তাকে সমর্থন সূচক ধ্বনি করলে, কিন্তু আমার মনে বিপদের সঙ্কেত দেখা দিলে। সে কি একজন কমিউনিস্ট বিরোধী, তার ভগ্নীর সংশ্রবকে ঘৃণা করে? অথবা মার্গটও একজন লীগ সদস্য এমন কি পার্টিরও সদস্য যে জানে আমি যোগ দিয়েছি? সে কি আমার সত্যকার মূর্তি জানে এবং সেটা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে? তাই যদি হয় ত ভাবলুম, সে ছেলেমানুষি করছে। কিন্তু এটা একটা অকমিউনিস্ট

প্রতিষ্ঠান এবং ঘরে কেউ কেউ বেশ তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী। কাজেই যে দিকেই যাই বিপদের সম্ভাবনা আছে।

যতটুকু সময় থামা সম্ভব, সেইটুকু থেমে যতখানি সম্ভব নরম গলায় বললুম, "আজকের বিষয়ের সঙ্গে কমিউনিজমের কোন সম্বন্ধ নেই। যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে, তাতেই আমাদের নিবদ্ধ থাকা উচিত।"

মার্গটের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমি আরও সাবধান হলুম। আমি এখন বুঝতে শুরু করেছিলুম যে কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে সরকারী গুপ্তচরদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা তাগিদ আছে। এই মনোভাবের উপর অন্য সদস্যদের চেয়ে আমার বেশী সম্ভ্রম ছিল। তাছাড়া আমার নূতন কমরেডরা আমাকে এই মতবাদ শিখিয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীদের অগ্রণীদেরই শুধু প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, সুনির্ব্বাচিত অল্প কয়েকজন। এদের মতে যারা দুর্ব্বল, যাদের মনোভাব ফ্যাকাশে, যারা মাত্র সমর্থক, অথবা সুবিধাবাদী ভ্রান্তপথে পরিচালিত, তাদের অনবরত বেছে বেছে দলের থেকে বিতাড়িত করতে হবে অথবা এমন কাজে দিতে হবে যেখানে কোন ক্ষতি হতে পারে না। এতদূর অগ্রসর হয়ে আমি এখন বিতাড়িত হতে রাজী নয়। আমি ধরতে পারলুম যে মার্গটের খোঁচা এই ধরনের বিতাড়ন পদ্ধতিরই অঙ্গ হতে পারে!

কেউ না সন্দেহ করে এইভাবে খোঁজ খবর করে জানলুম মার্গটের পুরো নাম মার্গট ক্লার্ক এবং সে কিছুদিন যাবৎ হার্ভার্ড স্কোয়ারে কমিউনিস্টদের দ্বারা সমর্থিত একটি বইয়ের দোকানের ভারপ্রাপ্ত ছিল। তা ছাড়া সে কেম্ব্রিজের একটা কমিউনিস্ট সেলের সভায় যোগ দিত। যখন আমার সন্দেহ এইভাবে বিশ্বাসে পরিণত হ'ল তখন বুঝলুম যে

আমার জন্য একটা ফাঁদ পাতাই হয়েছিল। সেই থেকে আমার কল্পনাকেও সন্দেহ করতে লাগলুম এবং যেখানে যাই সেখানেই কমিউনিস্টরা আমার উপর নজর রেখেছে বলে মনে হ'তে লাগল।

আমি আবার দলের কাজ পেলুম। আমাকে বলা হ'ল যে আমার বাড়ীর মোড় ফিরেই ৭৫, ম্যাগাজিন ষ্ট্রীটে কেম্ব্রিজের ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে। স্থানটা ল্যারি ও টোনি লকের ফ্ল্যাট বলে জানানো হয়েছিল, এদের নাম কখনও শুনিনি। যখন আমি সেখানে পৌছলুম, তখন দরজা খুলে দিল আমার হার্ভার্ডের সুন্দরী বন্ধু টোনি গ্রোস। সে আমাকে অভিবাদন করলে, আমি তাকে মিসেস্ লক—অবশ্য প্রকৃতই যদি তাই তার নাম হয়—এইরূপে দেখে বিস্ময় ঢাকবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলুম। আমি জানতুম না তাদের কতদিন বিয়ে হয়েছিল, এবং জিজ্ঞাসাও করলুম না। টোনি ব্যস্ত ছিল, সে দ্রুত চলে গেল।

আমি ফ্ল্যাটটার চারদিকে দেখতে লাগলুম। একটা ঘরে গোটা দুই টাইপরাইটার, একটা ফাইল রাখার আলমারী আর কতিপয় ব্যস্ত লীগ সদস্য। আমি চিঠির কাগজ ও নাম ডেস্কের উপর দেখলুম, তার উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ছাপা রয়েছে এবং তাদের কতকগুলিকে আমি অকমিউনিস্ট বলে জানতুম। আমি সাবধানে তাড়াগুলি লক্ষ্য করে দেখতে লাগলুম যে সেখানে কেম্ব্রিজ ইয়ুথ লীগের নাম পাওয়া যায় কিনা। এই দপ্তর বা এই রকমই আর কোথাও থেকে কি সলোমন ও বাঁচরদের কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী হত?

একজন লীগকর্ম্মী আমাকে রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ কমিটীর বোস্টন শাখার ছাপা কাগজে একখানা চিঠি এনে দিলে। তার বাঁ দিকটায়

কমিটির সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকদের নাম ছাপা ছিল। তাদের মধ্যে অনেক স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। অবৈতনিক সভাপতি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার সার্জি কুসেভিৎস্কি, স্থানীয় সভাপতি ছিলেন ডাঃ হিউ ক্যাবট। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানতুম যে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সভাপতিপদের গুরুত্ব খুব বেশী নয়। আমি তাকিয়ে দেখলুম, নামগুলির মধ্যে কোনও কমিউনিস্টের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। আমি জানতুম, এদের মধ্যে একজন না একজন কমিউনিস্ট হবেই। কিন্তু কোন নামটাই ঠিক মনে হ'ল না। বললুম যে আমি অতঃপর কেম্ব্রিজের থেকে বোস্টনেই বেশি কাজ করব। বোধ হয় রাশিয়ান ওয়ার রিলিফের জন্য সেখানে কিছু করতে পারি। কে আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন ?

উত্তরে বোস্টন কমিটির সম্পাদিকা মিসেস জর্জ স্মাক্লনের সঙ্গে ১২৩, নিউবেরী ষ্ট্রীটে দেখা করতে বলা হ'ল। আমাকে একখানা পরিচয়পত্রও দেওয়া হ'ল। আমার সবচেয়ে বিস্ময় লাগল এই দেখে যে রাশিয়ান ওয়ার রিলিফের চিঠির উপরে ছাপা হেড কোয়ার্টারের ঠিকানা নিউবেরী ষ্ট্রীটের কিন্তু ইয়ুথ কমিউনিস্ট লীগের আফিসে তার এতবড় স্তূপ রয়েছে যে খুব বড় কাজেও কুলিয়ে যেতে পারে।

চিঠিটাতে পত্রবাহক হিসাবে আমার রাশিয়ান রিলিফের সরকারী সলিসিটার হবার জন্য সনন্দ ছিল। আর একটা "ফ্রন্ট" ? ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের কারখানায় তৈরী ! এই রহস্যজালকে আরও ঘনীভূত করে চিঠির তলায় সই ছিল, "অ্যালিস মিল্‌স্", ম্যাসাচ্যুসেটস ইয়ুথ কাউন্সিলে আমার পুরাতন বন্ধু ও শিক্ষয়িত্রী।

আমাকে একটা বাক্স দেওয়া হ'ল, তারপর রাশিয়ান ওয়ার রিলীফের জন্য কেম্ব্রিজে ক্যানভাসিং করতে পাঠান হ'ল। আমরা

দোরে দোরে ঘুরলুম, দোকান, হোটেল বাড়ী কিছুই বাদ গেল না। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আমি পাঁচ থেকে দশ ডলার সংগ্রহ করে সদর দপ্তরে ফিরে আসতুম। টাকা যে কোথায় যেত তাও জানতুম না বা তার কোন রসিদ বা হিসাব দেখাতে পেতুম না।

রাশিয়ান ওয়ার রিলিফ আন্দোলন থেকে বোঝা গেল আমি এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের অ্যাডভার্টাইজিং ডিরেক্টরের চাকরী পাওয়াতে আর্ট সলোমন কেন অত অকারণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। লীগের একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ আমার কাছে প্রস্তাব করলে যে আমি আমার মনিবদের বলে কেম্ব্রিজের সেণ্ট্রাল স্কোয়ার থিয়েটারের লবিতে ওয়ার রিলীফের চাঁদা আদায়কারীদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিই। আমি তাদের প্রস্তাব মত কাজ করলুম, আমার মনিবেরা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এতে ফণ্ডের যথেষ্ট সাহায্য হ'ল। দেখা যাচ্ছে, সব জিনিসকেই কাজে লাগান যায়।

আমি দলের ধুলা ঘাঁটা কাজ যতদূর যত্ন সহকারে করা সম্ভব করতে লাগলুম, কেবল লীগের নয়া সভ্যদের নিয়মিত কার্য্য "ডেলি ওয়ার্কার" বিক্রী করা ছাড়া। আমার যতগুলি কাগজ বিক্রী করার কথা সেগুলি নিয়ে জঞ্জালের টিনের মধ্যে ফেলে দিতুম আর ব্যুরো থেকে আমার খরচার জন্য বিল করে দামটা দিয়ে দিতুম।

আমার যত্নের ফল ফলল। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রাদেশিক অধিবেশনে আমাকে বলা হ'ল যোগ দিতে। অধিবেশন হল মাসাচুসেট-সের ওয়েস্টনের কেণ্ডাল গ্রীনের একটি যুব ছাত্রাবাসে। সকালবেলা খেলাধুলা হ'ল, দুপুর বেলা—বাক্সে করে নিয়ে যাওয়া খাবার থেকে লাঞ্চ, বিকালবেলা রাজনৈতিক বৈঠক। অধিবেশনে কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হ'ল না। তখনও কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্ম্ম ঢিমাতালে চলছে।

কিন্তু আমার পুরোনো বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে দেখা হ'ল, কয়েকজন নতুন লোকের সঙ্গেও পরিচয় হ'ল।

সেখানে দেখা হ'ল সকলের সঙ্গে। জয় ক্লার্ক এখন যুদ্ধ সম্ভার তৈরীর কারখানার একজন কর্ম্মী, টৌনি গ্রোস বা লক, সিড সলোমন সৈনিকের সাজে, আর নাথানিয়েল মিলস্ যিনি "যুদ্ধে হব জয়ী" নামে নিজের লেখা একটা কবিতা শোনালেন, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের প্রাদেশিক চেয়ারম্যান অ্যালিস গর্ডনের সঙ্গেও দেখা হ'ল। আর একজন হোমরা চোমরা লোককেও দেখলুম, তার পরিচয় "কমরেড বব" ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না।

সিড বললে যে আর্থার সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়েছে। অফিসারের শিক্ষা পাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয়নি। একজন বললে যে কেউ সম্ভবত চুকলি খেয়েছে। সিড বললে, "সম্ভবত ওদের লিস্টে কোথাও ওর নাম আছে।" আমার একটু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

সিড বিড়বিড় করে বললে, "ঐ নচ্ছর পাজী ট্রটস্কির পাচাটার দল। ট্রটস্কিকে যা করা হয়েছে ওদেরও তাই হওয়া উচিত।" দলীয় আসন যে কিরূপ কঠোর হতে পারে জেনে আমার অস্বস্তি আরও বাড়ল।

'আমি রাত্রে ফিরে অধিবেশনের একটা পুরো রিপোর্ট প্রথামত ব্যুরোতে পাঠিয়ে দিলুম। আমি যে উল্টো দিকের চর এটা ধরা পড়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাতে এই খবর দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটা বড় ফাঁক থেকে গিয়েছিল। দলের মধ্যে আমার কাজ কর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে দলীয় উপরওয়ালাদের প্ররোচনায় চলছিল। আমার উপর যে সকল হুকুম বা উপরোধ আসত সে সব দলের কাছ থেকে. এফ. বি. আই আমাকে কোন বিশেষ ভঙ্গী গ্রহণ করার কোন উপদেশ দেয় নি। কমিউনিস্টরা যে সব

কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিত সেগুলি এফ বি আই দেখে দিত কিন্তু লীয়ারি আমাকে উদ্বিগ্ন হওয়া বা আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বারণ করেছিল। এতেই যথেষ্ট রক্ষাকবচ ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগা-যোগের সমস্যা আমাকে একটু উদ্বিগ্ন করেছিল যতক্ষণ না তাদের কায়দা আয়ত্ত করি। ধরা যাতে না পড়ি তার জন্য ব্যুরো বিবিধ সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বন করত কিন্তু তাদের প্রণালী খুব সূক্ষ্মভাবে গড়া, আবার তাকে প্রায়ই বদলানো হ'ত যাতে ঠকানো যেতে পারে। আর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে কিনা জানবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা করে দেখা হ'ত।

আমি প্রথম প্রথম যে সব রিপোর্ট দিতুম, সেগুলি দীর্ঘ, মতামতে পূর্ণ, অনুমাননির্ভর ও অস্পষ্ট। হ্যাল ঠিক নিয়মটা বলে দিলে। সে বললে, "আমরা মাত্র তথ্য চাই, তথ্য থেকে মীমাংসার প্রয়োজন নেই। এ রহস্যের এত বিভিন্ন প্রকাশ আছে যে সেগুলি থেকে একজন লোকের পক্ষে কোন মীমাংসা করা অসম্ভব। আমরা সব মূর্ত্তির সামঞ্জস্য করব। তুমি শুধু তথ্যগুলি দিয়ে যাবে, কোনটা বাদ না দিয়ে।

এই সব রিপোর্টের অংশ হিসাবে আমি প্রচুর নথিপত্র রাখতুম। তার সঙ্গে থাকত আমার হাতে আসা ছাপানো প্রচারপত্রগুলি। এক গরমের দিনে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে দেখি বসবার ঘর অসহ্য গরম আর ধোঁয়ার মৃদু গন্ধে ভরা। আগুন লেগেছে ভেবে চার দিকে ঘুরে দেখতে লাগলুম। ইভাকে ডেকে সাড়া পেলুম না। সে বাড়ী নেই। পাগলের মত সমস্ত জায়গা দেখেও আগুনের চিহ্ন পেলুম না।

শেষে বসবার ঘরের মাঝখানে ছোট কাঠের স্টোভটা নজরে পড়ল। তার ইস্পাতের পেটটায় হাত দিয়ে দেখলুম তখনও গরম। আমি সাঁড়াশী দিয়ে চাকনিটা খুলে ভিতরে স্তরে স্তরে পোড়া

কাগজের ছাই দেখতে পেলুম। আমি আমার ডেস্ক পরীক্ষা করে দেখি আমার নথীপত্রের বেশীর ভাগই নাই।

ইভা বাড়ী ফিরলে আমি এর কৈফিয়ৎ চাইলুম। সে বেশ সাদা গলায় বললে, "আমি পুড়িয়ে দিয়েছি।" আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "কেন? ও গুলি আমার দরকার।"

"হার্ব এ জঞ্জাল আমি বাড়ীতে রাখব না। যদি তুমি এ সব ব্যাপার চালাতে চাও, চালাও, কিন্তু এ সব রাবিশ বাড়ীতে আনার কি দরকার বুঝি না। মা এ সব দেখেছেন, আমরা সব আলোচনা করেছি। মা'ত তোমার জন্য ভেবে আকুল। আমি তাঁকে কি বলব? তুমি যে কি কর আমি জানি না আর যেটুকু জানি, তাকে তামাসা বলা চলে না।"

বাস্তবিকই ইভা তার মাকে বা বন্ধুদের কিই বা বলবে? আমিই বা ইভাকে কি বলতে পারি। আমি হ্যালের সঙ্গে এ সমস্যার আলোচনা করতে গেলুম। সে কাগজ পোড়ানোর কথা শুনে হেসেই অস্থির কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে ব্যাপারটা মোটেই হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়।

আমি বলি, "তাকে কিছু একটা বলতে হবে। সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছে এবং একটু ভয় পেলেও আশ্চর্য্য হ'ব না। তাছাড়া আমাকে কমরেডদের কাছেও অপ্রস্তুত হতে হচ্ছে। তারা জানতে চায় ইভা কেন আমার কাজে যোগ দেয় না। ব্যাপারটা তারা মোটেই পছন্দ করে না।"

হ্যাল একটু ভাবতে লাগল। পরে বললে, "এ কথাটা একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াচ্ছে বটে। আমি আশা করেছিলুম যে ওকে কোন কথা বলার প্রয়োজন হবে না, অন্ততঃ যতদিন না বলে পারা যায় তাই আমি

চেয়েছিলুম। আচ্ছা. এ সব শুনে ওর মনোভাব কি রকম হবে বলে তোমার অনুমান?"

"ইভা? ও ঠিক বুঝবে। তাতে কোন গোলযোগ হবে না।"

"তা হ'লে তুমি বরং বুঝিয়েই ব'ল। তুমি সাধারণ ভাবে ব'ল যে তুমি গভর্ণমেণ্টের হয়েই কাজ করছ কেন আর কি ভাবে। তবে তোমার শাশুরী বা অন্য কাউকে এর মধ্যে এন না আর তোমার স্ত্রীকেও তোমার দোহাই দিয়েই বলতে ভুল না যে তিনি যেন এ বিষয়ে কারুকে কিছু না ব'লেন।"

আমি শঙ্কিত ভাবে অপেক্ষা করছিলাম উপযুক্ত অবসরের জন্য। স্বভাবতই এরকম দীর্ঘ কর্ম্মসূচীর উপর ইভার কিরকম মনোভাব হবে. সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে পারিনি। আমার যে একটী বাড়তি পেশা আছে ইভা তা কিছুই জানত না। সে বাইরের কাজের থেকে ঘরের কাজেই বেশী লিপ্ত থাকত। সে জানত না. আমি আমায় দুরকম বা তিনরকম জীবনে এতদূর অগ্রসর হয়েছি। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রের কাজকর্ম্ম সারা হলে, নিরালায় কথাটী পাড়লুম।

"ইভা, তুমি হয়ত অবাক হয়ে ভাবছিলে যে আমি এই সব প্রতিষ্ঠানে, লীগে. কি করছি। আমি তোমাকে বলেছি আমি কমিউনিস্ট ও কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছি. যে ভাবে সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।"

ইভা আমার দিকে মনমরা ভাবে চেয়ে রইল। এ সব আলোচনায় যেন তার অনিচ্ছা।

"আমি এসব কাজ করছি যেহেতু গভর্ণমেণ্ট তাই চায়। আমি একটী সরকারী প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে কাজ করছি, তাদের

খবর দিই, তাদের রিপোর্ট দিই। যে সব কাগজপত্র তুমি সেদিন পুড়িয়ে দিয়েছ…"

"প্রতিষ্ঠান, হার্ব? এফ. বি. আই?"

"ঠিক তা নয়। আমি নিজের দলেই আছি। এটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, কিন্তু এইভাবেই আমি ভাল কাজ করতে পারছি।"

ইভা কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বললে, "ও, সে কথা আলাদা। এখন বুঝছি। আর আমি এ জিনিষটা বুঝতে পেরে এত খুসী হয়েছি। আমাকে আগে বলনি কেন?"

"ইভা, আমি বলতে পারতুম না। আমি কথা দিয়েছিলুম যে বলব না।"

"কিন্তু এ কি এতই গোপন যে তোমার পরিবারও জানবে না?"

"যত কম লোক জানে ততই ধরা পড়ার ভয় কম।"

"হার্ব, কাজটা কি খুব বিপজ্জনক?"

আমি হেসে বললুম, "আমি বিপদের জন্য শঙ্কিত নই। আমি সাবধানে থাকতে জানি। কিন্তু কথাটা গোপন রাখার জন্য যথেষ্ট সাবধানে থাকতে হবে।"

"কেন? কি করে?"

"না জেনে আমায় ধরিয়ে দেওয়া খুব সহজ। আমাদের ঘরে এবং আফিসে আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে যেমনভাবে চলছি তেমনি ভাবে চলতে হবে। যখন আমার অন্য বন্ধুরা—তুমি জান কে তারা—আসবে তখন তুমি আমাকে কমিউনিস্টদের মত বলতে ও কাজ করতে দেখবে। প্রকাশ করলেই শুধু বিপদ আসতে পারে। তুমি কারুকে এসব কথা বলতে পাবে না, এমন কি তোমার মাকেও নয়। শুধু তুমি

আর আমি জানব। যদি সময়ে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে হোক্ কিন্তু ঘটনাগুলি যে দিকে যায় যেতে দিতে হবে।"

বোস্টনের সহরতলী ওয়েকফিল্ডে যাবার সময় হয়ে এল। সেখানে উঠে গেলে আমি আশা করেছিলুম যে এই ব্যাপার থেকে পরিত্রাণ পাব। কিন্তু আমি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নেতাদের ঠিক বুঝতে পারিনি।

উঠে যাবার সময় ম্যাগাজিন ষ্ট্রীটের লীগের সদর দপ্তরে লকেদের ফ্ল্যাটে একটী বিশেষ মিটিংএ আমাকে ডাকা হ'ল। ল্যারি এবং টোনি লক, অ্যালিস গর্ডন এবং ডটি ফ্লাই শম্যান নামে একজন লীগের কর্ম্মী সেই সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল আমার জন্য একটি উপদেশাবলী তৈরী করা।

প্রাদেশিক লীগের প্রধান অ্যালিস গর্ডন বললে, "আমরা তোমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দেব। ওয়েকফীল্ড জায়গাটা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ কিন্তু সেখানে দলের ভিৎ গড়ে তোলা দরকার। আমরা চাই তুমি যত শীঘ্র সম্ভব নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর। লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে, স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে।"

আমি শুনলুম যে আমার লক্ষ্য হবে ওয়েকফিল্ডে একটা মুমূর্ষু কমিউনিস্ট সেলকে পুনরুজ্জীবিত করা, যেটি হবে দলের আসল কেন্দ্র। নূতন সহরতলীতে পার্টির সদস্যদের নূতন ক'রে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। আমি স্তম্ভিত হলুম। আমি পার্টির মেম্বারই নয়। মাত্র এর যুব শাখায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে একজন নবাগত মাত্র। কিন্তু এতে বুঝলাম আমার ধুলো ঘাঁটার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এবং হ্যাল লীয়ারী ঠিকই বলেছিল। সত্যিই, পার্টি আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চায়। সে কি করে জানলে? আমি লকেদের বসবার ঘরে চারটি মুখ ভাল করে দেখলুম। মুখে কোন ভাব নেই।

আমাকে দুটী নাম দেওয়া হল যারা আমাকে ওয়েকফিল্ড সেল গঠন করার জন্য সাহায্য করবে। একজনের নাম কমরেড ফ্রাঙ্ক কলিয়ার এবং অপর জনের নাম গাস জনসন। আমাকে হুকুম দেওয়া হ'ল, সুযোগ পেলেই আমার নিজের বাড়ীতে ওয়েকফিল্ড কমিউনিস্টদের একটা সভা ডাকতে। বোঝা গেল যে আমি প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, এখন আমাকে নূতন এবং অপেক্ষাকৃত গুরু কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমি নিজে মেম্বার হওয়ার আগেই পার্টির সেলকে পুনর্গঠন করার ভার দেওয়া হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "রাজনীতিতে কোন দলে যোগ দেব ?"

আমার পরামর্শদাতারা বললে, তারা সে কথা ভাবছে। আমার পরিবারের লোকেরা রিপাব্লিকান দলের ছিল। ওয়েকফিল্ড জেলা রিপাব্লিক দল দ্বারা চালিত। সেখানে ডেমোক্রাটদের কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

"তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে রিপাব্লিকান বলে নাম লেখান। তুমি যা বলবে সেটা রিপাব্লিকান হয়ে বললে দাম বেশী হবে।"

আমি আমার ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্পর্কীয় ক্রিয়া কলাপের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। ভয় হচ্ছিল, তারা ও থেকে তফাৎ থাকতে আমাকে বলবে।

অ্যালিস গর্ডন কিন্তু বললে, "ধর্ম্মসম্প্রদায়ে তুমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জনসাধারণ যেখানেই থাকুক তার থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন কো'র না। যে ভাল কমিউনিস্ট সে সাধারণ লোকের নেতা। তুমি যদি কারখানার শ্রমিক হতে, তা হ'লে তোমাকে শ্রমিক সংঘ বা শ্রমিকদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে হ'ত। তোমার অতীতে কিন্তু অনেকগুলি ধর্ম্মোৎসাহী লোকের সঙ্গে সংস্রব রয়েছে।

কমিউনিস্ট হিসাবে তোমার কখনই তাদের থেকে তফাতে থাকলে চলবে না। অপর পক্ষে তাদের সঙ্গে বন্ধন তোমাকে নিবিড়তর করতে হবে।”

“আর কিছু?”

“না, আমাদের খবরাখবর দেবে। তুমি কি ভাবে চলছ আমাদের জানাবে। যখন তুমি একটি পুরা অধিবেশন আহ্বান করবে তখন জেলা আফিস থেকে একজন বিশেষ বক্তা পাঠিয়ে দেব।”

অতএব ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনে কোন কাজ হ'ল না। আমি ওয়েকফিল্ডে সপরিবারে উঠে এলুম, কিন্তু মিথ্যা পরিচয়ে এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কিন্তু হ্যাল লীয়ারি এবং এফ্. বি. আই খুসী হ'ল। আমার কাছে শুনে হ্যাল বলে উঠল, ‘গাস জনসন!” তারপর নীচু সুরে শিস দিতে লাগল।

ফিলব্রিক পরিবার সম্ভ্রম যোগ্যতার সর্বথা পরিচয় দিতে লাগল। আমি কর্ম্মব্যস্ততার নমুনা স্বরূপ সকালের একখানা ট্রেন ধরতুম এবং যতদিন না নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলুম ততদিন সন্ধ্যায় নিজ পরিবারের কাছে দ্রুত ফিরে আসতুম। আমি একজন সৎ ভারিক্কী নাগরিক, নানা ব্যাপারে উৎসাহী, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী এবং গীর্জার একজন স্তম্ভ।

হেমন্তের প্রাক্কালে ইভা এবং আমি আমার বাড়ীতে ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীদের অভ্যর্থনা করতুম। বড় বাড়ীটা আনন্দে, সৌহার্দ্দে এবং ভক্তিতে ভরে যেত। কিন্তু এর আড়ালে অনেক ব্যাপার চাপা থাকত। অজ্ঞাত লোকেরা গভীর রাত্রে এই বাড়ীতে যাতায়াত করত—যেখানে স্থাপিত হয়েছে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের নূতন সদর দপ্তর।

কমিউনিস্ট পার্টির ওয়েকফিল্ড শাখার পুনরুজ্জীবন খুব কঠিন ও

কষ্টসাধ্য কাজ। ব্যুরোর জন্য ছাড়া এর মধ্যে আমার অন্তরের তাগিদ ছিল না। ওয়েকফিল্ডবাসীর রিপাবলিকানপন্থী মনোভাব কমিউনিস্ট কার্য্যকলাপের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। তাছাড়া সে সময়কার কমিউনিস্ট ফ্রন্টের শান্ত দিনগুলিতে যখন ব্রাউডারবাদ যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য নেতৃত্ব করছিল, তখন এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে উত্তেজনার উপকরণরূপে ব্যবহার করা চলে। একবার সংগঠিত হবার পর, কমিউনিস্ট সেলের করবার মত কিছু ছিল না।

আমরা নতুন বাড়ীতে স্থির হয়ে বসতে না বসতে কমরেড জনসন ও কোলিয়ার এসে দেখা করলে। তারা বোস্টন জেলা আফিস থেকে নির্দ্দেশ পেয়েছিল। আমি অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলুম, পার্টি তাদের দুজনকে কেন সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছে। ব্যক্তিত্বে ও বাইরের চেহারায় তা'রা ছিলো পরস্পরের সম্পূর্ণ উল্টো।

গাস জনসন, যার নাম লীয়ারীর বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, ছিল একজন বিপুলাকার ঢিলেঢালা সুইডেনবাসী। তার উচ্চারণ স্বভাবত জড়ানো, তার উপর তার পেটে সর্ব্বদাই প্রচুর সস্তা হুইস্কি থাকাতে তার কথা আরও খাপছাড়া শোনাত। সে সময়ে সময়ে খুব অমায়িক ব্যবহার করত, তবে বুদ্ধির প্রাচুর্য্য ছিল না। সে পুরানো ফ্যাসানের গোঁড়া বলশেভিক।

গাসের পেশা সাধারণ মজুরী। কিন্তু যে কাজই সে করুক না কেন সেটা শুধু কমিউনিজ্‌ম্ করার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কমিউনিজ্‌ম্ তার উৎকট নেশার মত ছিল। সে যে কোন কাজ করবার জন্য প্রস্তুত থাকত, বিশেষত আন্দোলন সম্পর্কীয় দলের কাজ, যাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা।

আমি তার পারিবারিক জীবনের কথা কিছুই জানতাম না। কেবল

শুনেছিলুম যে তার স্ত্রীর সঙ্গে আদায় কাঁচকলার সম্বন্ধ। বোস্টনের পার্টির আভ্যন্তরিক নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জ্যাক গ্রীন আমায় সাবধান করে দিয়েছিল, "গাস জনসনের স্ত্রীকে সাবধান, সে বিশ্বাসঘাতক ও অপরপক্ষের পা-চাটা"।

কোলিয়ার পড়ুয়া গোছের, রোগা, গোমড়ামুখো ও অসুস্থ। সে কচিৎ মদ খেতো কিন্তু সিগারেট চলত অবিরাম, তার গম্ভীর মুখ সর্বদা ছাইয়ের মত বিবর্ণ। ফ্রাঙ্কের সাহিত্যে সত্যকার রসবোধ ছিল এবং তার বেশ বড় লাইব্রেরী ছিল যাতে মার্ক্সবাদের প্রায় সম্পূর্ণ সংগ্রহ পাওয়া যেত। তার চক্ষু উজ্জ্বল ও সন্দিগ্ধ। পুঁজিবাদের উপর ঘৃণায় তাদের মধ্য দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ বর্ষণ হ'ত।

ওয়েকফিল্ডে পার্টির আন্দোলন ভাল করে চালানো সম্বন্ধে তাদের খুব বেশী আশা ছিল না, কিন্তু তবু তারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আমার মনে হল যে তারা গোপনতার উপর অকারণে একটু বেশী জোর দিত।

আমি বাইরে খোঁজ-খবর নিয়ে তার কারণটা আবিষ্কার করলুম। দুবছর আগে ওয়েকফিল্ডে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক দারুণ গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রেরণা এসেছিল মিসেস জনসনের কাছ থেকে। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে। গাস কমিউনিজ্‌মের যতখানি পক্ষে তার স্ত্রী কমিউনিজ্‌মের ঠিক ততখানি বিপক্ষে। ঘরোয়া ঝগড়া করতে করতে মিসেস জনসন তার স্বামীকে নোটিশ দিয়েছিল যে সে যদি পার্টি না ছাড়ে ত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। গাস অবশ্য তার কি উত্তর দিয়েছিল, তা অনুমান করা কঠিন নয়, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোকটির ক্ষমতার যথেষ্ট দাম দেয়নি তাতে আর সন্দেহ নেই।

স্ত্রীলোকটি সটান থানায় গিয়ে তাদের কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ করে দেয়। আর ওয়েকফিল্ডের হোমরা চোমরা সভ্যদের নাম বলে দেয়।

তার মধ্যে দুজন স্কুলের শিক্ষক, দুজন পাদ্রী। আমেরিকান লিজিয়ন এই নিয়ে খুব হৈচৈ করে। মিসেস জনসন যাদের নাম করেছিল তাদের বাড়ীর সামনে মশাল জ্বেলে কুচকাওয়াজ করা হয়েছিল। অপমান করা ও ভয় দেখানো হয়েছিল। কেউ কেউ শহর ছেড়ে পালাতেও বাধ্য হয়েছিল। পার্টির সেলটি ভেঙ্গে গেল। ওয়েকফিল্ডে যারা ছিল তাদের মলডেন শাখার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু দুটি জায়গার ব্যবধান খুব বেশী বলে সুবিধা হয় নি। পার্টির অধিবেশন, ক্রিয়াকর্ম্ম ও চাঁদা তোলা ওয়েকফিল্ডে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

যে জায়গাটার পশ্চাতের ইতিহাস এত অশুভ, সেখানেই কোলিয়ার জনসন ও আমি পার্টিসেল পুনরুদ্ধারের কাজে লাগলুম। আমাদের কাছে ওয়েকফিল্ডের চৌদ্দ জন লোকের নাম ছিল, যাদের তখনও কমিউনিস্টদের খাতায় নাম ছিল। ফ্রাঙ্ক ও গাস তাদের বেশীর ভাগকেই চিনত এবং তারাই তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমাকে একটু আড়ালে থাকতে বলা হ'ল যাতে পাড়া-প্রতিবেশীদের সন্দেহের উদ্রেক না হয়।

প্রথম অধিবেশন কিন্তু আমার বাড়ীতেই ডাকা হ'ল। সভ্যদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ সাংগঠনিক আলোচনাই ছিল এই প্রথম অধিবেশনটির কর্ম্মসূচী। জনসন বক্তৃতা দেবে আর খেলাপী সভ্যদের কাছ থেকে বকেয়া চাঁদা আদায় করা হবে। সভা আটটার সময় ডাকা হোল। জনসন ও কোলিয়ার ব্যাপারটাকে যতদূর গোপন রাখা যায় তার চেষ্টা করলে।

অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে সদর দরজায় একটি কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর একটি ছায়া নিঃশব্দে বসবার ঘরের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে আর একজন এল, তারপর আর একজন। এক আধ জন খিড়কির দরজায়ও এল।

একসঙ্গে একজনের বেশী এল না। আমার বাড়ীর সামনে কোন মোটর থামল না। যদিও কেউ মোটরে এসে থাকে ত সে সেটা বেশ সাবধানে দূরে রেখে এসেছিল। গাস তার অভ্যস্ত সাইকেলে এল। আটটার সময় বসবার ঘরে জন-বারো লোক জুটল। কথাবার্ত্তা নেই বললেই চলে। তাদের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক লোক ছিল, কিন্তু তারা আসবার সময় স্বতন্ত্র ভাবে এসেছিল, এখন এক সঙ্গে বসল। ওয়েকফিল্ডের সব জায়গা থেকে তারা এসেছিল, কেউ জঘন্যতম বস্তী থেকে—ওয়েকফিল্ডেও বস্তী ছিল—আবার কেউবা ধবধবে প্রাসাদ তুল্য বাড়ী থেকে।

সভা কতকটা খাপছাড়া ভাবে হ'ল ; প্রধানতঃ বক্তৃতা (গাস তার জড়ানো উচ্চারণ ও পার্টি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসকে খুব আয়ত্তে রেখেছিল) চাঁদা তোলা আর ভবিষ্যৎ অধিবেশনের বন্দোবস্ত—এ'কয়টির উপরই সীমাবদ্ধ রইলো। পরবর্ত্তী বৈঠকে সকলেই আসবে বলে আশ্বাস দিলে। ইভা সর্ব্বক্ষণ একটা বড় চেয়ারে বসে একটা দড়ি নিয়ে আঙ্গুলে জড়াতে ও খুলতে লাগল। সভা যখন ভাঙ্গল নিষ্ক্রমণটাও প্রবেশের মতই ঘটল। একে একে কয়েক মিনিট তফাতে তফাতে তারা দরজা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পাড়ি দিলে, দ্রুতপদে দেওয়ালের ছায়ায় ছায়ায়। দরজার কাছে একজন আমাকে বললে, "ওয়েকফিল্ডে সাবধান হয়ে থাকতে হয়, চতুর্দ্দিকে পুলিসের চর !"

যে সকল সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল তাতে সেলের আশ্রয়স্থল সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হবার উপায় রইলো না। আমি নিজেও খুব সাবধান হলুম। সভার পরে, একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে অর্দ্ধ-সমাপ্ত চিলেকোঠায় উঠে গোল কড়িকাঠের উপর দিয়ে ঘরের এককোণে একটা বড় সেডার কাঠের আলমারীর মত ঘেরা জায়গায় গেলুম।

তারপর একটা লুকানো খিল খুলে সমস্ত আলমারীটাকে ভারী কব্জার উপর ঘুরিয়ে নিলুম। তাতে দেওয়ালে যে ফাঁক দেখা দেল তাই দিয়ে এফ্. বি. আই-এর কাজ করার আফিসে পৌঁছলুম। এখানে একটি ছোট ঘরে, যার জানলা বড় এলম গাছ দিয়ে ঢাকা, টাইপরাইটার, ডিক্টেটিং মেসিন আর ফটো তোলার সরঞ্জাম দিয়ে ভর্ত্তি ছিল। সেইখানে বসে ব্যুরোতে আমি রিপোর্ট করতুম।

এই ছোট চৌকো ঘরটি আমার একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট মিটিংএর পর এই ঘরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে বন্দী থাকতে হ'ত।

পরে কয়েক মাস ধ'রে খুব কাজের চাপ পড়ল। নিয়মিত পার্টির ওয়েকফিল্ড সেলের কাজ ছাড়া আমায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সেলের সঙ্গেও যোগ রাখতে বলা হ'ল। সংগঠনের সিঁড়িতে আমি খুব দ্রুত উঠতে লাগলুম। কেম্ব্রিজ কেন্দ্র থেকে বোস্টন জেলায়, তারপর লীগের প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে।

পার্টিতে আমাকে সর্ব্বদা ব্যাপ্টিষ্ট তরুণদের নেতা বলে প্রচার করা হ'ত। কমরেডরা কেন আমার গীর্জ্জা-সংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামাত তা এইবার বোঝা গেল! আমি ব্যাপটিস্ট তরুণ নেতা হিসাবে ফ্রন্ট সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকতুম, বিশেষ করে ইয়ুথ ফর ভিক্টরি কাউন্সিলের উপর প্রতিপত্তি লাভ করার জন্য। হ্যারি ব্রাউনিং-এর সঙ্গে এবং এম এণ্ড পি থিয়েটার্সে চাকরী করার জন্য যে সব পেশাদারী সংস্রব আমার ছিল সেগুলি পার্টির খুব কাজে লেগে গেল। তারা বেশীর ভাগ সিনেমায় প্রচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী, বিজ্ঞাপন সম্পর্কীয় লোক, খবরের কাগজের লেখক বা সম্পাদক আর রেডিওর কর্ত্তারা। মিঃ ব্রাউনিংএর আফিস নিউ ইংলণ্ডের আমোদ প্রমোদ শিল্পের যুদ্ধ

সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপের কমিটির সদর দফ্তর হয়ে উঠল, যার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দেশভক্তির আন্দোলনকে উৎসাহ দেওয়া। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টিও এই সময় যুদ্ধ জয়ের কাজে উৎসর্গীকৃত ছিল সে-হেতু আমার অবস্থা খুব সুবিধাজনক হয়ে গেল, পার্টির পক্ষেও বটে আর এফ. বি আই-এর পক্ষেও বটে।

আমাদের মিটিংএ বেশীর ভাগই বিশেষ বিশেষ সদস্যদের বিগত দুই সপ্তাহের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট পড়া হ'ত আর নূতন কার্য্যক্রম নির্দ্দিষ্ট হত। পরিকল্পনাগুলির আলোচনার সময়, আত্মনিন্দার যথেষ্ট সুযোগ থাকত। প্রত্যেক সভ্য নিজের নিজের দোষত্রুটির জন্য নিজেকে নিন্দা করত অথবা নেতাদের দ্বারা ভীষণভাবে তিরস্কৃত হত। আমি শীঘ্রই শিখে ফেললুম যে নেতাদের তিরস্কারের চেয়ে নিজের দোষ স্বীকার করা ভাল। কখনও কখনও কোন কোন কাজ আমি সমাধা করতুম না, কেননা, হয় প্রবৃত্তি হ'ত না কিম্বা আমার প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপজ্জনক বলে। কিন্তু যখনই তা হ'ত—আমি তার চেয়ে সহজ কাজ যতখানি সম্ভব চমকপ্রদভাবে করে কোনও রকমে কৈফিয়ৎ দিতুম। তবে সমাজে আমার প্রতিপত্তির জন্য সেলের মধ্যে আমার খুব বেশী সমালোচনা হ'ত না।

ওয়েকফিল্ডে আমি প্রথম বৎসর এত ব্যস্ত ছিলুম যে গার্হস্থ্য জীবন ভোগ করার সময়ই হ'ত না, বিশেষ করে আমার তৃতীয় কন্যা ডেল, যে আমাদের উঠে আসার দুমাস পরেই জন্মেছিল, তার সঙ্গে মোটে পরিচয় করাই হয়ে ওঠেনি। এম. এণ্ড পি. থিয়েটার্সের কাজ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে আমার দায়িত্বও। হ্যারি ব্রাউনিং আমার কার্য্যভার লাঘব করার জন্য আমাকে একজন সেক্রেটারী দেন এবং শেষে আমার সহকারীদের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে পাকাপাকিভাবে

ছয়জনে পরিণত হ'ল। তাছাড়া দশজন আমাকে আংশিকভাবে সাহায্য করতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমে কমিউনিস্টরা আমাকে যে সব কাজের ভার দিত সে আমার বিজ্ঞাপন ও প্রচার কাজের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যেত।

তাহলেও এত কাজ পড়ত যে আমি পেরে উঠতুম না। আমি পার্টির কাজে বোস্টনে রাত করে ফেলতুম তারপর দুধের ট্রেনে ওয়েক্‌ফিল্ডে আসতুম, তারপর এফ. বি. আইর রিপোর্ট তৈরী করে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়ে নিতে না নিতে আবার আমাকে জাগিয়ে দেওয়া হ'ত আর একটি কর্ম্মব্যস্ত দিবসের মধ্যে। শরীরের ওপর এই অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে ইদানীং সর্দ্দিকাশি এবং এটা-ওটা অসুখ লেগেই থাকছিল! ইভা প্রায়ই গোলমাল করে আমাকে বাড়ীতে আটকে রাখত। সে নালিশ করত যে আমি আমার যা করার তার চেয়ে বেশী কাজ করছি, তাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, আর আমার ঘর ও পরিবারকে অবহেলা করা হচ্ছে। সে আমাকে এসব কাজ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে লাগল।

তার সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল, কেননা সে ঠিকই বলত। আমি খুব বেশী কাজ করার চেষ্টা করতুম, যদিও যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী করতুম না। ইভার সঙ্গে তর্ক না করে হ্যাল লীয়ারীর সঙ্গে কথাটা আলোচনা করলুম। সে সর্ব্বদাই সহানুভূতিসম্পন্ন। হ্যাল কয়েকবার ওয়েকফিল্ডে এল, প্রথমে ইভার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে তারপর আমাদের দুজনের সঙ্গে একত্রে আলোচনা করার জন্য, যদিও কাজটা তার পক্ষে বিপজ্জনক এবং একবার তাকে সত্যিই ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল।

তার প্রথম আগমনে সে ইভার কাছে নিজেকে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেসানের একজন এজেন্ট বলে পরিচয় দিয়েছিল। ইভা এ রকম লোক এই প্রথম দেখল। আমি ছাড়া হ্যালই একমাত্র লোক যার সঙ্গে সে আমার গোপন কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল।

হ্যাল তাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি যে কাজ করছি সেটা ব্যুরোর পক্ষে ও দেশের পক্ষে কত দরকারী। সে ইভাকে কথা দিলো, আমার গার্হস্থ্য জীবনের উপর এই চাপ যতখানি সম্ভব হাল্কা করে দেবে। সে তার টেলিফোন নম্বর দিয়ে তাকে বলে দিলে যে কোন সময়ে বিশেষ অসুবিধা বোধ করলে যেন সরাসরি তাকে ফোন করে। সে ইভাকে অনুরোধ করলে ব্যুরোর কাজে যতখানি সম্ভব আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে, যাতে কাজটা সফল হয়।

হ্যাল তাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের দলে টেনে নিলে। এর পর থেকে আমার বাড়ীতে যে সকল মিটিং হত তাতে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বেশী করে যোগ দিতে লাগল আর আমি চাঁদা দিয়ে তাকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগে ভর্ত্তি করে দিলুম।

পরে একদিন লীয়ারী আমাদের বাড়ী এল দেখবার জন্য যে আমাদের গার্হস্থ্য জীবন কি ভাবে চলছে। মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, আমরা তিনজনে বসবার ঘরে লক্ষ্যহীন ভাবে আলাপ আলোচনা করছিলুম। এমন সময় সদর দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল। আমি হ্যালের দিকে চাইলুম, ইভা লাফিয়ে উঠে পড়ল। দরজা খুলে দেখি কমরেড কলিয়ার ও জনসন। দরজায় দাঁড়িয়ে যতখানি সম্ভব তাদের ঢোকবার বাধার সৃষ্টি করে আমি খুব কলরব করে তাদের অভ্যর্থনা করলুম।

আমি খুব চীৎকার করে বলতে লাগলুম "হ্যালো ফ্রাঙ্ক, হ্যালো গাস। কেমন আছ? এস, এস' আমি ঢোকবার চলনের মধ্যেও খুব বকতে লাগলুম, আবহাওয়ার কথা পাড়লুম, গাসকে জিজ্ঞাসা করলুম যে সে বাইক এনেছে কি না। তাদের হ্যাট্ কোট নিলুম, তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, "কি মনে করে"।

কলিয়ার বললে, "ভাবলুম যে একবার দেখা করে যাই।"

যখন আর তাদের দেরী করানো সম্ভব নয় তখন কম্পিত বক্ষে তাদের আগে আগে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

ঘর খালি। হ্যাল যে চেয়ারে বসেছিল, তার পাশের চেয়ারে তার টুপিটা ছিল, সেটাও নেই। ইভা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তার রান্না করার বহির্বাসে হাত পুঁছতে পুঁছতে। আমি তার দিকে উদ্বিগ্ন ভাবে চাইলুম, সে যে চাহনিতে তার জবাব দিলে তাতে বুঝলুম যে হ্যাল নিরাপদে প্রস্থান করেছে। ইভা ফ্রাঙ্ক ও গাসকে বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত করলে। ওরা কিন্তু কিছু গম্ভীর ও কৌতূহলহীন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে উঠলুম, "বাবা! এই আমরা বাচ্চাগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে বাসনকোসন পরিষ্কার করছিলুম। সংসার করা কি কঠিন।"

আমরা তারপর পার্টির কথা আলোচনা স্থরু করলুম, বিশেষ করে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ভেঙ্গে দেওয়ার প্রসঙ্গ, যেটা তখন খুব বেশী বিবেচনা করা হচ্ছিল।

অন্য যে কোনও নিষ্করুণ সার্বিকতাবাদী আন্দোলনের মত কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও যুব সংঘই দিল স্পর্শমণি। বিশেষ ক'রে যুক্ত-রাষ্ট্রে একুশ বৎসর ধরে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগই ছিল কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রস্তুতির বিদ্যালয় ও কর্ম্মের ক্ষেত্র। কিন্তু ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও হেমন্তে পার্টি একটা আকস্মিক নীতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল অর্থাৎ ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগ তুলে দেওয়া এবং তার স্থানে একটি "নূতন সম্মিলিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুব প্রতিষ্ঠানের" সৃষ্টি করা।

যুদ্ধই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ সময় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্যই ছিল নিজেদের যতখানি সম্ভব আমেরিকায় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মিশে যাওয়া এবং যুদ্ধ জিততে সাহায্য করা। অন্ততঃ এই তাদের প্রকাশ্য

প্রতিজ্ঞা ছিল, যদিও পার্টি ভেতরে ভেতরে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিল।

ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগ ভেঙ্গে দেওয়া ছিল লোককে খুশী করার একটা চাল। এর লক্ষ্য ছিল "কমিউনিস্ট" নামটা বর্জ্জন করা, যাতে আমেরিকায় যুবক যুবতীদের আরও একটা বড় অংশ এর কবলগত হতে পারে। লোক বোঝানোর জন্যই ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "কমিউনিস্ট" পত্রিকায় লীগের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্স ভাইসের একটা লেখা বেরুল। তাতে বলা হ'ল যে লীগ নিজেদের ভেঙ্গে দিয়ে অকমিউনিস্ট যুব সংঘগুলির সঙ্গে মিশে ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে পৃথিবী জোড়া সংগ্রামে যোগ দেবে এবং তাতে "নূতন সম্মিলিত ফ্যাসিষ্ট বিরোধী যুব প্রতিষ্ঠান" গড়তে সাহায্য করা হবে। ভাইস "সাহায্য" কথাটীর উপর খুব জোর দিয়েছিল।

এই বিষয়টা লীগ মিটিংএ সর্ব্বত্র আলোচিত হচ্ছিল। পার্টির সংগঠন পরিবর্ত্তনের অন্য বিষয়ের মত এতেও সদস্যদের আগে থাকতেই গড়ে পিঠে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রত্যেকেই অন্ততঃ সাধারণভাবে জানতে পারে যে একজন সত্যকার কমিউনিস্ট কোন মত পোষণ করবে। অথচ গণতান্ত্রিক খোলসটা রয়ে যাবে। একবার ভাইসের প্রবন্ধের মত কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া গেলে প্রত্যেক সদস্যেরই সেই পথে চলে ঐ নীতি কার্য্যকরী করার "স্বাধীনতা" ছিল।

১৯৪৩এর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ম্যাসাচ্যুসেট্‌স্‌ ইয়ং কমিউ-নিস্ট লীগের প্রাদেশিক শাখার সভাপতি অ্যালিস গর্ডন গুরুতর বিষয় আলোচনার জন্য আমাকে ডেকে পাঠালে। আমরা ঠিক করলুম যে আমার আফিসের কাছে স্কোলে স্কোয়ারে ওয়ালডর্ফ রেস্তরাঁয় একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। দুই দিন বাদে নিউইয়র্কে যে জাতীয় মহাসম্মেলনে ইয়ং

কমিউনিস্ট লীগ আত্মবিলোপ করবে, তাতে বোস্টনের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করবার কথা অ্যালিসের। সে এর আগেই আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে যে ম্যাসাচ্যুসেট্‌সে নূতন সংঘকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাকে কিছু কাজ করতে হবে।

কিন্তু যে প্রস্তাব এল তার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না।

অ্যালিস খেতে খেতে বললে, "আমরা চাই তুমি নিউইয়র্ক মহা-সম্মেলনে যাও। যখন নূতন সংঘের প্রতিষ্ঠান হবে তখন তোমাকে একটা বিশেষ গুরুতর ভার দেওয়া হবে।"

"সেটা কি ?"

"তোমাকে প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ করা হবে।" আমি আমার বিস্ময় ও আনন্দ চাপতে পারলুম না। নূতন সংঘ যখন ম্যাসাচ্যুসেট্‌সে সৃষ্টি হবে তখন আমি তার পাঁচজন সর্বোচ্চ নেতাদের একজন হব। তবে সে যখন প্রকাশ করলে যে এই সংগঠনের যা'রা নেতৃত্ব করবে তখনও তাদের নাম স্থির হয়নি, তবে তারা কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণেই আছে, তখন আমার মনে একটা ধাক্কা লাগল কিন্তু আমি সঙ্গোপনে চেপে গেলুম।

সে বললে, "এই প্রদেশে ডন বোলেন হবে চেয়ারম্যান।" বোলেন ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের একজন মোড়ল আর ইউনাইটেড ইলেক্‌ট্রিক্যাল শ্রমিকদের সংগঠক। অতএব ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ এইভাবে নূতন বাহ্যতঃ গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়তে "সাহায্য" করবে। এখন আমি ভেতর থেকে বুঝতে পারলুম, কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিলে কি ঘটেছিল।

"তুমি নূতন দলের সংগঠন সভায় ব্যাপ্টিষ্ট হিসাবে যেও, তাতে তোমার প্রতিষ্ঠা বেশ শক্তিশালী হবে," অ্যালিস বললে যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের শেষ সভা নিউ ইয়র্কের ম্যানহাট্টান সেন্টারে শুক্রবারে হবে আর নূতন আন্দোলন শুরু হবে নিউ ইয়র্কস্থিত মক্কা-

মন্দিরে। ব্যাপ্টিষ্ট হিসাবে আমাকে নূতন দলে একটা বক্তৃতা দিতে হবে তারপর ভবিষ্যতের কথা সম্মেলনে অ্যালিস ও ডন বোলেনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আমার সুবিধা হবে কি ?

আমি দ্রুত চিন্তা করলুম, তারপর রাজী হয়ে গেলুম। হাঁ, আমার সামনে কয়েকদিন ছুটি আসছে এবং আমি নিউ ইয়র্কে কতিপয় বন্ধুর কাছে যাবার মতলব করেছি। আমি এক জ্ঞাতির কাছে থাকতে পারি।

আমি ব্যুরোর সঙ্গে কথা বললুম, তারা আমাকে নিউইয়র্কে যেতে উৎসাহ দিলে এবং সমস্ত ব্যাপারটা জানতে বললে। আমি বৃহস্পতিবার রাত্রে এক ট্রেনে চড়ে শেষ রাত্রে নিউইয়র্কে পৌছলুম।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটান সেন্টারে শুক্রবার এক বিশেষ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চল থেকে আগত পাঁচশ' প্রতিনিধি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগকে সমাধিস্থ করলে। আল ব্রাউডার একটা বক্তৃতায় জাতীয় ঐক্যের দিক দিয়ে লীগের বিলোপের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে। কেউ কোন দুঃখ প্রকাশ করলেন না, কেননা সকলেই অন্ততঃ উপরের দিকে জানত যে এটা শুধু একটা নাম বদলাবার ছল। নূতন দলের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার কোন বিঘ্ন না হয় তার জন্য আমি সম্মেলনে প্রতিনিধি না হয়ে মাত্র "পর্য্যবেক্ষক" হিসাবে যোগ দিলুম।

শনিবার ও রবিবার সেই দল ইস্রাইনের মক্কা টেম্পলের নীচের তলায় সভাগৃহে নূতন প্রতিষ্ঠান "অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফর্ ডেমোক্র্যাসির" জন্মোৎসবে নেতৃত্ব করলে। এই প্রতিষ্ঠানে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছিল প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ। গণনায় ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ডেলিগেট ছিল ১৫৬ জন আর অন্য যুব প্রতিষ্ঠানের ডেলিগেট ছিল ১৭৬ জন। এতে যে কোনও ব্যাপারেই কমিউনিস্ট প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রইলো, কারণ উপরের দিকের কতিপয় লোক অ-কমিউনিস্ট দলের প্রতিনিধি রূপে যোগ দিলেও

আসলে তলে তলে তা'রা সবাই ছিল কমিউনিস্ট। যেমন আমি, সম্মেলনে একজন ব্যাপটিস্ট যুব নেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।

নূতন আন্দোলনের উদ্দেশ্যবিবরণী "দি কমিউনিস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত ম্যাক্স ভাইসের প্রবন্ধ থেকে হুবহু তোলা, কেবল ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের উল্লেখগুলি বর্জ্জন করা। ভাইস জাতীয় কাউন্সিলের একশত জন সদস্যের অন্যতম পদ উদারভাবে অস্বীকার করলে। এতে পুরাতন কমিউনিস্ট লীগের জাতীয় প্রেসিডেণ্টের ঘরে দাঁড়ানোর সুবিধা হ'ল। নূতন যুব প্রতিষ্ঠানে দলের কর্ত্তৃত্ব করবার জন্য কোনও উদ্বেগই প্রকাশ করা হ'ল না।

বীর সৈনিক এবং ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তীকালে পার্টির একজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি রবার্ট টমসন এ ওয়াই ডির জাতীয় যুগ্ম-সভাপতি 'নির্বাচিত" হলেন। (পরে টমসন "একাদশের" বিচারে কমিউনিস্ট বিপ্লবী বলে দণ্ডিত হয়ে পলাতক হয়েছিল।) নিউইয়র্কে প্রাদেশিক ভূতপূর্ব সভাপতি কার্ল রস কর্মসচিব নিযুক্ত হ'লেন। কার্যনিবাহক সমিতির অন্যান্য আরও অনেকে আমার খুব পরিচিত। তার মধ্যে একজন হ'ল কমরেড "বব"। তাকে আমি লীগের কেণ্ডাল গ্রীণের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখি। পরে তার পরিচয় পেলুম উইলিয়াম রবার্ট ম্যাক্‌কার্থি বলে। কুইন্সি শহরে সে থাকতো। সে নূতন যুব প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ 'নিযুক্ত হ'ল বোষ্টনের একটা জাহাজ তৈরীর কারখানায় শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে।

আমেরিকান ইয়ুথ ফর্ ডেমোক্রাসি অনতিবিলম্বে জানালো, যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে হবে, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সৈনিকদের সাহায্য করতে হবে এবং বর্ণ-বৈষম্যের অবসান চাই।

সম্মেলন ভেঙ্গে গেলে আমি বোষ্টনে ফিরলুম, আমার পশ্চাদবর্ত্তী কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে, এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরও বেশী শিক্ষা লাভ করতে হবে।

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের ঘটা করে বিদায় নেওয়াটা দেখলুম সব খবরের কাগজকে ভোলাতে পারে নি। এখন লীগের পরিবর্ত্তে "অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্র্যাসি" সর্ব্বদলীয় দেশজোড়া প্রতিষ্ঠান-রূপে খাড়া হ'ল প্রাক্তন ইয়ং কমিউনিস্টদের দৃঢ় কর্তৃত্বের মধ্যে। এখন বোষ্টনের জমিতে এ ওয়াই ডির মূল কার্যক্রমের উপর আমাদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠা করার পালা এল। জাতীয় মহাসম্মেলনের এক সপ্তাহের মধ্যে অ্যালিস গর্ডন আর এক লাঞ্চে আমাকে আহ্বান করলে।

সে বললে আমাদের আগামী পর্য্যায়ের কাজকে সম্পূর্ণ সফল করার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি নিশ্চয়ই তোমাকে তা বোঝাতে হবে না।"

আমি ঘাড় নাড়লুম।

"তুমি অবশ্যই জান যে আমাদের প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানে তোমার ভূমিকা হবে অকমিউনিস্ট ব্যাপটিস্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে। আর প্রকাশ্যে নিজেকে অকমিউনিস্ট ব'লে ঘোষণা করাও তোমার পক্ষে খুব ভালো হবে। স্বভাবতই যদি তোমায় কেউ জিজ্ঞাসা করে বা তোমার বিরুদ্ধে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সদস্য বলে অভিযোগ করে, ত' প্রয়োজন হলে তোমাকে হলপ করে বলতে হবে যে তুমি কমিউনিস্ট নও এবং কখনও ছিলে না।"

আমি একটু বোকার মত হেসে বললুম, "ভেব না", কারণ এর চেয়ে সত্যি আর কিছুই ছিল না। আমি বললুম, "আমার মনিব বা আমার বিভাগের কোন উচ্চতন কর্ম্মচারী ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের সঙ্গে সংস্রব

আবিষ্কার করে ত সন্ধ্যার আগেই স্কলে স্কোয়ারে আমাকে ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসীতে লটকে দেবে।"

অ্যালিস বলে যেতে লাগল, "এই নাও আমাদের কার্য্যসূচী"। সে বললে যে অক্টোবরের শেষাশেষি একটা সংগঠক কমিটি বসাতে হবে—সেই পুরানো ব্যবস্থা। সংগঠক কমিটি প্রদেশের সর্ব্বত্র এ ওয়াই ডি'র শাখা এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবে। আমরা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংগ্রহ করার জন্য একটা জোর আন্দোলন তুলব আর ১৯৪৪ সালের গোড়ায় আমরা একটা প্রাদেশিক মহাসম্মেলন আহ্বান করে স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত করব।

অ্যালিসের সঙ্গে এই প্রাথমিক মিলনের পর আরও অনেকগুলি লাঞ্চ ও সান্ধ্য অধিবেশনে এই সব কর্ম্মসূচীর আলোচনা হ'ল। যারা এই সব মিটিং-এ এল তাদের সকলকেই আমি চিনি এবং যদিও এ ওয়াই ডি অকমিউনিস্ট যুবকদের সঙ্গে সহযোগিতার উপর জোর দিত তবুও ওদের মধ্যে একজনও অকমিউনিস্ট ছিল না। তাদের পালা পরে আসবে যদি কোনদিন আসে। এই সব অধিবেশনে এটা স্পষ্টই বোঝা যেত যে প্রতিষ্ঠানের যে স্তরে আমরা আছি তার চেয়ে উঁচু স্তরে সিদ্ধান্ত স্থির করা হচ্ছে। এবং একমাত্র উঁচু স্তর হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির নিউ ইংলণ্ডের এক নম্বর জেলা আফিস।

আমাদের প্রথম সভা হ'ল আগেকার ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের আফিসে, বোষ্টনের ট্রেমণ্ট ও বয়েলষ্টন ষ্ট্রীটের লিট্‌ল্ বিল্ডিংএ। একটা মিমিওগ্রাফ করা চিঠি ছাড়া হ'ল এ ওয়াই ডির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করে এবং বোষ্টনের তরুণ নেতৃবৃন্দকে ৭ই নভেম্বরের সংগঠনিক সভায় নিমন্ত্রণ করা হল ম্যাসাচ্যুসেট্‌স এ ওয়াই ডি স্থাপন করার জন্য।

বিভিন্ন যুব প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের নিকট চিঠিখানা পাঠিয়ে দেওয়া

হল। ন্যাট মিল্‌স ম্যাসাচুসেট্‌স ইয়ুথ কাউন্সিলের নেতাদের নামের তালিকা দিল। বেভার্লি ফ্রাঙ্কলিন ইয়ুথ ফর ভিক্টরি কাউন্সিলের সমস্ত নেতাদের নাম ধাম জোগাড় করে দিল। ফ্রান্সেস ড্যামন বোস্টন কাউন্সিল অফ সোস্যাল এজেন্সির একটা তালিকা দিলে। কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর থেকে বিদেশী নেতাদের কতগুলি বাড়তি নাম পাওয়া গেল। অক্টোবর মাসের ২৯শে তারিখের মধ্যে চিঠিগুলি লেখা ও খামে ভরে ঠিকানা লেখার কাজে খুব তাড়াহুড়া করতে হ'ল।

তারপর শেষ অধিবেশনে নভেম্বর মাসের ৭ই রবিবারের সংগঠনী সভায় কার্য্যবিবরণীর একটা খসড়া তৈরী করা হ'ল। লীগের প্রাক্তন নেতারা কোন জিনিষকে এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা রাখতে রাজী নয়। আমাদের মধ্যে যারা কাজ চালাচ্ছিল তারা সভার কার্য্যসূচী তৈরী করে ফেললে। কার্যসূচীর প্রথমটিই হল জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও পতাকা অভিবাদন করা। একটি মেয়েকে ঠিক করা হ'ল সভায় কাজ শুরু করার জন্য।

তারপর আমরা খুঁটিনাটি স্থির করার কাজে লেগে গেলুম। আমার উপর হুকুম হ'ল "ফিলব্রিক, তুমি উঠে একজন অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করবে। আর সেই পদের জন্য ডন বোলেনকে মনোনীত করবে। বোলেন, তুমি যখন নির্ব্বাচিত হবে তখন অন্য কয়েকজন অস্থায়ী অফিসার বেছে নেবে, যেমন উপসভাপতি, কর্মসচিব, ভোটগণনাকারী ইত্যাদি।

তারপর বোলেনকে একখানি ফর্দ্দ দেওয়া হ'ল, "যে সব লোককে বেছে নিতে হবে তাদের নাম এর মধ্যে আছে।"।

এভাবেই আগামী অধিবেশনের "গণতান্ত্রিক প্রণালীটা" বেশ স্পষ্ট আকার নিতে লাগল।

প্রধান বক্তা হবে, "সম্মানিত অতিথি" বব ম্যাককার্থি। তার বক্তৃতা

শেষ হ'লে বোলেন সাধারণ আলোচনা আহ্বান করবে এবং সকলের কাছ থেকে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করবে; কেবল অ্যালিস গর্ডন এর ভেতরে বোলেনকে একটা ফর্দ্দ দিয়ে দিলে—কোন্ কোন্ বক্তাদের সভাপতি দেখতে পাবেন এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করতে দেওয়া হবে। প্রত্যেক বক্তাই নিজেকে একটি অ-কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের সদস্য বা কার্য্যাধ্যক্ষ হিসাবে পরিচয় দেবে। প্রত্যেকেই পূর্ব্ব নির্দেশ মত বক্তৃতা দেবে এবং নিজেদের দেখাবে ছাত্র, মজুর সংঘের সদস্য, নিগ্রো, ইহুদী বা ক্যাথলিক হিসাবে। আমার উপর ভার পড়ল প্রোটেষ্ট্যান্ট যুব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দেওয়ার।

আমার বক্তৃতার বিষয়ও অ্যালিস আমার সঙ্গে আলোচনা করলে। সে ইঙ্গিত করলে যে বেশ ভাল হয় যদি নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি কিছু সন্দেহ প্রকাশ করি। আমি বলতে পারি যে আমি একে গোড়ায় বিশ্বাস করিনি কিন্তু আমি এর সংবিধান পরীক্ষা করেছি, এর জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছি এবং সেখানে অনেক তরুণ ডেলিগেটের সঙ্গে দেখাশোনা করেছি এবং এখন আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে এ-ওয়াই-ডি যা ব'লে নিজেকে জাহির করছে, সে সত্যিই তাই। ব্যাপটিস্ট হিসাবে প্রথমে কমিউনিস্ট সন্দেহের বীজ বপন করে তারপর তাকে উৎখাত করার ভার পড়ল আমার উপর।

আমি বললুম, "বুঝেছি। আমি প্রথমে বলব যে কাগজে এ-ওয়াই-ডিকে কমিউনিস্ট ফ্রন্ট ব'লে একটা অভিযোগ প'ড়ে, ব্যাপটিস্ট হিসাবে স্বভাবতঃই নিশ্চিত হতে চেয়েছিলুম যে এটা কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত নয়। তারপর অন্য কথা বলব।"

অ্যালিস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। আমার বক্তৃতার প্রধান বিষয় হবে বোস্টনের ইহুদী-বিদ্বেষ। এবং সেজন্যে আমাকে জাতিবৈষম্যের

কুফল দেখানোর জন্য একখানা ইহুদী-বিরোধী চিঠি পড়তে দেওয়া হ'ল।

বড় সভাটি যেমন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেইভাবে ঘটল। যে ঘরে সভা হ'ল তাতে একশ' লোকের স্থান ছিল, তার থেকে অনেক বেশী লোকে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। জন-বারো কমরেড ঘরের এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিল এবং সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক তরুণোচিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার লক্ষণ দেখা গেল। অনেকে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিল। তারা উপস্থিত থাকলেও কার্য্যাবলীতে কোন বড় অংশ গ্রহণ করলে না। তারা বেশ সতর্ক ও বিশ্বাসযোগ্য বিনয়ের পরিচয় দিলে।

সভা এমনভাবে শুরু হ'ল যেন কি করা হবে কেউ কিছু জানে না। মনে হ'তে লাগলো, সভা চালনার কোনও ব্যবস্থাই নাই। তারপর অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে ডন বোলেনের নাম করার পর সে চেয়ারে বসে তার সহকারীদের "বেছে" নিলে। সুবক্তা ম্যাককার্থি বেশ উত্তেজনাময় এক বক্তৃতা দিলে। তারপর বোলেন সকলের কাছ থেকে প্রস্তাব ও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত আহ্বান করলে। এই আহ্বানে সে একটু অনুরোধ জুড়ে দিলে যা শুনে কারুর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বোলেন একেবারে আদর্শ সভাপতি—সে বেশ হাসিমুখে বললে, 'দেখুন আপনাদের কাউকেই ত আমি জানি না, তাই যাঁরা এখানে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছুক তাঁরা দয়া ক'রে তাঁদের নাম লিখে সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিন।" প্রথম বক্তা হিসেবে তিনি আহ্বান করলেন ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের তরুণদের প্রতিনিধি ওয়েকফিল্ডের হার্বার্ট ফিলব্রিককে।'

যখন ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমি বক্তৃতা মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলুম তখন আমার স্মরণ হচ্ছিল কেম্ব্রিজ ইয়ুথ কাউন্সিল ও ম্যাসা-

চ্যুসেট্‌স্‌ ইয়ুথ কাউন্সিলের নির্বিরোধ কার্য্যাবলী। আমার দুই দল শ্রোতা ও দুটি বক্তৃতা ছিল একটি মনে মনে শ্রোতাদের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আমার কমিউনিস্ট কমরেডদের জন্য, আর একটি অসন্দিগ্ধ নবাগতদের জন্য পূর্ব্বপ্রস্তুত বক্তৃতা।

অকমিউনিস্ট ভালমানুষদের জন্য আমার বক্তৃতা আমাকে খুব বেশী সন্তোষ দিতে পারে নি। আমি কৃত্রিম উৎসাহে ভাল কমিউনিস্টের মত নিজ ভূমিকা ততখানিই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক নিপুণতার সঙ্গে অভিনয় করলুম যতখানি আমাকে দলীয় শিক্ষকরা শেখাতে পেরেছিল।

আমি বললুম, "আমরা বব ম্যাককার্থির কাছ থেকে যা শুনলুম তা সত্যই আশ্চর্য্য প্রেরণামূলক অভিভাষণ।" আমি তার অকপট আগ্রহ ও তার মতামতের প্রশংসা করে বললুম, "আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, কোনও কোনও সংবাদপত্রে আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্রেসীকে, কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে আক্রমণ করার পর ঐ প্রতিষ্ঠানে ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যোগ দিতে আমার বেশ একটু আশঙ্কা হয়েছিল। কিন্তু মিঃ ম্যাককার্থির বক্তৃতা শোনার পর, আমার মনে হয়, আপনারা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন যে কোন কোন সাংবাদিক যুদ্ধ-বিজয়েচ্ছু দেশভক্তিকে অন্য কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন যে মিঃ ম্যাককার্থি যা বল্লেন তার মধ্যে কমিউনিজ্‌ম্‌ নেই, আর তিনি হলেন আমাদের জাতীয় পরিচালক সংঘের একজন সদস্য। আমাদের সংবিধান বা যেসব মূল-নীতি আমরা গ্রহণ করেছি তার মধ্যেও কোন কমিউনিজম্‌ নেই।

"আমি আশা করেছিলুম, সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিই এখানে থাকবেন। তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে

তাঁদের কয়েকজন সত্যকে জানার চেয়ে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করারই বেশী পক্ষপাতী।"

আমি আমার নিউইয়র্ক ভ্রমণ ও সেখানে এ-ওয়াই-ডির আরম্ভিক মহাসম্মেলনে যোগদানের কথা তুললুম। সেখানে কি দেখেছি, কি শিখেছি, কাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি—বললুম। পরিশেষে বললুম, দেশের ফ্যাসিস্ট-পন্থীরা এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দেবার জন্য সকলপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করবে - এমন কি একে 'কমিউনিস্ট" বলে চিহ্নিত করে, কেননা এ-ওয়াই-ডি যুদ্ধকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহবান আর ফ্যাসিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল লোকেরা ঠিক তার উল্টো। আমি শেষে বোষ্টন সমাজে ইহুদী বিদ্বেষের কথাও পাড়লুম।

আমার বক্তৃতায় খুব হাততালি পড়ল। বোলেন অন্য অন্য বক্তাদের বেছে নিলে, নিজের হাতের কাগজের টুকরোগুলি থেকে নামগুলি পড়ে পড়ে। শেষে এক সময়ে ঘড়ি দেখে ঘোষণা করলে যে "রাত হয়ে যাচ্ছে, হলটিকে অল্প সময়ের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একে খালি করে দিতে হবে। সভাভঙ্গের আগে আমাদের অনেক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাও করতে হবে। কাজেই সাধারণ আলোচনার জন্য আর সময় দেওয়া যাবে না।" আগে থেকে ঠিক করা লোকগুলি ছাড়া কোন বক্তাকেই আহ্বান করা হয়নি। সভার কাজ নির্ব্বিবাদে চলল। প্রস্তাব গ্রহণ, টেলিগ্রাম পাঠান, অস্থায়ী কমিটির নির্ব্বাচন ইত্যাদি। শেষে যখন বেশ বোঝা গেল যে সভার কাজ শেষ হয়েছে তখন আমি নিজে থেকেই সভা-ভঙ্গের প্রস্তাব আনলুম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে এ কাজের ভার অন্য কারুর উপর ছিল, আমি তার হাত থেকে এটা কেড়ে নিলুম।

পরবর্ত্তী তিন মাসের মধ্যে আমরা দ্রুতগতিতে বোস্টন অঞ্চলেই এ-ওয়াই-ডির সদস্য সংখ্যা হাজারের বেশী করে ফেললুম। আমরা আরও অনেক কাজ করতে পারলুম, প্রচার আন্দোলন, সৈনিকদের মধ্যে ক্যান্টিন স্থাপন ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ-ওয়াই-ডির বেশীর ভাগ সভ্যই অকপট আগ্রহশীল তরুণ-তরুণী, যারা অত্যন্ত বিস্মিত হ'ত যদি জানত যে আমি, তাদের প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ এবং যুব প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্য্যাধ্যক্ষগণ ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ উঠে যাওয়া সত্ত্বেও, প্রথমত কেম্ব্রিজ ও বোস্টনের গোপন কমিউনিস্ট সেলের মীটিংএ যোগ দিচ্ছিলুম।

এই ভাবে সেলের অধিবেশন ঠিকই চলল, দুই সপ্তাহ অন্তর। কেবল স্থান ও কালের পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কোন পরিবর্ত্তন ছিল না। অধিবেশনগুলি গোপন—কেন না তারা বিপ্লবাত্মক অধিবেশন। সেখানে পুঁজিবাদকে কি ভাবে সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাহায্যে ধ্বংস করা যায় তার মূল কৌশল সম্বন্ধে আলোচনাই প্রধান বিষয় ছিল। আমাদের অনবরত শেখানো হ'ত যে কমিউনিস্ট পার্টি "শ্রমিক শ্রেণীর পুরোভাগের অংশ, তাদের অগ্রণী দুর্গ, তাদের সেনাপতি সংঘ"। "সোবিয়েৎ ইউনিয়নের (বলশেভিক) কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস" নামে প্রকাণ্ড বইখানি থেকে আমারা বিপ্লববাদ শিখতুম। এখানি কমিউনিস্টদের বাইবেল, রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা সম্পাদিত ও অনুমোদিত।

আমি বইখানির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই কেম্ব্রিজের ৪৫নং ডানা ষ্ট্রীটের সেল মিটিংএ। এই ঘরটি ডেভ বেনেটের, সে দলের প্রচার ও সংস্কৃতি-বিভাগের বিশেষজ্ঞ। কলেজে পড়া, রোগা, দুর্ব্বল ডেভের এমন একটা আত্মবিশ্বাস, চিত্ত-সংযম ও কমিউনিজমের উপর আস্থা ছিল যে তার

ছোঁয়াচ লাগতে দেরী হ'ত না। তার তখন বিশেষ কার্য্যভার ছিল তরুণ কমিউনিস্টদের "বুদ্ধির স্তর" উন্নত করা। সেই সঙ্গে সে তাদের একটা উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিল যাতে তারা উচ্চ স্তরে অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদে পৌছুতে পারে।

প্রকাণ্ড কাগজের মলাট-দেওয়া কমিউনিস্টদের ইতিহাসটি প্রথম আমার হাতে আসবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাকে স'রিয়ে ফেলা হ'ল কেন না পার্টিতে তখন সম্পূর্ণ ভাবে যদিও অস্থায়ী ভাবে ব্রাউডারের যুগ চল্‌ছে। সেদিন বইখানি পাই সেদিন ডেভ বেনেট বলশেভিক বিপ্লবের মূল কথা "ঐতিহাসিক ও বিতর্ক-মূলক জড়ত্ববাদে"র ক্লাস নিচ্ছিল। ঐ খানি তার পাঠ্য-পুস্তক, আর পাঠ্য-বিষয় ছিল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের তত্ত্ব থেকে বুঝিয়ে দেওয়া যে "সেকেলে ক্ষয়িষ্ণু" পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক সোপান। তাছাড়া এই পরিণতি যদিও অবশ্যম্ভাবী, তবু এটা হাতে-কলমে সার্থক করতে হ'লে সামাজিক অসঙ্গতির উপর আঘাত করে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সেই পরিবর্তন আনতে হবে।

এইখানেই আমি কমিউনিস্টদের হিংসা ও শক্তির উপাসনার কথা শিখলুম। স্বতন্ত্র বিবেক ও বিশ্বজনীন নীতিবোধকে এমন আইনের কাছে বশ করানো যে আইন শান্ত বুদ্ধি বা ঐতিহাসিক যুক্তির আয়ত্বের বাইরে অথচ যাদের অপরিবর্ত্তনীয় বলে মানতে হবে। এই সব আইন মানুষেরই সৃষ্ট—অথচ সেই সব মানুষ নিজেদের দেবকল্প মনে করে। এখানেই তারা আমাকে শেখাতে চেষ্টা করলে যে রাজনৈতিক মনোভাব দিয়ে সব কিছু আগাগোড়া বোঝাও যায় সেই ভাবে কাজও করা যায়। আমি শিখলাম যে "পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তন এবং পুঁজিবাদের জোয়াল থেকে শ্রমিকদের মুক্তি বিবর্তন বা সংস্কার-মূলক কাজের

সাহায্যে হতে পারে না, পুঁজিবাদ সমাজ-ব্যবস্থার আমূল গুণগত পরিবর্ত্তনেই মাত্র শ্রমিকদের মুক্তি সম্ভব হতে পারে।"

কমিউনিজমের বিজয়ের অবশ্যম্ভাব্যতা আমাকে গ্রহণ করতে বলা হল এবং কি মোহে তরুণরা মার্ক্সবাদী পথে যায় তারও একটা হদিস পেলুম। মার্ক্সবাদ তাদের শেখায় সংঘবদ্ধ ভবিষ্যতের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে, তাদের নিজের হাতে নিজের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ গঠন করার চেষ্টা ছেড়ে দিতে এবং তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাবলী এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে মেনে নিতে। তারা মাত্র নিজেদের ছেড়ে দিতে পারে ঢেউয়ের মুখে—যাতে তারা সেই লক্ষ্যের দিকে ভেসে যেতে পারে, যা থেকে তারা জানে যে তাদের মুক্তি নেই। বিপদ-সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভাসমান দুর্ব্বল লোকেদের পক্ষে মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী দর্শন পাথরের মত কঠিন মনে হয়, যার উপর ভর দিয়ে তারা দাড়াতে পারে। কিন্তু ভুলে যায়, শেষে যখন জোয়ার আসবে তখন তারা ভেসে যাবে।

অনেক অকর্ম্মণ্য লোক, যারা জীবন-সংগ্রামে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম, যারা নিজেদের মূলহীন, অবাঞ্ছিত ও নিরর্থক মনে করে—তারাই এই শক্ত পাথরকে আঁকড়ে ধরে। তারা এতে সান্ত্বনা পায়। তারা মনে করে যে তারা ইতিহাসের একটা অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে সহায়তা করছে, যে আন্দোলন এমন ছকে ফেলা যে তাদের নিজেদের চিন্তা করার প্রয়োজন হবে না।

চাটুবাদও অনেকটা কাজ করে। তাদের বলা হয় যে তারা একটা বিশেষ শ্রেণী, বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি-জনতার বিশেষভাবে চিহ্নিত পুরোভাগ। তারা এক বিশিষ্ট সংঘের সদস্য যার প্রবেশপথ সকলের জন্য খোলা নয়। আর তাদের নেতৃত্বের মর্য্যাদারও একটা

মিথ্যা মায়া থাকে। পার্টি ব্যক্তির বুদ্ধি বা নিপুণতার সুযোগ নেয় এবং তার আঘাতের অনেক পাত্রই এমন নরনারী যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বা পেশাদারী সমাজে অনাদৃত।

কিন্তু এর আরও অনেক দিক আছে এবং রাজনীতির শিক্ষার প্রথমাবস্থা থেকে কমিউনিজম্‌রূপ তার গোরস্থানের মধ্যে কোন সহজ পন্থা নেই। এ একটা ক্রমপরিবর্ত্তন। ভোট দেবার বয়স হলে নাম লেখালেই যেমন ডেমোক্রাট বা রিপাব্লিকান হওয়া যায়, সে রকমভাবে কেউ কমিউনিস্ট হতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকেই চারিদিকে কমিউনিস্ট "ফ্রন্ট" রূপে পাতা মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে সোজা কমিউনিস্ট আড্ডায় গিয়ে হাজির হয়। ফ্রন্টগুলি সার্থক দুমুখো প্রতিষ্ঠান, এতে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাইরে ছড়িয়ে দেয় ও বাইরে থেকে সদস্য সংগ্রহ করে।

জালে একবার পড়লে যে কোনও তরুণই ধীরে ধীরে বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে নীচে নামতে থাকে। এই সব ফ্রন্ট বেশ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ ও আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমক্র্যাসী ঠিক এই ধরণেরই প্রতিষ্ঠান। নূতন রংরূটদের আগ্রহ ও যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে হীন কাজ দেওয়া হয়, তারপর ক্রমশ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, শেষকালে প্রায় অস্পষ্ট পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও ষড়যন্ত্রকারীর পর্য্যায়ে অবনত হয়। অনেকে বেশীদুর নামার আগেই পিছলে পড়ে যায়। কেউ ভাল লাগে না বলে সরে পড়ে। সামান্য কয়েকজন বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ভিতরের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আমি লীগে যোগ দেওয়ার দীর্ঘ দুই বৎসর পরে পার্টিতে যোগ

দিতে পাই এবং তারপর কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারি তারও দুই বৎসর পরে। তখন সেটা মাত্র ডেভ বেনেটের বিশেষ পাঠশ্রেণীতে। সেটাও খুবই নির্দোষ—মাত্র প্রাথমিক বৈপ্লবিক মতবাদ এবং ব্যবহারিক ঐতিহাসিক এবং আপাততঃ নির্দোষ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তথ্যের অধ্যয়ন।

আমার নিজের পক্ষে লীগ থেকে পার্টিতে ঢোকা খুব সন্দেহজনকভাবে সোজা হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে আমার শিক্ষকরা ও পর্য্যবেক্ষকরা অনেক বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে আমি একজন উত্তম ছাত্র ও বিশিষ্ট সদস্যপদের সম্ভাব্য ব্যক্তি। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে অ্যালিস গর্ডন প্রথমে পার্টির রীতিমত সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে। অনুরোধ করলে যে আমি যেন আমার সদস্য হবার কথাটা গোপন রাখি, পার্টিও তাই রাখবে।

আমি বললুম, "এ ত একটা বড় সম্মান ও সুযোগের কথা এবং এর গুরুত্ব শুধু যে আমার কাছে তাই নয়, আমার স্ত্রীর কাছেও বটে। কিন্তু কেতাদুরস্তভাবে এই পন্থা নেওয়ার আগে আমি ইভার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এবং তাকেও যোগ দিতে বলতে চাই। ভাল হয় যদি আমরা এক সঙ্গে সভ্য হই।"

অ্যালিস উত্তর দিলে, "চমৎকার। তোমাকে একটা শাখা দলের ভার দেওয়া হবে সম্ভবতঃ তোমার বাসায় নিকটেই।"

আমি অনুরোধ করলুম, "কিন্তু ওয়েকফিল্ডে নয়। আমি এ অঞ্চলে অনেক কাজ করেছি তা জান, আর এখানে কাজ করা পণ্ডশ্রম। এখানকার সেল এমন আতঙ্কগ্রস্ত ও অতিরিক্ত সাবধানী যে এরা প্রায় অনড়।" আমি আমার সমাজে কাজ করে ধরা-পড়ার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলুম না। তাছাড়া আমি অনেকদিন তাদের সংস্রব ছাড়া।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "মল্ডেন হ'লে কেমন হয় ?"

"খুব ভাল, ওটা বোষ্টন থেকে ওয়েকফিল্ড যাবার পথে, আর আমার বাড়ী থেকে বাসে মাত্র আধ ঘণ্টা।"

হ্যারল্ড লীগারী আমার পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করলে। ইভাও সঙ্গ নিতে রাজী হ'ল। পরদিন সকালে আফিসে আমার সেক্রেটারী গ্লোরিয়া গ্রাডোনকে ডেকে বললুম, "গ্লোরিয়া, দয়া করে একবার বেন রেডফিল্ডকে ফোনে ডেকে দেবে ?"

"তিনি কে ?"

"সে জীবন-বীমার দালাল। তাকে আমি এখনই চাই।"

আমি আমার পরিবারের স্বার্থে সাধ্যানুযায়ী জীবনবীমার পলিসি ক্রয় করলুম এবং তারপর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলুম।

১৯৪৪ সালের যে সময়টায় আমি প্রথম পার্টি কার্ড নিয়ে সদস্য হলুম, যে সময়ে হতভাগ্য আর্ল ব্রাউডারের নির্দ্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশান্ত সাগরে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিল। পার্টির নীতির এই বাহ্যিক পরিবর্ত্তন শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সালে রাশিয়ার উপর হিটলারী আক্রমণের পর। সেদিনকার পরিবর্ত্তনটা ছিল একান্ত আকস্মিক, তাই সকলের চোখেই খুব তীব্র হ'য়ে লেগেছিল, কিন্তু এখন সেই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ শান্ত সহযোগিতায় পরিণত হয়েছিল। বিশেষতঃ যুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে ধীরে ধীরে পার্টি নীতির এই পরিবর্ত্তন কারোই চোখে পড়েনি।

এ সময়টা কমিউনিস্টদের অস্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতার সময়। পার্টি স্বেচ্ছায় শাসনতান্ত্রিক কর্ত্তৃপক্ষের সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সকলপ্রকার ঝাগড়া দেওয়া থেকে বিরত ছিল আর যুদ্ধ

চালানো ও যুদ্ধ জয়ের জন্য মনে প্রাণে সহায়তা করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন জাতীয় সভাপতি আর্ল ব্রাউডারের তাই ছিল ব্রত। ব্রাউডার এর মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। ব্রাউডার অকপটে স্বীকার করেছিল, তার লেখা 'বিজয়ে ও তারপর' নামক বইখানা সকল-প্রকার গোঁড়ামি-বর্জিত। এই বইখানার মধ্য দিয়েই ব্রাউডার জাতীয় পার্টির নীতি বাৎলে দিয়েছিল। বইখানিতে এরূপ আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, কেবল যুদ্ধের সময়েই নয়, শান্তির সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে চলতে পারবে, অন্ততঃপক্ষে 'জ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

কমিউনিস্ট পার্টি দেশভক্তির আবরণে নিজেকে আবৃত করে যুদ্ধ জেতার দিকে সর্বান্তকরণে উৎসর্গ করলো, কিন্তু সেই সময়েই কেম্ব্রিজের গোপন পাকচক্রে আমাকে শেখানো হচ্ছিল, সশস্ত্র বিপ্লব কমিউনিস্ট বিজয়ের পক্ষে কেন দরকার। তবে এই শিক্ষাও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ব্রাউডারের মতবাদ এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'ল যে নেতারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে প্রকাশ্যে বর্জ্জন করার কথা পাড়ল এবং প্রস্তাব করল যে কমিউনিস্ট পার্টি উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় "কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েশন" নাম দিয়ে এক দলের প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ ধরণের পরিবর্ত্তনটা যেন ঠিক ইয়ং কমিউনিস্ট লীগকে আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্রাসীতে পরিবর্ত্তনের মত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর তুলনা পাওয়া যাবে, যেমন কমিউনিজম্‌কে অন্ততঃ নামে কমিনফর্ম করা হয়েছিলো।

পার্টি নীতির এমন শান্তিপূর্ণ পরিবর্ত্তন আর আমি দেখিনি। জমি ভাল করেই তৈরী করা ছিল, কাজেই দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কোন বিরোধ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। একমাত্র বাহ্যিকক্ষেত্রে আমি

যা দেখতে পেলুম, সে হচ্ছে ডেভ বেনেটের মার্ক্সবাদী বিপ্লবের পাঠশালা বন্ধ হওয়া। জাতীয় সদর দফ্তরে উইলিয়াম জেড ফষ্টার আড়ালে প্রতিবাদ করল কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। স্যাম ডার্সি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে দল থেকে বিতাড়িত হ'ল।

আমাকে জেলা আফিসের প্রচার বিভাগের ভার দেওয়া হ'ল। দরজায় সাইনবোর্ডটি বদলে "কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়েসান" দেখা দিলে। বিজ্ঞাপন প্রচার ও সাধারণের সঙ্গে সংস্রবে আমার পারদর্শিতাকে কাজে লাগানো হ'ল আর আমি রাশি-রাশি বুলেটিন ও খবরের টুকরা আফিসের পুরানো মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে ছেপে ছাড়তে সুরু করলুম।

এইবার সুযোগ পেলুম প্রমাণ করতে যে আমার সাময়িক বিচ্যুতি আমার নিষ্ঠাকে ম্লান করতে পারেনি। যন্ত্রটা বেশ খারাপ হয়েছিল। সেটাকে সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা, দরকার বলে আমি জানালুম। কিন্তু ঐ যন্ত্রটি যারা প্রস্তুত করেছিল তাদের প্রতিনিধিরা এ কাজে হাত দিতে সম্মত হ'ল না। আমি তখন নিজেই খানিকটা পেট্রোল আর ন্যাকড়া নিয়ে সেই কাজে লেগে গেলুম। আমি যন্ত্রটি খুলে, তেল দিয়ে পরিষ্কার করে, কতকগুলি অংশ নূতন করে বদলে দিয়ে যন্ত্রটি খাড়া করলুম। এখন সেটি নতুনের মত চলতে লাগল, সকলেই খুশী হ'ল।

তারপর আমি সময় ও শ্রম ব্যয় ক'রে স্টেন্সিলে মনোগ্রাহী অক্ষর কাটলুম এবং নানা রকম সৌখীন ডিজাইন প্রস্তুত করলুম। আর বুলেটিনের ঔৎকর্ষ বৃদ্ধি করলুম। নেতাদের খুসী করার ইচ্ছাটা খুবই হিসাব ক'রে পরিচালিত করতে লাগলুম। শেষে এমন দাঁড়াল যে যখনই কোন দরকারী জিনিষ, তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়ই হোক, মিমিওগ্রাফ

করার কথা উঠত, আমাকে পরামর্শ বা সাহায্য করার জন্য ডাকা হ'ত। অতএব পার্টির কাজে এমন কোন বড় বা ছোট মীমাংসা হতে পারত না, যা আমি জানতে পারতুম না। আর সে খবর অবশ্যই এফ বি. আই-এর কাছে পৌঁছত।

সমগ্র নিউ ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট কার্য্যাবলীর কেন্দ্র ছিল লিটল্ বিল্ডিং এর জেলা আফিস। কাজেই ব্যুরোর সংবাদ-সংগ্রাহক হিসাবে খুব সুবিধা-জনক স্থান আমি পেয়েছিলুম। তবু আমি পার্টির যতটা বিশ্বাসভাজন হবার আশা করেছিলুম তা' হ'তে পারিনি। অতএব আমাকে দ্বিগুণ সাবধানে চলতে হয়েছিল, যাতে আগে ভাগেই না আমার চালটা ধরা পড়ে যায়।

সদর দপ্তর আমার গতিবিধি জনসাধারণ ও পুলিসের কাছে ঢেকে দেওয়াতে অজান্তে আমার সাহায্য হচ্ছিল। পার্টি নিজেরাই আমাকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বলত। লিটল্ বিল্ডিংএর আফিসে আসা সম্বন্ধে খুব সাবধানে আমাকে উপদেশ দেওয়া হ'ত। আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসতে বলা হ'ত, ভিন্ন ভিন্ন লিফ্‌ট্ ব্যবহার করতে বলা হ'ত যাতে লিফ্‌ট্ চালকরা আমাকে বেশী চিনে না ফেলে। তারপর আমাদের আফিসের একতলা উপরে বা একতলা নিচে লিফ্‌ট্ থেকে নেমে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে বাকিটা যেতে বলা হ'ত। এগুলি খুব সুন্দর সতর্কতা। আমার ব্যবসা সংক্রান্ত সহযোগীদের কাছে আমি যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান আফিসে যাতায়াত করছি তা ধরা পড়লে আমার যেমন খারাপ অবস্থা হ'ত তেমনি হ'ত যদি আফিসের মধ্যে আমি এফ. বি আই-এর বিশ্বস্ত চর বলে ধরা পড়তুম।

আফিসের ফ্ল্যাটের চারখানি ঘর বাড়ীটার ট্রেমন্ট ষ্ট্রীটের দিকের অংশে অর্থাৎ ম্যাজেষ্টিক থিয়েটারের ঠিক পাশে আর হোটেল টুরেনের ঠিক উল্টো দিকে রাস্তার এপারে। একটি ছোট বাহিরের ঘর ছিল যেখানে

আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কর্ম্মচারীর বসবার একটি ডেস্ক, একটি টাইপ-রাইটার, সেই মিমিওগ্রাফটি আর একটা কার্ড ফাইলের ক্যাবিনেট থাকৃত। বাইরের ঘরের একদিকে একটি কোণাচে অফিস ঘর আর একটি সম্মেলন কক্ষ। অন্য দিকের কোণের ঘরে দুটি ডেস্ক একটি টেবিল। টেবিলের উপর পার্টির পুস্তিকার স্তূপ। টেবিলের উপর একটি নোটিশ বোর্ড, দরকারী খবর ঘোষণার জন্য। এই ঘরের মধ্যে দিয়ে জেলা সংগঠক ও সত্যকার জেলার নেতা ফ্যানি হার্টম্যানের নিজস্ব আফিসে যেতে হয়।

ফ্যানি হচ্ছে সাইমন কলেজের গ্রাজুয়েট এবং পার্টির দিকপাল এলিজাবেথ গার্লি ফ্লিনের হাতের মুঠোর লোক। শক্তি ও আকারে তার যতটা দৈন্য ছিল, তা' পুষিয়ে গিয়েছিল নিপুণতা ও শৃঙ্খলায়। নিউ ইংল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির কুশলী নেতা হিসাবে সে তার অঞ্চলের সকলের অবিচলিত ভক্তি দাবী করত ও পেত। তার বাহিরের মিষ্ট ব্যবহারের নীচেই একটা মৌলিক দার্ঢ্য ছিল, যাতে যা সে চায়, সেটা যদিও বেশ নরমভাবে বুঝিয়ে দিত তবু সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকত না।

একজন কমরেড আমাকে বলেছিল, "যখন ফ্যানি তোমাকে কিছু বলবে, তখন খুব ভাল করে শুনো। হুকুম শুনে চ'ল তাতে আশামত ফল পেতে পারবে।"

সে বেশী কথা বলত না। অন্য জেলার নেতাদের অমীমাংসিত বিষয় বহুক্ষণ ধরে শুনে, তা থেকে অপ্রাসঙ্গিক ও তুচ্ছ জিনিষ সুন্দর ভাবে বাদ দিয়ে সমাধান দেখিয়ে দিত। সে তিনটা লোকের কাজ একা করেও অশ্রান্ত ও অশমিত থাকত। তা'কে অনেকটা পুরুষ-চরিত্রা নারী বলা যেতে পারে, সে পুরুষের মধ্যে বেশ মিশে যেতে

পারত, অথচ অন্য মেয়েদের কাছেও সত্যকার স্নেহ ও গভীর সখীত্ব লাভ করত। ফ্যানি যদি চাইত ত ব্যবসায়ে অনেক পুরুষের চেয়ে বেশী মাহিনা পেতে পারত, কিন্তু সে এই নিরানন্দ জেলার দপ্তরে সামান্য বৃত্তিতে পার্টির হয়ে কাজ করত।

ফ্যানি হার্টম্যানের কাছেই আমি প্রথম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুহ্যতত্ত্ব জানতে পারি। এই প্রতিষ্ঠানে গোপনতার নানা স্তর আছে। আমি যে সেলে ছিলুম তারা আমার একবারের মতভেদে এমনই বিচলিত হয়েছিল যে আমাকে তারা এক নম্বর জেলার যে সম্মেলন ১৯৪৪ সালের শেষ-বসন্তে হবার কথা ছিল, তাতে আমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করলে না।

শেষ মুহূর্তে কিন্তু ফ্যানি হার্টম্যান আমাকে ডেকে পাঠালে। বললে, "আমার মনে হয় তুমি সম্মেলনে এলেই ভাল হয়।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললুম, "কি জানি! তোমার কি মনে হয় না যে এটা একটু বেশী খোলাখুলি হয়ে—বিপজ্জনক হবে?"

সে অভয় দিলে। সম্মেলন একেবারে গোপন হবে, শুধু বিশ্বস্ত সদস্য ছাড়া কেউ থাকবে না। খবরের কাগজের কেউ নয়। আমি যেতে রাজী হলুম।

সম্মেলনে যাবার জন্য তিন রকমের কার্ড ছিল ডেলিগেটদের জন্য এক রং, বদলী ডেলিগেটদের জন্য আর এক রং আর হোমরা চোমরা ও মনোনীত দর্শকদের জন্য তৃতীয় এক রং। শেষোক্ত দলের লোক অল্পই ছিল যেমন অন্য জেলা থেকে পর্য্যবেক্ষকরা ও জাতীয় নেতারা।

যখন আমি হর্টিকালচারাল হলে সভা-ঘরের দরজার কাছে পৌঁছলুম তখন দেখলুম প্রবেশপথ আটকে একজন একটা টেবিল পেতে কার্ড দেখ্ছে। আমার কার্ড নেই। যে মেয়েটি সেখানকার ভারপ্রাপ্তা তাকে

আমার দুর্দশার কথা বলে বললুম যে ফ্যানি হার্টম্যান আমাকে আসতে বলেছিল। মেয়েটি ফ্যানিকে ডেকে আনলে ভেতর থেকে আমার গল্পের সত্যতা যাচাই করার জন্য।

ফ্যানি আমাকে আগ্রহ-ভরে অভিবাদন করে সেই মেয়েটির সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। তারপর তারা একখানা দর্শকদের কার্ড বার করলে। ফ্যানি তার উপর আমার নামের প্রথমটা লিখলে, তারপর কি ভেবে আর একটা কি লিখে আমার হাতে দিলে। বললে, "এই দিয়ে অধিবেশনগুলিতে ঢুকতে বেরুতে পারবে।"

আমি তাকে আর দরজার মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম আর কার্ডখানিকে পকেটে রাখবার আগে এক নজর দেখে নিলুম। কার্ডের উপর প্রথম লেখা 'হার্ব', তারপর "প্রো—৪" এই কথাটি।

কমিউনিস্ট ও তাদের ফ্রণ্ট সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের এতদিনের অভিজ্ঞতা স্বত্বেও আমি এ রকম মার্কা কখনও দেখিনি। সদর দফ্‌তরে ও অন্যত্র আমি পার্টির সেল ও দলের অসংখ্য নাম দেখেছি ও শুনেছি যেমন ডরস্টার ডেব্‌স্ অথবা জনরীড ক্লাব। কিন্তু এটা আমার কাছে নূতন এবং আমি বহু বৎসর ধরে এই "প্রো—৪" কথাটার অর্থ আবিষ্কার করার জন্য মাথা ঘামিয়েছি।

আমার জীবনের এই সময়ে আমি এফ বি. আইর গোপনীয় সহকারীর ভূমিকায় বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম এবং তারা কি চায় তার বেশ একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল। পার্টির চার পাশে ঘুরে আমি যা দেখতুম বা শুনতুম তা থেকে আমি কোন মীমাংসায় পৌছবার চেষ্টা করতুম না। ব্যুরোতে যে সব রিপোর্ট আমি দাখিল করতুম, তাতে কোন মতামত প্রকাশ করতুম না। আমি শুধু বাছাবাছা তথ্য দিতুম। তার কতক হয়ত একেবারেই বাজে, আবার কিছু হয়ত অত্যন্ত দরকারী।

আমি সংবাদ সংগ্রাহকের কাজের মূল নীতিটার আদর করতে শিখলুম। সেটা এই যে যারা কাজ করবে তাদের পক্ষে যে সব ঘটনার উপর চরগিরি করছে, সে সম্বন্ধে বেশী না জানাই ভাল। সদা সর্ব্বদাই আশঙ্কা থাকে যে কথায় কথায় এমন কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে যেটা তার জানবার কথা নয়। সে যদি সমস্ত খুঁটি-নাটির সঙ্গে না পরিচিত হয় ত এরকম ঘটনার আশঙ্কা কমে যায়। গুপ্তচরের এই নীতি বেশী করে খাটে যখন কমিউনিস্ট পার্টির মত দলের ভেতরে কাজ করতে হয়, সেখানে যতই বিশ্বস্ত লোক হোক না কেন, প্রত্যেক সদস্যই সর্ব্বদা সন্দেহভাজন এবং পরীক্ষাধীন।

বাড়ীতে পর্য্যন্ত আমার নিস্তার ছিল না। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে আমি আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্রাসীর একটা সফরের ব্যবস্থা করলুম আমার ওয়েকফিল্ডের বাড়ীতে। দলের বেশীর ভাগ লোকে কাছের সমুদ্রের তীরে সাঁতার দেবার ও আমাদের বড় গোলার মত গ্যারাজে খেলা ধুলা করার জন্য দুপুর নাগাদ ট্রেনে করে এল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের আগে দু গাড়ী ভর্ত্তি অল্পবয়সী সদস্যরা এসে পড়ল।

জনা ছয়-আট যারা এই ভাবে আগে পৌছল তারা বেশ ফুর্ত্তির সঙ্গেই ছুটির দিনের মত আনন্দে বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়ল। কি ঘটছে আমি বা ইভা বোঝার আগেই তারা বড় বড় ঘরগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েরা বাড়ীটা দেখতে চাইলে। ছেলেরা জানতে চাইলে কোথায় তারা জামা-কাপড় ছেড়ে স্নানের পোষাক পরবে। তারা এমন ভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং এত তাড়াতাড়ি—যে আমি ও ইভা তাদের একত্র করার জন্য ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করেও তাদের ধরতে পারছিলুম না। একটি ছোকরাকে দেখতে পেলুম চিলের ঘরের সিঁড়িতে

উঠে তার অন্ধকার কোণের দিকে যেখানে সেই বড় সেডার্ কাঠের গা-আলমারীটা ছিল সেইদিকে কৌতুহলী ভাবে উঁকি মারছে। সৌভাগ্য-ক্রমে তারা যা খুঁজছিল তা আলমারীর পিছনের ভুয়া দেওয়ালের ওপারে।

যখন এ. ওয়াই. ডির ছোকরা কমিউনিস্ট সদস্যরা আমার বিষয়ে খোঁজে ব্যাপৃত ছিল তখন আমি কিন্তু তাদের উপর ছোট-খাট এক হাত নিয়ে নিলুম। আমার চলচ্চিত্র তোলার সখ ছিল, আমি সমস্ত দিনের ঘটনার একটা সম্পূর্ণ ফিল্ম তুলে নিলুম, আর সেটার এক কপি এফ. বি. আই এর ফাইলে দিয়ে দিলুম যাতে যারা এসেছিল তাদের পরে সনাক্ত করা চলে। অবশ্য সামান্য কেউ কেউ সর্ব্বদা লেন্‌সের দিকে পেছন ফিরেই রইল।

এ-ওয়াই-ডি'র ব্যাপারটা মধ্যে মধ্যে বেশ কৌতুক-জনক হ'ত। এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের বার্বারা কপ্‌ল্যাণ্ড ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সংস্রবের কথা জানত। সে একদিন সাবধান করে দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিতে বললে, কেননা সে শুনেছে যে ওর উপর ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশানের নজর পড়েছে। ওদের খোঁজ-খবর কারা করছে, তা জানতে চাইলুম, কিন্তু সে বললে না।

এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের আফিসে কাজ করার সময়ও আমার উপর নজর রাখা হ'ত। পার্টির লোকেরা এম এণ্ড পির চাকরীতে ঢুকেছিল আমার উপর নজর রাখার জন্য। তার মধ্যে একটি মেয়ে তার মতামত বিশেষ গোপন রাখার চেষ্টা করত না। সে আমার সেক্রেটারী গ্লোরিয়া গ্র্যাডোনের বিশেষ বিরাগের পাত্রী হয়ে পড়ল, প্রায়ই আমাদের তিনজনের মধ্যে কমিউনিস্ট আলোচনা সুরু করত। সে গ্লোরিয়াকে পার্টিতে নেওয়ার চেষ্টা করত। এই সব আলোচনায়

আমি যে দৃঢ়ভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতুম না এতে গ্লোরিয়া বড়ই বিচলিত হ'ত। আমার প্রতি আস্থা থাকার জন্য সে বিশ্বাস করতে পারত না যে আমি তাদের একজন, অথচ আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে দৃঢ়তার অভাব দেখে সে একদিন হ্যারি ব্রাউনিং-এর কাছে গিয়ে আমার মাইনে বাড়াবার সুপারিশ করলে। সে যুক্তি দেখালে যে অর্থনৈতিক কারণে আমি কমিউনিস্ট হ'তে যাচ্ছি। আমি নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও বেশ অভিনয় করছিলুম।

আবার বেড়ার অন্যদিকেও আমাকে খুব সাবধানে চলতে হ'ত। আমার সামাজিক জীবনে বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট বলে পরিচিত হ'লে চলবে না। আমাকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, এফ. বি. আই আমাকে তাদের গোপনীয় সংবাদ-সংগ্রাহক বলে কখনই স্বীকার করবে না। আমার বিজ্ঞাপনের পেশাটি একেবারে নষ্ট হবে।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি আমি আশা করছিলুম যে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তির জন্য আমাকে ডাকা হবে। আমার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল এবং ছেলেবেলায় চোখের একটা আঘাতের জন্য আমাকে সীমায়িত কার্য্য করতে সক্ষম বলে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। আমাকে যদি সৈন্যদলে যোগ দিতে হয় এই আশায় আমরা ওয়েক-ফিল্ডের বড় বাড়ীটা ছেড়ে কাছেই মেলরোজে একটা ছোট বাড়ীতে উঠে গেলুম, কেননা একলা ইভার পক্ষে ছোট বাড়ীর দেখা-শোনা করার বেশী সুবিধা হবে। কিন্তু আমার আহ্বান এল না। মেলরোজে স্থির হয়ে বসবার পর আবিষ্কার করা গেল যে রাস্তার ওপারেই গাস জনসনের স্ত্রী থাকে, যার সম্বন্ধে জ্যাক গ্রীন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে, ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক চুকলিখোরা, যে ওয়েকফিল্ডে কয়েক বৎসর আগে কমিউনিস্ট বিরোধী দাঙ্গার সূত্রপাত করেছিল।

আমাকে আবার ওয়েকফিল্ডের দলে ঢুকে কমিউনিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েসনে পরিবর্ত্তিত করার ভার দেওয়া হয়েছিল। সেই অবসরে অনেকগুলি কমরেড বা ভ্রাতা-ভগিনী আমার মেলরোজ ভবনে প্রায়ই আসত এবং সব চেয়ে বেশী আসত গাস জনসন। যে তার স্ত্রীর সঙ্গে পৃথক থাকত কিন্তু মেলরোজেই তারও বাসা ছিল। সে কখনও কখনও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করত। তার স্ত্রীর সজাগ দৃষ্টির সামনে আমার বাড়ী সে আসে, এটা আমার পছন্দ হ'ল না। আর আমি তা বলেও দিলুম।

গাসকে বোঝান কঠিন। সে গোপনীয় কমিউনিস্ট ক্রিয়াকর্ম্মের ধার ধারত না, তার মতে প্রত্যেক ভাল কমিউনিস্টের প্রকাশ্যে নিজেকে ঘোষণা করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে আমাকে পরিচয় গোপন করতেই বলা হয়েছে।

১৯৪৫ সালের শীতকালে ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা জ্যাক্ দ্যুক্লোর লিখিত একখানা চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে এক বিরাট ঝড় সৃষ্টি করলো। ১৯৪১ সালে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্নে নেতারা রাতারাতি ডিগ্‌বাজী খাবার আগে যে অবস্থা হয়েছিল, এবারও তাই হ'ল। দ্যুক্লোর ব্যাপারকে একটা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলা যেতে পারে, যদিও এটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখা হ'য়েছিল।

এই চিঠি আর্ল ব্রাউডারের বিচ্যুতির অবসান ঘটালো আর তার "মার্কিণ ব্যতিক্রমের" আশা একেবারে ধূলিসাৎ ক'রে দিলে।

পুঁজিবাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার মোহও একেবারে নিষ্ঠুর ভাবে দূর হয়ে গেল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ ভাবে বামপন্থী

হয়ে দাঁড়ালো, আর সমগ্র জাতি ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সঙ্কটের দিকে অগ্রসর হ'ল।

এতে পার্টির প্রত্যেক সদস্যই জড়িত হয়ে পড়ল। যাই হোক এর জন্য আমি ষড়যন্ত্রের পরিসীমা থেকে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম যার ফলে এফ. বি আই-এর হয়ে ঘটনাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করার বেশী সুবিধা পেলুম।

১৯৪৪-৪৫ সালের হেমন্তে ও শীতে কমিউনিস্ট গগনে ভুকো ঝড়ের পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। ইউরোপে ও প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের গতি ফিরে গেছে। যদিও দেশে অনেক বিষয় ছিল যাকে কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ জেতার উদ্দেশ্যে সমর্থন করা দরকার তবু এটা বোঝা গিয়েছিল যে এ অবস্থা আর বেশী দিন স্থায়ী হবে না। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার স্তরে ব্রাউডার-পন্থীদের যুদ্ধজেতা-রূপ ধ্বনি প্রায় নষ্ট হয়ে এল, কেন না, যুদ্ধ প্রায় জেতা হয়ে গেছে। ব্রাউডারের যা স্বপ্ন পুঁজিবাদের সঙ্গে সহযোগিতা তা দিয়ে কমিউনিজম্‌কে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। পার্টি ও তার সহযোগী ফ্রন্টের সদস্য-সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। সুতরাং এখনই কিছু করা দরকার।

এবারও কমিউনিস্ট যুব-প্রতিষ্ঠানগুলি, যার সঙ্গে আমি পার্টিকে "ভাসিয়ে" তোলার ভারপ্রাপ্ত বলে সবচেয়ে বেশী সংশ্লিষ্ট ছিলুম, তারাই প্রথম সঙ্কেত দিলে। উপর থেকে হুকুম এল যে 'আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্র্যাসী' যার ম্যাসাচ্যুসেটস্‌ শাখার আমি কোষাধ্যক্ষ তার নীতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতাকে আঁট-সাঁট করতে। বোস্টন অঞ্চলে চাঁদা-দেওয়া সভ্যের সংখ্যা প্রায় শিখরে উঠেছিল, প্রায় দেড় হাজার— কিন্তু তা থেকে "যুদ্ধ জেত" কর্ম্মসূচীর দরুণ অনবরত কম্‌তে লাগল।

জার্ম্মানীতে মিত্রশক্তি ঢুকে পড়েছে আর বালজের যুদ্ধে নাৎসীরা হেরে গেছে, কাজেই এ-ওয়াই-ডিতে সদস্যসংখ্যা ও উৎসাহ কমে গেল।

ডেভ ও বার্বারা বেনেটের ঘরে একটা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হ'ল যুব-প্রতিষ্ঠান-সমূহে নূতন সদস্য ভর্ত্তি করার একটা প্রবল আন্দোলন সুরু করার জন্য। এই অধিবেশনে এ-ওয়াই-ডির যে সব নেতা কমিউনিস্ট, মাত্র তারাই উপস্থিত ছিল। বার্বারা বেনেট আমাদের বললে যে এ-ওয়াই-ডি যুদ্ধের পরেও চলতে থাকবে বিজয়ী সম্মিলিত দল হিসাবে, যার মধ্যে কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট দুই প্রকারের তরুণ-তরুণীই থাকবে। তবে সেই সঙ্গে সে এও বললে যে আমরা সদস্য সংগ্রহ করার সময় একটু বেছে নেব, যাতে ট্রট্স্কিবাদী বা শ্রমিক বিরোধী অথবা প্রগতি বিরোধী লোক না আসে। আমি প্রস্তাব করলুম যে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ আবার চালু করা হোক্, কিন্তু আমাকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল এই বলে যে আমি দেশব্যাপী-নীতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা করছি। লীগকে পুনর্গঠন না করা পার্টির পক্ষে একটা বড় রকমের ভুল হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট যুব আন্দোলন সে রকম আর কখনও হ'ল না।

এইভাবে মতবাদের দিক থেকে বর্জন-নীতি যখন সামান্য ভাবে সুরু হ'ল তখন এ-ওয়াই-ডি সদস্যদের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রীতিমত সদস্য সংগ্রহ করা যায় কি না, তার জন্য খোঁজ নেওয়া সুরু হ'ল। হুকুম এল যে বাছা বাছা অল্পবয়সী ব্যক্তি, যাদের মধ্যে সম্ভাব্যতা আছে তাদের নিয়ে একটা "নেতৃত্বের শিক্ষা দেবার পাঠশালা" খোলা হোক। আমরা পঁয়ষট্টি জনকে বেছে নিয়ে ভবিষ্যতে এ-ওয়াই-ডির কাজকর্ম্মে নেতৃত্ব করতে পারবে এই আশ্বাস দিয়ে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে নিলুম। আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত মাকড়সার জাল পাতা হ'ল। নূতন শিক্ষার কাজকে

খুব জরুরী বলে ঠিক করা হ'ল। জাতীয় পার্টির একজন নেত্রী মার্সেলা স্লোনকে বোস্টনে এই ব্যাপারটা নিজে পরিচালনা করার জন্য পাঠানো হ'ল।

আমি কতকগুলি ক্লাসে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলুম। দেখলুম আরও কয়েকজন ঘাগী সদস্য, আমার প্রাক্তন সেলেরই কেউ কেউ উপস্থিত আছে। আমাদের বলে দেওয়া হ'ল যে আমরা যেন বেশী মেশামিশি না করি। অন্য সকলের মতই যেন প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে, এই ভাবটা বজায় রাখি।

আমি প্রথমে ভাবলুম যে এই ঘাগীদের রাখা হয়েছে বোধ হয় নূতন ছাত্রদের উপর মাত্র নজর রাখার জন্য, যাতে যে সব লোকের মধ্যে কমিউনিস্ট হবার লক্ষণ দেখা যাবে না তাদের ছাঁটাই করে ফেলাতে তারা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আরও ব্যাপার ছিল। এরাই ক্লাসের তর্ক সভায় তর্কের সূত্র ধরিয়ে দিত, যে সব তর্ক দ্বারা তরুণ মনে কমিউনিস্ট বীজ আস্তে আস্তে বপন করা হবে, এক সঙ্গে বেশী দিলে তারা যদি না বাগ মানে সেই জন্য।

পার্টির নেতারা আশঙ্কা করছিলেন যে আর্ল ব্রাউডারের প্রভাব থেকে সরে গেলে সীমান্তবর্ত্তী সদস্যরা শূন্যে ঝুলতে থাকবে, তাদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার একটা ব্যবস্থা করা উচিত যাতে পার্টির সুবিধার জন্য তাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখা যায়। কাজেই জেলার নেতারা একটা খোলাখুলি রাজনৈতিক দল, যে দলে কমিউনিস্ট মার্কা থাকবে না, গঠন করার সমস্যার দিকে মনোযোগ দিলে, যাতে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

জেলার কর্তৃপক্ষরা আমাকে ভার দিলে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ পলিটিকাল অ্যাকশান কমিটি নামে একটা উদারনীতিক দলের মধ্যে ধীরে ধীরে সেঁধুবার

জন্য। আমার কাজ হবে প্রতিষ্ঠানকে পর্যাবেক্ষণ করা এবং ঠিক করা যে এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই পার্টি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন করতে পারা যায় কি না। আমি রিপোর্ট করলুম যে আমার মতে এই কমিটি খাঁটি উদার নৈতিকদের দ্বারা গঠিত, কাজেই এর দ্বারা কমিউনিস্ট দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এর চেয়ে আমাদের নিজেদের এই রকম একটা দল গঠন করা ভাল। অনেকে আমায় সঙ্গে একমত হ'ল। এই ভাবে আর্ল ব্রাউডারের ঢিলা কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েশান যা যুদ্ধের বছরগুলিতে কোন রকম নির্দ্দিষ্ট রাজনীতি বর্জন করে চেলত, তাই প্রোগ্রেসিভ পার্টির জমী তৈরী করলে এবং আবার রাজনৈতিক অঞ্চলে সোজাসুজি সংগ্রাম সুরু করলে। আগামী ঘটনার এটা একটা আভাস।

আমার চতুর্থ কন্যা ব্রেডা সে ১৯৪৫ সালের ২৭শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করলে। আমি এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে ঘরকন্না দেখতে লাগলুম।

এপ্রিল মাসেই ডুক্লোর চিঠিখানা এসে পড়ল—যে জমি তার জন্য তৈরী করা ছিল তার উপর বীজ শীঘ্রই মূল বিস্তার করলে, তারপর পুরা ব্রাউডার-বিরোধী বিদ্রোহ রূপে ফুটে উঠল। ডুক্লোর চিঠিখানি ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'কাহিয়ে দ্যু কমিউনিজ্‌ম্'’-এ ছাপা হয়েছিল। চিঠিটা বোদা ও অনাবশ্যক দীর্ঘ, আর বুজরুকী তর্কে ভর্ত্তি। আসলে চিঠিখানা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনেরই নির্দ্দেশ, ইউনাইটেড স্টেট্‌সের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজের ঘর সামলাবার জন্য। তার পেছনে যে কমিনফর্ম ও ক্রেমলিনের সমর্থন আছে এটা বোঝা গেল কাজেই তাকে বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া হ'ল।

পার্টির বাইরে অল্প লোকেই ডুক্লোর চিঠি পড়েছিল! কিন্তু পার্টির মধ্যে অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে চিঠিখানাকে বিলি করা হ'ল।

চিঠিটাতে হতভাগ্য ব্রাউডারকে আক্রমণ করা হয়েছিল পার্টি

উঠিয়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েসান সৃষ্টি করার জন্য। এতে তাকে তিরস্কার করা হ'ল এই ব'লে যে, তার মনোভাব এমন হ'য়ে গেছে, ব্রিজপোর্টে এক বক্তৃতায় সে বলেছে, জে পি মর্গানও যদি ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েৎ মিত্রতা ও তেহেরাণ চুক্তির পথে চলেন ত তার সঙ্গে হাত ধরে চলতে ইতস্তত করবে না। ডুক্লোর আহ্বান ছিল সহযোগিতা বর্জ্জন করার জন্য, কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েশানের অন্ত্যেষ্টির জন্য এবং ইউনাইটেড স্টেটসে শক্তিশালী ও সংগ্রামী মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পুনরুদ্ধার করার জন্য।

একখানি চারপাতা বিশেষ পত্রিকা বের হ'ল ব্রাউডারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে। এর উদ্দেশ্য জাতীয় সভাপতিকে বর্জ্জনটা সইয়ে সইয়ে করা, যাতে নূতন সদস্যদের এইরকম হঠাৎ বর্জ্জনের জন্য হঠাৎ মোহ কেটে না যায়। জেলার মধ্যে একজনকে ব্রাউডারের পক্ষ নিতে হবে এবং বিশেষ বন্দোবস্ত করে এই কাজের ভার দেওয়া হ'ল ওটিস হুডের উপর, যে ব্রাউডারের আমলে জেলার একজন ছোটখাট কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। ১নং জেলার নামমাত্র প্রধান, অ্যান বুরলাককে ব্রাউডার-নির্দ্দিষ্ট পথে পার্টিকে চালানোর জন্য পার্টির খানিকটা নিন্দা সহ্য করতে হ'ল। আগে থাকতে বন্দোবস্ত করা হ'ল যে, হুডকে তার মত বদলাবার সুযোগ দেওয়া হবে, পরে সে নিজের দোষ স্বীকার করে পার্টির চোখে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইভাবে ফস্টার-ব্রাউডার তর্কে পার্টি "গণতান্ত্রিক" পদ্ধতির একটা মনগড়া রূপ দেখালে, ব্রাউডারের সময় যে সকল সদস্য নূতন ভর্ত্তি হয়েছে তাদের বোঝানোর জন্য। ব্রাউডারের মতবাদকে বেড়ার উপর একটা টিনের কৌটার মত রাখা হ'ল যা'তে আমরা তাকে নিশানা করে গুলি ছুড়ে ছিন্ন-বিছিন্ন করতে পারি। কমিউনিস্ট ক্রিয়া পদ্ধতি এই রকম।

কিন্তু সংগ্রামী পার্টির দিকে ফিরে যাওয়া বন্ধ হতে পারে না এবং পার্টির নেতারা কোন কোন বিষয়ে কিছু নরম হলেও, অন্তর্বিদ্রোহের কোন সুযোগ রাখলো না। ব্রাউডারের আমলের নরম দিনগুলি প্রকাশ্য-ভাবে শেষ হবার অনেক আগেই বিদায় নিল। সতর্কতা হ'ল প্রধান লক্ষ্য, নিয়মানুবর্ত্তিতা হ'ল মন্ত্র এবং সদস্যদের সে কথা শুনে চলতে হবে, নয় ত বিতাড়িত হবে—এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। ব্রাউডারী-ধরণের আলোচনা সেলের বা রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাসের সূচী থেকে একেবারে বাদ পড়ল। ত্রিশক্তির একতা আর গুরুতর বলে বিবেচিত হ'ল না। পার্থক্যের উপর জোর দেওয়া হ'ল মার্ক্সবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল।

এই সব অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে আমার উপর ভার পড়ল, পার্টির মল্ডেন শাখা ও জেলার সদর দপ্তরের মধ্যে দূত ও বার্ত্তাবহের কাজ করা।

প্রাদেশিক সেক্রেটারী ডেভ বেনেট একদিন আমাকে বললে, "৮নং বীচ ষ্ট্রীটে প্রোগ্রেসিভ বুক শপে গিয়ে কতকগুলি জিনিষ নিয়ে এস। তাদের বোলো যে দাম না দিয়ে নেবার হুকুম আছে। এ সবের হিসাব-নিকাশ আমরা পরে ক'রব। এগুলি কোথায় নিয়ে যেতে হবে সে তারাই তোমাকে ব'লে দেবে।"

এইভাবে আমি বোস্টনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রচার বিভাগের সদর-দপ্তরে প্রথম দেখা দিলুম। প্রোগ্রেসিভ বুক শপ ওয়াশিংটন ষ্ট্রীট থেকে মাত্র কয়েকখানি বাড়ী তফাতে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম আমার ওয়েকফিল্ড সেলের এক ভূতপূর্ব্ব কমরেড, ফ্রাঙ্ক কোলিয়ার এর ভারপ্রাপ্ত। তাকে চিরকালই যেমন হাড়িমুখো বলে আমার স্মরণ হয় ঠিক সেই রকমই আছে এবং আমাকে দেখে কোন রকম উচ্ছ্বাস দেখালে না। বইএর দোকানটিতে মার্ক্স-লেনিন প্রভৃতির বিখ্যাত বই ভর্ত্তি সারি সারি শেল্‌ফ্, কমিউনিস্ট ম্যাগাজিনের বর্ত্তমান ও

অতীত সংখ্যা, ডেলি ওয়ার্কারের ও দি ওয়ার্কারের র‍্যাক। কতকগুলি বই যেমন সি পি. এস. ইউ (বি) এর ইতিহাস শুধু বিশ্বস্ত খরিদ্দারদের বিক্রী করা হয়।

কোলিয়ার কতকগুলি পুস্তিকা ও প্রচার-পত্রের একটা তাড়া তৈরী করলে। আমি ঠিকানা জানতে চাইলে সে বললে, "এসব মল্ডেনের ৩৪ নং হলিওক ষ্ট্রীটে যাবে।"

তেতলার যে ফ্ল্যাটের ঠিকানা আমাকে দেওয়া হ'ল সেখানে শুধু "মিলস" কথাটি লেখা ছিল—আমার পুরাতন বন্ধু অ্যালিস মিল্‌স্, এখন মলডেন শাখার নেত্রী।

এর পর অ্যালিসের ওখানে যে সব সেলের পরিবর্ত্তনসূচক অধিবেশন হ'ত, তাতে আমরা সদস্যদের কাছে পার্টির নূতন নীতি প্রচার করতে আরম্ভ করলুম, তাদের আগামী জুলাইতে পার্টির জেলা সম্মেলনের জন্য তৈরী করার উদ্দেশ্যে। জেলার সদর দপ্তর থেকে আমাদের যেরকম নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুসারে, আমরা অনবরত ব্রাউডারের নিন্দা করতুম এবং পার্টির পুনরুদ্ধারের কথা অবিরামভাবে বলতুম। আমরা সদস্যদের চোখের সামনে দেখাতে লাগলুম মার্কিন পুঁজিবাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অসঙ্গতি, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেণীবিরোধ, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলির নূতন সংগ্রাম এবং পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী জগতের মধ্যে স্পষ্টতর পার্থক্য। সমস্ত কমরেডদের সেলের অধিবেশনে আহ্বান করে তাদের বহুঘণ্টা ধরে ওই সব নীতিশিক্ষা দেওয়া হ'ত।

জুলাই সম্মেলনের জন্য মল্ডেন শাখাকে তিনজন সদস্য ও তিন জন বিকল্প সদস্য নির্ব্বাচিত করতে বলা হ'ল। আমি একজন বিকল্প ডেলিগেট হয়ে নির্ব্বাচিত হলুম। এফ. বি. আই-এর পক্ষে ভালই হ'ল, কেননা নির্ব্বাচিত না হয়ে ওখানে ঢুকতে বললে আমি তা পারতুম

না। জেলায় যত সম্মেলন হয়েছে তার মধ্যে এইটাই ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত আর গোপন সম্মেলন। প্রথমত সদর দপ্তর থেকে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করা হচ্ছিল যে গুপ্তচর, খবরের কাগজের রিপোর্টার, দল ত্যাগীরা ও বিরোধীমতের লোকেরা—যারা সাবধানে-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী গোলমাল করতে পারে—তারা না ঢুকতে পায়। তাছাড়া পার্টি তার সদস্যদের এই কথা দেখানোর জন্যও উদগ্রীব ছিল যে ব্রাউডারের আমলেই ঢিলাভাব শেষ হয়ে গেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নূতন দৃঢ়চেতা নেতৃবর্গ কোন রকম ন্যাকামি বরদাশ্‌ত্‌ করতে আর প্রস্তুত নয়।

বোস্টনের আফিস অঞ্চলে কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল এসোসিয়াসেনের ১নং জেলার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৪৫ সালের ২১শে জুলাইয়ের গরম প্যাচপেচে রাত্রিতে যখন রওনা হলুম, তখন· আমি একজন পোড়খাওয়া ঘাগী "কমিউনিস্ট" রূপেই গেলুম।

আমি মল্ডেন ডেলিগেটদের দেখতে পেলুম, প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি বাঁ-দিকে একটা বড় খালি টেবিলের সামনে বসে থাকতে। অ্যালিস মিল্‌স্‌ প্রধান ডেলিগেট ও সেই দলের কেন্দ্র স্বরূপা, তাছাড়া ফ্রাঙ্ক কোলিয়ার আর গ্রেস স্মিথ নামে একটি মল্ডেনের মেয়ে, যাকে অনেকে শুধু কমরেড গ্রেস বলে জানে এদের সব দেখলুম। আমি দেওয়ালের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলুম, যাতে আমি সামনের দিকে মুখ করে সমস্ত সদস্যদের দেখতে পাই। বসামাত্রই আমি বুঝতে পারলুম যে এই অধিবেশনের আবহাওয়ার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কর্ম্মব্যস্ততার গুঞ্জন ধ্বনি আছে কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক সম্মেলনের মত হৈ-চৈ নেই। কোণে কোণে সলাপরামর্শ নেই। ডেলিগেটদের টেবিলের আশে পাশে ক্যানভাসিং নেই। কোন প্রকার চীৎকার বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নেই।

প্রত্যেকেই সেখানে একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। আমার খবরের কাগজের আফিসের ঘরের কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে প্রত্যেকেই জানে যে তাকে কাজ করতে হবে এবং ঠিক কি করতে হবে।

সম্মেলন জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু হ'ল—ব্রাউডারীর শেষ চিহ্ন তখনও বিলুপ্ত হয় নি। অ্যান বুর্লাক, প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পলিটিকাল এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আসল রিপোর্ট পেশ করলে। সে বোধ হয় জানত যে তার সময় হয়ে এসেছে। তার অভিভাষণ কমিউনিস্ট আত্মনিন্দার একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে ব্রাউডার নীতি ভুল করে গ্রহণ করেছিল এবং সে কথা এখন সে বুঝতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানকে ভুল পথে চালিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

অ্যান সম্মেলনে জাতীয় কমিটির খসড়া প্রস্তাবটি পেশ করলে, যেটা ডুক্লোর চিঠি থেকে গড়া, আর সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে। সে বললে যে কমরেড ব্রাউডারের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উপর একটা নির্ভরতার ভাবের সৃষ্টি করা, যাতে পার্টির নেতৃত্বকে অন্তঃক্ষীণ করেছে। সে বললে যে ডুক্লোর চিঠির সঙ্গে সে একমত। শেষে, সে অবিলম্বে পার্টিতে মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠা এবং পার্টিকে পুনর্গঠনের জন্য আহ্বান জানালে।

তারপর সম্মেলন পূর্ব্বাদস্তুর চলল। আমেরিকান ইয়ুথ ফর ডেমোক্রাসির পূর্ব্ব-পরিচিত প্রথম অধিবেশনের ধারায় চলল। যাঁরা বলতে ইচ্ছা করেন তাঁরা ওই উদ্দেশ্যে বিলি করা কার্ডে নিজেদের নাম ও পরিচয় সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সভাপতি—সম্মেলনের এক এক অধিবেশনে এক একজন সভাপতি থাকত—সেই সব কার্ড বেছে

বেছে পূর্ব্ব অনুমোদিত বক্তাদের 'আহ্বান'' করত। আমি জানতুম যে আমার উপর বক্তৃতার ভার ছিল না, আমি পরীক্ষা করার জন্য আমার নামটা পাঠিয়ে দিলুম, আমার ডাক যথারীতিই এল না। অ্যালিস মিলস্ও তার নাম পাঠালে। সে কি বলবে তা আমি আগেই জানতুম এবং এফ. বি. আইকে তার পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এর সঙ্গে সে দাবী করলে যে পার্টি প্রোলিটেরিয়েট ও বুর্জোয়ার মধ্যে ভেদ বাড়াক্ ও বিরোধকে তীব্রতর করুক। ব্রাউডার যেমন এদের মধ্যেকার অসঙ্গতি ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছিল সে রকম না হয়।

একের পর এক বক্তা উঠে ব্রাউডারের প্রণালীর শ্রাদ্ধ করলে, এক এক সময় তাদের নিন্দা উপরওয়ালাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। চাকা বা দিকে এতখানি ঘুরে গেল যে, সভা বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বক্তাদের কার্ড দেখে আহ্বান করার প্রথাতেই বেচে গেল।

সভা যখন গভীর রাত্রে গোলমাল ও শ্রান্তির মধ্যে ভাঙ্গল তখন সকলেই বাড়ী গেল না। কয়েকজন মূল নেতা লিট্‌ল. বিল্ডিংএর আফিসে গোপন অধিবেশনে আহুত হ'লেন —পরদিনের কার্য্যসূচী ঠিক করার জন্য। আমাকে ডাকা হয় নি, তবে সভার বিবরণী মদের মুখে আমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেল। আমি ব্যুরোতে তাড়াতাড়ি একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিলুম যে পার্টির মধ্যে কি ভাবে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তারপরে বাড়ী গিয়ে আলো জ্বালিয়ে হ্যাল লীয়ারির জন্য অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী টাইপ করলুম।

রবিবার সকালের অধিবেশনের শুরুতেই ঘোষণা করা হ'ল যে কার্য্যসূচীর কতকটা পরিবর্তিত হবে এবং কতকগুলি আলোচনা বন্ধ

হবে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে এই সব ব্যাপার আগের রাত্রের সভায় স্থির হয়েছে। সম্মেলন বসতেই টের পাওয়া গেল যে ঘৃণা প্রচার বন্ধ হয়েছে আর নেতারা পুঁজিবাদের বিরোধিতা একটু নরম ভাবে করবেন। পার্টির নেতাদের নিজেদেরই উস্কানো ব্রাউডার নীতির বিরোধিতা প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে গিয়েছিল এবং রক্তের চাপ তখনও খুব উঁচুতে। সকালের অধিবেশনে তর্ক বিতর্কে দুপুর পার হয়ে গেল। ডেভ বেনেট চেয়ারম্যান হিসাবে বেশ যোগ্যতার সঙ্গে ব্রাউডারী নীতির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি এবং মার্ক্সীয় নীতির যত কিছু বিচ্যুতির সামঞ্জস্য করতে লাগল। কিন্তু এই সব রফা-নিষ্পত্তি চরম বামপন্থীদের মনঃপূত হ'ল না।

রবিবারের শেষ অধিবেশনের আগে ডন টর্মি তার বিপক্ষে যে সব বাধার স্থষ্টি করা হয়েছিল সে সব ভেঙ্গে বক্তৃতা-মঞ্চে উঠতে পায় নি। কিন্তু একবার উঠতে পেয়ে আর তাকে ঠেকায় কে? সে একেবারেই ভেদ, অরাজকতা ও অন্তর্বিরোধের লাল ঝাণ্ডা নেড়ে বললে যে এইবার সময় এসেছে—মার্ক্সীয় নীতি অনুসরণ করে এখনই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ঘরোয়া যুদ্ধে পরিণত করে বিপ্লবের পথ সুগম করতে হবে। টর্মি পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, পার্টির নীতিতে যে ধর্ম্মঘট না করার প্রতিশ্রুতি আছে সেটা বর্জন করা হোক। সে এতখানি সমর্থন পেলে যে জাতীয় কমিটির কর্ম্মসূচী মামুলী-ভাবে গ্রাহ্য হ'ল না। সম্মেলনের কমিটি ভেবেছিলেন যে সম্মেলনের শেষে এক ভোটে সমস্ত খসড়া প্রস্তাবটি অনুমোদিত হবে। তা হ'ল না। টর্মি তাদের বাধ্য করলে প্রস্তাবটির প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের উপর স্বতন্ত্র ভাবে ভোট নিতে। সে নেতাদের এবং জেলার সকল সদস্যদের জড়িয়ে আক্রমণ করলে এই বলে যে তারা এখনও ব্রাউডারী নীতি আঁকড়ে ধরে আছে। টর্মি-বিদ্রোহে নেতাদের

যথেষ্ট ঘা খেতে হ'ল ; এখন তাদের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার একান্ত দরকার, এবং আমার সৌভাগ্যক্রমে অ্যালিস গর্ডন এই কাজে এগুলো।

সে বললে, "প্রথমতঃ আমরা যে সব নীতি অনুসরণ করেছি তার অনেকগুলিই সঙ্গত ও নির্ভুল, মার্ক্স-লেনিনবাদ সম্মত। সেগুলি যুদ্ধ জয়ের নীতি এবং ব্রাউডার নেতা না থাকলেও সেগুলি অনুসরণ করতে হ'ত।"

"তাই শুধু নয়, কমরেড টমি"—কমরেড বলা তখন আবার শুরু হয়ে গেছে—"সমস্ত সভ্যদের দোষ দিয়ে ভুল করেছেন। আমি কয়েকজনকে জানি যাঁরা ব্রাউডারের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। মনে থাকতে পারে যে মল্ডেনের কমরেড হার্ব্বি শেষ পর্য্যন্ত রাজী হ'ন নি এবং ব্রাউডার কর্ম্মসূচী শুধু পার্টির ঐক্যের জন্য গ্রহণ করেন।"

আমি ত শুনে লাল হয়ে গেলুম, কোন রকমে মুখ ঢাকতে পারলে বাঁচি। সৌভাগ্যক্রমে অ্যালিস আমার দিকে তাকায়নি যাতে লোকে আমায় চিনতে পারে। আমি যে রকম অজ্ঞাত থাকতে চাই সেই রকমই রইলুম। মল্ডেন টেবিলে আমার সহযোগীরা আমার দিকে নূতন দৃষ্টিতে চাইলেন। এক বছর আগে বেকন হিল সেলে যে খোঁচা দিয়েছিলুম, তা' এখন বেশ কাজে লেগে গেল। আমি বুঝলুম যে দলের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং এফ. বি. আই-এর পক্ষে অনুকূল।

খসড়া প্রস্তাবটি সম্মেলনে এক একটি অনুচ্ছেদ ধরে পেশ করা হ'ল এবং ক্রমে ক্রমে নেতারা বামপন্থীদের বিদ্রোহকে খানিকটা ঠেকাতে পারলেন, কিন্তু কিছু কিছু আপোষ করতে হ'ল। বিরোধীদের কতককে ঠাণ্ডা করা হ'ল "ধর্ম্মঘট করব না" এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে লেজুর জুড়ে দিয়ে যে মনিবরাও শ্রমিকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করবেন না। ফ্যানি হার্টম্যান প্রস্তাব করলে যে, যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে তখনও বিতর্ক

রয়েছে সেগুলি আরও ভাল করে বিবেচনা করা হোক। খুব অল্পের জন্য নেতারা জিতলেন। বাঁ দিকে দোলনা এত জোরে দুলল যে ভোট নেওয়ার সময় ইচ্ছা করলে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে এই অনুমতি দেওয়া হ'ল—যে অস্বাভাবিক প্রণালী আমি পার্টির সভায় এর আগে আর দেখিনি। অনেক লোক ভোট দিতে বিরত রইল।

শেষ জিতটা শ্রান্তি আর জাতীয় কমিটির কর্ম্মসূচী থেকে এল। অনেক রাত্রে ভি জে জেরোম বলে জাতীয় কমিটির একজন সদস্য এমন এক লম্বা আর এলোমেলো বক্তৃতা শুরু করলে যে অতি অল্প লোকেই তা শুনলে আর বোধ হয় কেউই তার কিছু মনে রাখতে পারলে না। তাতে কিন্তু একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ডেলিগেটরা আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল। সম্মেলন ভাঙ্গল, তবে জানানো হ'ল যে আবার ডাকা হবে ১১ই কি ১২ই আগষ্ট নিউ ইয়র্ক সম্মেলনের পরে।

এফ. বি. আই-এর কাছে কুড়ি পাতা টাইপ করা রিপোর্ট তৈরী করতে কয়েকদিন অনেক রাত্রি অবধি পরিশ্রম করতে হ'ল। আমি একটা নামের ফর্দ্দ পাঠিয়ে দিলুম তাতে সম্মেলনে যে তিনশ লোক ছিল, তার প্রায় একশোরই নাম দেওয়া গেল। আমি প্রচার-পত্র, পুস্তিকা, ভোটের তালিকা ইত্যাদিও পাঠিয়ে দিলুম, আর তার সঙ্গে সম্মেলনের ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ চুম্বক। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে পার্টি কোন্ দিকে যাচ্ছে এবং কতদূর যেতে পারে তার একটা বিশ্লেষণ দেওয়া। সম্মেলনের কার্য্যাবলী দেখে এবং বিতর্ক শুনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলুম যে রাশিয়া যদি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তবে পার্টি জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দেবে। কিন্তু রাশিয়া যদি দূর প্রাচ্যে কোন রকম সামরিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে অথবা যদি প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ শীঘ্র থেমে যায়,

সম্মেলনের পক্ষে মিস ক্লিনের বক্তৃতার প্রয়োজন ছিল। কোন্ মুহূর্তে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে সে সম্পর্কে ক্লিনের চমৎকার জ্ঞান, তদুপরি সে শ্রোতাদের মেজাজ ও সাড়া সম্বন্ধে নির্ভুল পরিমাপ করতে পারে, তাই ক্লিনের বক্তৃতায় সকলেই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। এইভাবেই ব্রাউডারবাদের সমাধি ঘটলো। ফষ্টার জিন্দাবাদ!

নব পর্য্যায়ে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম অধিবেশন থেকেই তীব্র সংগ্রামী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেল, সমস্ত নেতাদের উপর বেশ স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল 'পার্টির সেল ও ক্লাবগুলিতে ঢিলাভাব চলবে না। প্রত্যেক নেতা জেলার কর্ম্মাধ্যক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দ্দেশ নেবেন। আগাগোড়া সকলেই লৌহ নিয়মানুবর্ত্তিতায় বাঁধা থাকবে।"

জেলার সদর দপ্তরে আমি জানাতে পারলুম যে পার্টির শিক্ষকতা করার জন্য শীঘ্রই জন বারো সযত্ন-নির্ব্বাচিত লোকদের জন্য খুব গোপন শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং আমার নাম নির্ব্বাচিতদের ফর্দ্দের মধ্যে আছে। ফর্দ্দটিকে দলের সকল বিভাগ থেকে সাবধানে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষকদের তৈরী করা, যারা সেলে সেলে গিয়ে পার্টির নূতন নীতিকে বিশ্লেষণ করে করে সদস্যদের জন্য কর্ম্মপন্থা স্থির করে দেবে। আমি আরও জানলুম যে জেলার সদর দপ্তরের সঙ্গে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আমার নূতন করে পরীক্ষা চলছে। দলের যে কমিশন এই সব পরীক্ষা করে তাদের চোখে কোন লোকই পাকাপাকিভাবে পাশ হয় না, তা সে পার্টির একেবারে নিম্ন স্তরেরই হোক বা সর্ব্বোচ্চ স্তরেরই হোক্। স্পষ্টই বোঝা গেল যে কমিশন খুব ব্যস্ত।

পার্টির নিরাপদ মনোভাব তীব্রভাবে আহত হ'ল যখন ১৯৪৫

সালের ১০ই অক্টোবর লুই বুডেনৎস্ ডেলি ওয়ার্কারের প্রধান সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করলে যে সে পার্টি ত্যাগ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে ফিরে গেছে। সদস্যদের অস্বস্তি তীব্র ক্রোধে পরিণত হ'ল কেননা এ উপরের দিকের বিশ্বাসঘাতকতা। সাধারণ সদস্যরা একবার ব্রাউডারের "বিশ্বাসঘাতকতা"র কথা শুনেছে। এই প্রথম পার্টির ইতিহাসে সাধারণ সদস্যরা নেতাদের সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। সে সন্দেহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বড় একজন নেতা যদি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে ত কোন জেলার বা শাখার নেতাই বা হবে না কেন? এই আঘাতে লোকে ডন টর্মির যুক্তিকেই ঠিক মনে করতে লাগল যে এখনও ব্রাউডারের দুষ্টভূত দলের কর্ম্মাধ্যক্ষদের কতকের ঘাড়ে চেপে রয়েছে।

আত্মসমালোচনা দিয়ে এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। কঠোর ও তীব্র পাল্টা আক্রমণ করাই স্থির হ'ল। পার্টির জাতীয় বা স্থানীয় নেতাদের সমালোচনা একেবারে বরাবরের জন্য বন্ধ করার জন্য নূতন চেষ্টার নির্দ্দেশ এল। বুডেনৎস ব্যাপারের আলোচনার জন্য গোপন অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলুম। একজন বক্তা আমার অচেনা। তার একমাত্র নাম যা আমি জানতে পারলুম, তা হচ্ছে "কমরেড স্যাম"। স্পষ্টই দেখা গেল, তার মেজাজ একেবারে রণোন্মাদ হ'য়ে গেছে।

আমরা একটি ছোট্ট ঘরে মাথার উপরে একটি মাত্র আলোর নীচে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে তার বক্তৃতা শুনলুম। "বুডেনৎসের বিশ্বাস-ঘাতকতা লুকোবার প্রয়োজন নেই। বুডেনৎস্ কে? গোড়া থেকেই তার পটভূমিকা অবিশ্বাস ও পাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে একটা পা-চাটা লোক যে নিজের সুবিধার জন্য ভিতরে ঢুকে কায়দা ক'রে

উপরের আসনে গিয়ে বসেছিল।” কমরেড শ্যাম কঠোর সতর্কতা-জ্ঞাপক ভঙ্গীতে বললে “বুডেনৎস্‌কে যথোপযুক্ত পরীক্ষা না করেই, উঁচুপদ দেওয়া হয়েছিল।

“এ থেকে যে বড় জিনিষ আমরা শিখতে পাই সে হচ্ছে এই যে শ্রেণীর শত্রু যে আমাদের চার পাশেই আছে তা নয়, আমাদের ভেতরেও আছে। তাদের অবশ্যই খুঁজে বার করা হবে।”

তার অর্থপূর্ণ বিরতি তীব্র নীরবতাতে প্রতিফলিত হ'ল। একমাত্র বৈদ্যুতিক দীপের বক্র রশ্মিতে কমরেড শ্যামের মুখ নিষ্ঠুর ভাবে চিত্রিত দেখাল। এই বিরতির মধ্যে ঘরের কুড়ি জন নরনারীর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস ধ্বনিত হ'তে লাগল।

প্রত্যেকেই হয় বক্তার দিকে নয় তার মাথার পিছনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইল কেউ তার পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখতে ভরসা করলে না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলুম। মনে হচ্ছিল যে আমার পিছনের লোকটির দৃষ্টি বোধ হয় আমার মাথা ভেদ করে যাচ্ছে। আমি কিন্তু জানতুম যে আমি একাই নই, ঘরের প্রত্যেকেই—তা পার্টির মধ্যে তার যাই পদমর্য্যাদা থাক্, যে উদ্দেশ্যেই সে এসে থাকুক—সকলেই অস্বস্তি বোধ করছে। বক্তার দৃষ্টি ঘরের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

সে প্রত্যেকটি কথার পর থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, “পার্টিকে নির্দ্দয়ভাবে কাজ করতেই হবে আর করবেও। উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত যে সকল শত্রুচর আমাদের মধ্যে অযথা প্রবেশ করেছে পরীক্ষাকারী কমিশন তাদের খুঁজে বার করে নষ্ট করবেই। আমরা কোনদিকে নজর দিতে ছাড়ব না।

“বুডেন্‌ৎসের মত পার্টির মধ্যে আরও অনেকে আছে যারা মোটেই

নির্দ্দোষ নয়। তবে তার মানে এ নয় যে শ্রেণী-শত্রুদের সঙ্গে পূর্ব্বেকার সংশ্রবের জন্য সকল কমরেডের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হবে। অতীতকে যদি অস্বীকার করা হয় এবং সংগ্রামের মধ্যে আত্মপরীক্ষা দেওয়া হয় তাহ'লেই হবে। কিন্তু এটা ঠিকই যে সকল কমরেডকেই অতীত সম্বন্ধে দ্বিগুণ ভাবে সচেতন হতে হবে।"

বক্তা তারপর কতকগুলি বাঁধা গৎ আউড়ে যেতে লাগলেন, নিয়মানুবর্ত্তিতা, দুর্ব্বলদের ছাঁটাই করা এবং যে কোনও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এক মজবুত শক্তিশালী দল গঠনের আবশ্যকতা ইত্যাদি। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতে হতে আমরা কতকটা শান্ত হলুম। কিন্তু সভা ভাঙ্গবার পর কেউ কারুর সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বললে না। সেই সময় থেকে পার্টিতে বুডেনৎসের নাম বড় একটা শোনা যেত না।

প্রত্যেক অকমিউনিস্ট দেশেই মায় যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত, কমিউনিস্ট পার্টির একটা বিশেষ সহায়ক হচ্ছে গোপন ছাপাখানা। কোন জাতিকে ও তাদের সরকারকে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করতে হলে প্রচার ও শিক্ষাই মূল অস্ত্র। এরূপ কাজের সংগঠনের জন্য ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তিকা, মাসিক পত্র, হ্যাণ্ডবিল ও সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ ও প্রচার করা একান্ত প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট পার্টির কাজ যখন আইনসঙ্গতভাবে চলতে থাকে, তখন অবশ্য ছাপার কাজ আইন সিদ্ধ প্রকাশ্য ছাপাখানাতেই হয়। কিন্তু পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই শেখান হয় যে প্রত্যেক দেশেই যখন কমিউনিস্টরা শক্তি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করবে তখন আইনগ্রাহ্য কর্ত্তৃপক্ষরা তাদের দমন করবার জন্য নির্দ্দয়ভাবে চেষ্টা করবে। এবং এই প্রকার প্রচেষ্টার প্রথম সোপানেই হবে যে সব ছাপাখানা থেকে প্রতিদিন আন্দোলন ও

প্রচারের কাগজ বেরোয় সেই ছাপাখানাগুলি বন্ধ করা। পার্টির ছাপাখানা যদি সত্যই বন্ধ করা হয় ত পার্টিকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে। এজন্যই আসল কথা হচ্ছে যে পার্টির ছাপাখানা বন্ধ হতে পারে না।

কেননা, পার্টির কর্ম্মতৎপরতা যতই গোপনে চলতে থাকে, ততই তাদের ছাপাখানাও গুপ্তস্থানে চলে যায় এবং তাদের কর্ম্মতৎপরতা বেড়েই যায়। ইউনাইটেড স্টেটসের কমিউনিস্টরা তাদের ছাপাখানাকে বেআইনী ঘোষণা করলে সেজন্য ভাল রকমই তৈরী আছে। ১৯৪৫ সালেই যখন আমি ম্যাসাচ্যুসেট্স্ কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষা সংসদের দুজন সদস্যের অন্যতম ছিলুম, তখনই আমি বহু বিস্তৃত গোপন ছাপাখানাগুলির অস্তিত্বের কথা এবং তাদের দলবৃদ্ধির প্রচেষ্টার কথা জানতে পারি।

পার্টির কতকগুলি ছাপাখানা ও তৎসংশ্লিষ্ট আসবাব পত্রকে শুধু হাতে রাখা হয় যে প্রয়োজন মত চালু করা হবে। ফালতু কাগজ ও ছাপার কালীর একটা বড ভাণ্ডার মজুত আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ গোপন ছাপাখানাই চালু আছে এবং তাদের ক্রিয়া চালাচ্ছে লুকিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে নয়। তারা প্রকাশ্যেই বেশ আইন সম্মত ও সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের রূপে কাজ চালাচ্ছে এবং নিজের খরচা চালাবার জন্য যথেষ্ট রোজগার করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বেশ বড় এবং খ্যাতনামা ছাপা ও পুস্তক প্রকাশকদের প্রতিনিধি। কিন্তু তাদের পরিচালক বিশ্বস্ত কমরেড. সঙ্কেতমাত্র ছাপাখানা শুদ্ধ গায়েব হয়ে থাকার জন্য প্রস্তুত। ইতিমধ্যে তারা এমন অনেক গোপন জিনিষ পার্টির জন্য ছাপছে যা পার্টির প্রকাশ্য ও আইন সম্মত ছাপাখানায় ছাপান নিরাপদ নয়।

আমি বোস্টনের এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের সহকারী অ্যাডভার্টাইসিং

ম্যানেজারের চাকরী করার সময় ছাপা ও পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ীদের এবং কমিউনিস্ট গোপন ছাপাখানাগুলিকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমতঃ পার্টি আমার পদের সুযোগ গ্রহণ করে আমার ব্যবসায় সংক্রান্ত অর্ডারের মধ্যে তাদের ফ্রন্টের পুস্তিকা প্রকাশের অর্ডার ঢুকিয়ে দিত এবং তাতেই আমি বুঝতে পারতুম যে কোন্ মুদ্রাকররা পার্টির লোক। আমাকে বলে দেওয়া হ'ত, অর্ডারগুলি যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে এক জায়গায় বেশী কাজ দিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি না করা হয়। আমি ছাপাখানার বিলগুলি নগদ দিয়ে দিতুম তারপর পার্টির সদর দপ্তর থেকে আমার দেওয়া টাকা শোধ ক'রে দেওয়া হ'ত।

পার্টির প্রচার বিভাগের সদস্য থাকায়, আমি এর অনেক দক্ষ মিস্ত্রী, বিশেষ করে ছাপাখানার মিস্ত্রীদের চিনতুম। পেশাদারী মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার জন্য আমাকে বোস্টনের আধুনিকতম "গোপন" ছাপাখানা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আহ্বান করা হ'ল। এই ছাপাখানাটি অফসেট প্রণালীতে নানাবিধ জিনিষ ছাপবার সম্পূর্ণ ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান। পার্টি আমাকে বললে যে ছাপাখানাটি পরীক্ষা করে বেশ ভাল ভাবে চালানোর জন্য আমার যদি কোন প্রস্তাব থাকে ত পেশ করতে। এই প্রণালীর সুবিধা হচ্ছে যে এতে টাইপ না সাজিয়েও পুনঃ পুনঃ ছাপার কাজ চালানো যায়, এমন কি লিনোটাইপ প্রণালী একেবারে বাদ দিয়ে টাইপ-করা জিনিষ অসংখ্য কপি ছাপা যায়।

আমি পার্টির কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে করলুম। তার চেয়েও বেশী। বললুম, "তোমাদের কাজের কিছু নমুনা দাও যাতে আমি চেষ্টা করে তোমাদের জন্য কিছু কাজ সংগ্রহ করে দিতে পারি। আমাকে সমস্ত রকম কাজের সম্পূর্ণ নমুনা দেওয়া হ'ল। আমি সেগুলি সরাসরি

এফ. বি. আইতে পাঠিয়ে দিলুম। বোধ হয় এখনও ওখানকার ফাইলে আছে। এগুলি কতকটা ছাপাখানার আঙ্গুলের ছাপের কাজ করবে। ওই ছাপাখানা থেকে ভবিষ্যতে যা কিছু ছেপে বেরুবে সেগুলিকে সনাক্ত করার চমৎকার উপায় হবে। এ ছাড়া আমি ছাপাখানাটির প্রত্যেক যন্ত্রের ফর্দ একটা পেলুম, এমন কি প্রত্যেক যন্ত্রের মডেল নম্বর পর্য্যন্ত।

পার্টির ভাল সদস্য হিসাবে আমার পক্ষে পার্টির ছাপাখানার প্রক্রিয়ার উপর ধোঁয়ার পর্দা স্থষ্টি করা কর্তব্যের মধ্যে ছিল। কাজেই একদিন যখন একজন ভাল ও অকমিউনিস্ট বন্ধু লিনোম্যাট কোম্পানীর প্রতিনিধি স্যাম একটা সমস্যার সমাধানের জন্য আমার কাছে এল খুশী হয়েই তাকে সাহায্য করলুম।

সে বললে, 'হার্ব. একটা তাড়াতাড়ির কাজ আছে। অফসেটে করতে হবে, তিনশ পাতা। কাজটা এত ছোট যে, যে ছাপাখানা কাজটা নিয়েছে, তারা করতে চাচ্ছে না। তাদের ছাপাখানা নিয়মিত বেগে চলতে চলতে কাজটা ফুরিয়ে যাবে। কিছু উপায় বলতে পার ?"

পার্টির অফসেট যন্ত্রের কথা মনে পড়াতে বললুম, "নিশ্চয়ই, আমি একটা নতুন ছাপাখানা জানি, তারা কাজটা খুশী হয়েই নেবে আর দামেও সুবিধা দেবে।" আমি স্যামকে ছাপাখানার নাম ঠিকানা দিয়ে দিলুম।

কিছুদিন পরে আমি আরেকটা কাজে ওদের অফিসে গেলুম। মুদ্রাকর আমার কাজ হয়ে যাবার পর আমাকে বললে, "স্যাম বেকারের কাজটা কিন্তু খুব ভাল। ইউনাইটেড স্টেটসের সরকারী কাজ।"

"সরকারী কাজ!"

আমি বেশ উৎসাহ দেখাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফ্যাকাশে বনে গেলুম। হয়ত একটা দারুন ভুল করে ফেলেছি। স্যাম বেকার আমাকে সরকারী কাজের কথা কিছুই বলেনি আর সে ত

নিশ্চয়ই জানত না যে সে কমিউনিস্ট ছাপাখানার সঙ্গে কারবার করছে। আমার প্রথম চিন্তা হল সরকারী গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পার্টিও ভুল করেছিল।

মুদ্রাকর বললে, "হ্যাঁ, ভারী দুঃখ হ'ল যে কাজটা ছেড়ে দিতে হ'ল!"

"ছেড়ে দিলে? কেন?"

"নিরাপত্তা! আমরা কাজটা নেবার আগে আমাদের পুলিশের কাছে ছাড় নিতে হ'ত। আমাদের এমন অবস্থা নয় যে একদল এফ. বি. আই-এর চরেদের দ্বারা পরীক্ষিত হই। আমার অবশ্য বিশ্বাস ছিল যে তারা কোন কিছু ধরতে পারবে না, কিন্তু উপরের থেকে সিদ্ধান্ত হ'ল যে এখন এসব ঝঞ্ঝাটে দরকার নেই।"

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সহানুভূতি দেখালুম, "তাই ত, বড়ই খারাপ। স্যামকে কি বললে?"

"বললুম যে অতগুলি প্লেট অত তাড়াতাড়ি চালানোর মত যন্ত্রপাতি এখনও আমাদের তৈরী হয়নি।"

যদিও পার্টির বড় কাজের জন্য ছাপাখানাগুলি সব সময়েই পাওয়া যেত, তবু অনেক খুব দরকারী গোপন জিনিষ ছাপা হ'ত সদর দপ্তরে সেই ছোট মিমিওগ্রাফ যন্ত্রটিতে যেটিকে আমি সারিয়ে সুরিয়ে খাড়া করে দিয়েছিলুম এবং অনেক দিন চালিয়েছিলুম। ১৯৪৫ সালের হেমন্তে বোস্টন অঞ্চলের প্রায় দেড় হাজার কমিউনিস্ট থেকে বেছে এক অত্যন্ত গোপন মার্ক্সীয় শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী নিয়োগ করা হ'ল। ষোলজন নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থীর মধ্যে আমি একজন। এইখানকার শিক্ষার বিষয়টি পার্টির জাতীয় সদর দপ্তরের একটা কাগজ থেকে নকল করে নেওয়া হ'ল। এর কোন কপি শিক্ষাকেন্দ্রের বাহিরের কোন কমরেডের

হাতে না পড়ে তার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কাজেই খুব সীমাবদ্ধ কপি ঐ মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে তৈরী করা হ'ল, মাত্র শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের জন্য।

এই জিনিষটি খুব মূল্যবান। এ থেকে বোঝা যেত যে বোস্টনে এবং অন্যত্র কি ভাবে মার্ক্সবাদ শেখানো হচ্ছে, একটি জীবন্ত ও সংগ্রামী শক্তি হিসাবে যা আমাদের সময়ে ও আমাদের দেশেও প্রযোজ্য। এর একটা কপি ব্যুরোর জন্য অতি সহজেই পাওয়া গেল। প্রত্যেক স্টেন-সিল টাইপ করার পর আমি পেছনের কাগজগুলির পাতলা ফাইবারের অন্তর কাগজটি সরিয়ে পকেটে পুরতুম, তারপর এফ. বি. আই-এর কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিতুম। কাজেই ছাত্ররা দেখবার আগেই সরকারের কাছে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়টি পৌঁছে গেল।

স্থির ছিল যে এই গোপন শিক্ষাকেন্দ্রটি বোস্টনের আফিস অঞ্চলের স্কোলে স্কোয়ারের ওয়েস্ট এণ্ড কমিউনিস্ট ক্লাবে বসবে। সপ্তাহে এক দিন করে আটটি বক্তৃতা হবে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। প্রথম অধিবেশনের দিনটি ঠাণ্ডা ও বিরস। আমি স্কোয়ারের আমার আফিসে অনেক দেরী পর্য্যন্ত কাজ করে কমিক অভিনেতাদের খ্যাতনামা (বা কুখ্যাত) জো এণ্ড মেমোর রেঁস্তরায় সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করলুম। সেখান থেকে ধরা না পড়ার জন্য পার্টির উপদেশমত খানিকটা দূর ফিরবার পথে অগ্রসর হয়ে আবার অন্যপথ দিয়ে স্কোয়ারের দিকে ফিরে এলুম। বেকল হিল তখন প্রায় জন-শূন্য অথচ পাশেই স্কোলে ও বাউয়েন স্কোয়ারে সান্ধ্যভ্রমণকারীর যথেষ্ট ভীড়। হ্যানকক ষ্ট্রীটের ইট বার-করা পথের উপর দিয়ে চলতে চলতে চার দিক দেখে নিলুম। রাস্তার একেবারে শেষে ছাড়া, আর কোন লোক নেই। রাস্তার মোড়ে একটি মাত্র রাস্তার আলোতে

বেকল হিলের পুরানো বাড়ীগুলির ছায়া আরও গভীর হয়ে পড়েছে। রাস্তাটা যেখানে স্কোয়ারে গিয়ে পড়েছে সেখানে জন প্রাণী নেই। আমি আশা করেছিলুম যে এফ. বি. আই. প্রহরীদের কোন চিহ্ন দেখতে পাব, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কোন কার, কিম্বা একজন লরীওলা তার ছেঁদা টায়ার মেরামত করছে. কিম্বা একজন মাতাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না।

রাস্তা পেরিয়ে কোণের দোতলা বাড়ীটায় দিক যেতে যেতে ৩নং হ্যানকক ষ্ট্রীটের বাড়ীটার ফটকের মধ্যে চট করে ঢুকে পড়লুম। এ বাড়ীটা বাহিরে থেকে দেখতে রাজমিস্ত্রীদের ইউনিয়নের আফিস কিন্তু আসলে ওয়েস্ট এণ্ড কমিউনিস্ট ক্লাব এবং গোপনীয় শিক্ষাকেন্দ্র। আমি প্রায়ান্ধকার হলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালুম। হল থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়েছে। প্রথমে কোন সাড়া শব্দ পেলুম না। তারপর ওপর থেকে চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলুম তারপর একটা সরু বারাণ্ডা দিয়ে চলতে লাগলুম যার একমাত্র আলো একটা ভিতরের আপিসের কাঁচের পর্দার মধ্যে দিয়ে এসে পড়েছে। দরজা খুলে একটি ছোট্ট ঘর দেখতে পেলুম, যার ছাদ থেকে মাত্র একটি আলো ঝুলছে। একটা টেবিলের উপর ওভারকোট, হ্যাট ও গলাবন্ধের স্তূপ। বাঁদিকে আর একটা টেবিল আর তিনখানা চেয়ার। টেবিলের সামনে চার পাঁচ সারি ভাঁজ করা চেয়ার।

টেবিলে ফ্যানি হার্টম্যান অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কইছিল। মেয়েটি আমার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল, তার চুল অল্প আলোতেও লালচে দেখাচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের মুখের উপর আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিলুম, কিন্তু তাদের চেনার কোন ভাব প্রকাশ

করলুম না বা কারুর দিকে বেশীক্ষণ চাইলুম না। সেই দলের মধ্যে অল্প লোকই ছিল যারা আমায় মুখচেনা বা নামজানা। আমি কোটের গাদার উপর কোটটা ছুঁড়ে ফেলে পেছনের একটা চেয়ারে বসে পড়লুম এবং চেয়ারটা সরিয়ে একেবারে র‍্যাডিয়েটারের উপর ঠেসে ধরলুম। কেউ আমাকে কোনরকম অভিবাদন করলে না, একজন শুধু একটু কাৎ হয়ে একটা আঙ্গুল তুলে মাথায় ঠেকালে। আমি একটু হেসে শিক্ষকের টেবিলের দিকে নজর দিলুম, ছাদ থেকে ঝোলানো অল্প আলোতে জোর করে চাইতে হ'ল। কিন্তু যা দেখলুম তাতে প্রায় চেয়ার খেকে পড়ে যাওয়ার জোগাড়।

লালচুলো মেয়েটি হ'ল ডাঃ হুল্ডা ম্যাকগার্ভে। তার সঙ্গে আগে দেখা হয়েছিল স্যাম আডামস স্কুল অফ সোসিয়াল ষ্টাডিজে। তাকে আমি ভেবেছিলুম ভ্রান্ত উদারনৈতিকদের একজন, যাকে ভুলিয়ে কমিউনিস্ট ফ্রন্ট শিক্ষাকেন্দ্রে আনা হয়েছিল। আমি দেখে অবাক যে সে এখন কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরের চক্রের লোক। সে স্মিথ কলেজ ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট, মাউন্ট হলিওক কলেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক এবং স্মিথ কলেজের মনস্তত্ত্বের সহকারী অধ্যাপক। তাকে লোকে বিদুষী বলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা কেউই জানত না।

ফ্যানি হার্টম্যান যখন চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলে যে নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থীরা সকলেই উপস্থিত হয়েছে, তখন শিক্ষণীয় বিষয়ের সূচীটি বিলি করে দিলে, তার পরে জেলার পার্টির নেত্রী হিসাবে নিজের ভাষণ সুরু করলে।

নিঃস্তব্ধ ঘরে তার কোমল কণ্ঠ যেন ক্ষুর শান দেওয়ার আওয়াজের

মত শোনালো। "বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই জানেন, এটা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মামুলী শিক্ষার ব্যবস্থা নয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষার মোটামুটি ধারণা করার মত অভিজ্ঞতা আশা করি. আপনাদের সকলেরই আছে। না থাকলে আপনারা এখানে উপস্থিত হতে পারতেন না। আজকের এ সভার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী করা, এর ফলে আপনারা অন্য কমরেডদের শেখাতে পারবেন। আপনাদের দায়িত্ব হবে আমাদের পার্টির কর্মিবৃন্দকে তৈরী করা যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীকে বিশ্বের ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষত মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সাম্যের সংগ্রামে নিয়োজিত করতে পারে।

"পার্টির প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ব্রাউডারবাদের শেষ কণাটুকুরও উচ্ছেদ করার জন্য এবং সুসংবদ্ধ আন্দোলনের ফলে মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী শিক্ষাকে গভীরতর করার জন্য এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী।" কথাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে সে বলতে বলতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল। বললে, "বিশেষ করে আপনারা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্ক্স ও লেনিনের নীতি ও শিক্ষা প্রয়োগ করার উপায় পাঠ করবেন। আপনাদের দায়িত্ব হবে সহর এবং শাখা স্কুল সংগঠন করা এবং প্রত্যেক সেলে মার্ক্সবাদী শিক্ষা কতদুর এগুলো তা নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করা। কতকগুলি ক্লাসে আপনারা নিজেরাই অধ্যাপনা করবেন, আর আপনারা শিক্ষা দেবেন অন্যদের এই রকম ক্লাস নেওয়ার জন্য।"

শিক্ষার্থীরা চেয়ারে নড়ে চড়ে বসে দীর্ঘ পাঠের জন্য তৈরী হ'ল। আমি নোট নিতে লাগলুম। ফ্যানি ভাল ভাবে শিক্ষাদানের কৌশল সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। সে বুঝিয়ে দিলে যে ভাল শিক্ষক হ'লে

যে কোন লোককে কমিউনিস্ট ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে, তা তার সমাজে যেমন প্রতিষ্ঠাই না থাক।

সে আলোচনা শেষ করলে নানা শ্রেণীর উপর সাম্যবাদী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের প্রয়োগের কথা আলোচনা করে। সে নতুন সদস্যদের আসল "স্তর" নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা খুব জোর দিয়ে বোঝালে এবং বললে যে আগেই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শুরু করা অসম্ভব। এতে নবাগতরা ভড়কে যেতে পারে। তাকে ঠিক যথাস্থানে শুরু করাতে হবে, তারপর পদে পদে এগিয়ে দিতে হবে, আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে।

এরপরে অল্প একটু সময় প্রশ্নোত্তরের জন্য দেওয়া হ'ল, কিন্তু অতি অল্প প্রশ্নই করা হ'ল, যা হ'ল তা 'মামুলী'। তারপর ক্লাস ভেঙ্গে গেল, আমরা কোট পরে একে একে কিংবা ছোট ছোট দলে সরে পড়লুম। বাইরে এসে অনুষ্ঠানটা আর একবার দেখলুম কিন্তু বাড়ীটার আশে পাশে কাউকে দেখতে পেলুম না কেবল ছিলে পড়বার আগে।

বিশেষ ক্লাসটি সপ্তাহে এক রাত্রি করে চলল, প্রত্যেক দিন প্রায় দু ঘণ্টা কি তারও বেশী। ক্লাসে পুঁজিবাদ বিরোধী ও বিপ্লবাত্মক পাঠ ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। প্রায় পঁচিশখানি পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হ'ল, তার মধ্যে লিয়ন টিয়েভের "পলিটিক্যাল ইকনমি", মার্ক্সের "ভ্যালু, প্রাইস ও প্রফিট", এঞ্জেলসের "সোস্যালিসম, ইউটোপিয়ান এবং সায়েন্টিফিক", লেনিনের "ইম্পিরীয়ালিজ ম", বিটেল-ম্যানের "মাইলষ্টোন্‌স্‌ ইন দি হিস্টরি অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি, ইউ. এস. এ" (বিটেলম্যান পরে নিন্দিত হয়েছিল)।

কাজেই ক্লাসটি বিখ্যাত বইয়ের অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছুই নয়, এ কথা হলপ করে বলতে বললে সকলেই বলত। কিন্তু এ আয়োজন

যে শুধু সংস্কৃতির জন্য নয় তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ক্লাস ঘরটির অনাড়ম্বর পরিবেশ, ছাত্রদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আচরণ, প্রতি সপ্তাহেই একবার ক'রে মিলিত হওয়া, বিশ্বের বিভিন্ন সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা, সর্ব্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসপ্রিয়তা বর্জন করা, অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং সর্ব্বোপরি অনাবৃত আলোকে প্রদীপ্ত-বদন শিক্ষক মহাশয়দের উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাব ভঙ্গী—এ সবই ষড়যন্ত্রের প্রতীক। আসল কথাটা ঘুরিয়ে বলা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। এজন্য কমিউনিস্ট রূপকের আশ্রয় নিতে হ'ত। কেননা তখনও কমিউনিস্টদের স্মিথ য়্যাক্টের আওতায় কাজ করতে হচ্ছিল, যে আইন মতে হিংস্র বিপ্লবের সমর্থন ও শিক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য ছিল। আইনটি ১৯৪০ সালে হৈ চৈ না করেই পাশ করা হয়েছিল এবং তখন এর লক্ষ্য কমিউনিস্টদের থেকে ফ্যাসিস্টদের উপরই বেশী ছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা বুঝতে পেরেছিল যে আইন তাদের শিক্ষার উপরও খাটবে তাই তারা গোপন-তার আশ্রয় নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করত। কিন্তু আমি তাদের ছদ্মবেশের স্বচ্ছতা দেখে বিস্মিত হলুম।

ফ্যানি হার্টম্যান, ডাঃ ম্যাক্গার্ভে, কমরেড শ্যাম প্রমুখ শিক্ষকরা বিখ্যাত বিপ্লবাত্মক বইগুলি থেকে বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ উদ্ধার করে "নির্দ্দোষ" ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে নিজেদের বক্তব্য বোঝাত। তারা আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখতে বলত, "আমরা এসব কথা বুঝি কিন্তু যাদের আপনারা বোঝাবেন তাদের সকলের এত বুদ্ধি নাও থাকতে পারে। একজন নতুন সদস্যের পক্ষে পার্টির কৌশল সম্বন্ধে কখনই পূর্ণ জ্ঞান থাকার কথা নয়। তাকে ক্রমশঃ তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে

তথ্যগুলি ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তাদের "স্তর" উঁচু করুন, খালি "স্তর" উঁচু করুন।"

আমরা ছাত্র হিসাবে জানতুম যে, যখন তারা সমাজের অবিরাম ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের বস্তুতান্ত্রিক ক্রমের কথা বলছে তখন ১৭৮৯ সালের ফ্রান্স বা ১৯১৪ সালের রাশিয়ার কথা বলছে না। তারা বর্ত্তমানের কথা বলছে।

আমরা জানতুম যে, যখন তারা বলত যে মানুষের নিয়তি এমন সব ঘটনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, যার উপর তার কোন হাত নেই, তখন তারা আজকের মানুষের কথাই বলছে, কোন অতীত কালের বিপ্লব-ক্ষুব্ধ মানবের কথা নয়।

আমরা জানতুম যখন তারা হিংস্র বিপ্লবকে প্রকৃতির নীতিসঙ্গত তীব্র পরিবর্ত্তন বলে চিহ্নিত করে, তখন তারা ইতিহাসের কথা বলে না, তারা ভবিষ্যৎ ঘটনাকেই গড়বার চেষ্টা করে। আমরা জানতুম যখন তারা হিংস্র বিপ্লবকে পুঁজিবাদী জারতন্ত্র উচ্ছেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করত তখন তারা আসলে বলতে চাইত যে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য-বাদকে ধ্বংস করার জন্যও তার একান্ত দরকার।

এই উদ্দেশ্য ভুল বোঝবার কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন রকম রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্ব শেখানো হ'ত না। শিক্ষা সোজাসুজি মার্ক্স নির্দ্ধারিত বিপ্লবের দিকে। আমাদের যখন বলা হ'ত যে (ভোটের ব্যালট বাক্স এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রথায় কুলোবে না, এবং মানুষ আইনসঙ্গত ভাবে সংশোধনের উপর বীতশ্রদ্ধ এবং সশস্ত্র উপায়ই শুধু কার্য্যকরী, তখন কি উদ্দেশ্যে যে তা বলা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ ছিল না।

এ সব আমরা বহু বৎসর মার্ক্স মন্ত্র জপ করার ফলে ভাল করেই

জানতুম। আমি জানতুম তবু যখন ফ্যানি হার্টম্যান সকলপ্রকার সতর্কতা বর্জন করে স্পষ্ট ভাষায় এসব আলোচনা করতে লাগল তখন আমি এত অবাক হয়েছিলুম যে আমার পেন্সিল প্রায় হাতে থেকে পড়ে গিয়েছিল এবং আমি নোট নিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

ফ্যানি বললে, "আমরা একথাটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি যে এসব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং এ সবই প্রত্যাশিত তখন আমরা নিজেদের কথা বলতে পারব। আর বিপ্লবের সংজ্ঞা কি? আমরা কি শিল্প-বিপ্লবের মত কিছু বোঝাতে চাই? না। আমরা যা বল্‌তে চাই—শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী এই কমিউনিস্ট পার্টি চালিত সশস্ত্র মজুরদলের দ্বারা সংঘটিত হিংস্র বিপ্লব। এই রকম বিপ্লবের দ্বারাই শুধু সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে। একমাত্র কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বেই শুধু বিপ্লব সার্থক হ'তে পারে।"

সে যখন থামল, তখন সম্পূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগল। কেউ একটু পা নাড়াতেও সাহস করলে না। এ একেবারে দেশদ্রোহ। এ রকম স্পষ্ট উক্তি আমি এতদিনকার পার্টির মন্ত্রণাগৃহে কখনও শুনিনি। আমি যখন ব্যুরোর কাছে রিপোর্ট করার জন্য তার উক্তিগুলি সবিস্তারে টুকে নিলুম, তখন আমি একটা তীব্র উত্তেজনা অনুভব করলুম। এই রিপোর্টে বহুদিন বাদে তথ্যের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দিলুম। "এবার কোন ঢাকাঢাকি নেই, এবার আমাদের একেবার নির্জলা নগ্ন বলশেভিকবাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

একদিন রাত্রে একজন কৃষ্ণকায় লোককে শিক্ষকের আসনে দেখা গেল। তাকে ক্লাসের কাছে পরিচিত করাও হ'ল না। সে খুব অল্প সময়ই আমাদের কাছে ছিল এবং কথাও বলেছিল খুব কম। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে তার মৃদুস্বরের পেছনে জাতীয় পলিট ব্যুরোর নির্দেশ

আছে। সে আমাদের পার্টির পুনর্গঠনের কথা, পার্টি সংগঠনের প্রত্যেক অংশে নৈষ্ঠিক মার্ক্সবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা এবং বুর্জোয়াদের প্রতিপত্তি ছাড়িয়ে ওঠার কথা বললে।

সে আরও বললে, "কমরেডগণ, যুদ্ধের ফলে সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদ—এই দুই সমাজপদ্ধতির মধ্যেকার ভেদ খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে ফ্যাসিজ্‌মের তীক্ষ্ণতর প্রসার দেখতে পাব, তার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা হবে এবং অবশেষে তারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্রবাদ। পার্টি এই মুহূর্তে বিপ্লবের ধ্বনি তুলতে চান না। আমরা প্রথমে পার্টিকে পুনর্গঠিত করব যাতে তারা আমেরিকান সর্ব্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হিসাবে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

"ব্রাউডারের পুনঃপরীক্ষণবাদের আওতায় পড়ে আমরা নরম হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাদের এখন নূতন করে মূল্য নির্ধারণের সময় এসেছে। বাহিরে ও ভিতরে আমাদের সতর্কতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাহিরে কমিউনিস্ট খেদানোকে পরাজিত করতে হবে। পার্টির প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও সদস্যদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুর চরদের নির্দ্দয়ভাবে বিনষ্ট করতে হবে।" ঘরের চার দিকে তাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে বললে, 'এই কর্ত্তব্যসাধন করার জন্য আপনাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব থাকবে।"

আমার "বিশেষ দায়িত্বটা" শীঘ্রই পরিষ্কার হ'ল। ক্লাসের পাঠ্যসূচী শেষ হবার দিকে একদিন ক্লাসের শেষে ফ্যানি হার্টম্যান দরজার কাছে আমাকে থামিয়ে, এক পাশে ডেকে নিলে। তারপর অন্য কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে বললে, "শনিবার বিকালে নূতন দলের আফিসে একটা বিশেষ সভা হবে। ছুটীর সময়। নিশ্চিত এস"

পরের শনিবারে এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের আফিসে কিছু বকেয়া কাজ

সারতে সকালটা ব্যস্ত রইলুম। তারপর লাঞ্চ খেয়ে জেলার সদর আফিসে গিয়ে লিফ্‌টে করে ছ'তলায় উঠে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির আফিসে পৌঁছলুম।

সভা হল ফ্যানি হার্টম্যানের খাস কামরায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফ্যানি নিজে সেখানে ছিল না। ঘরের মধ্যে ছিল জাষ্টিন ও'কনোর, ওটিস হুড্‌, একজন বেঁটে লোক এবং একজন লম্বা চওড়া জংলী গোছের লোক যাদের আমি আগে কখনও দেখিনি। পরে আর এক দিন আমাদের অধিবেশনে রোগা লম্বা প্রতিভাদীপ্ত ড্যানিয়েল বুন সার্মার যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম দিনে কোন পরিচয়ের বালাই ছিল না, এমন কি প্রথম নামটাও নয়। লম্বা চওড়া লোকটি ফ্যানি হার্টম্যানের স্থান অধিকার ক'রে বেশ সপ্রতিভভাবে কাজ চালাতে লাগল। সে ফ্যানির থেকে দৃঢ় এবং উচ্চস্বরে স্পষ্টতর ভাষায় কথা বলতে লাগল। তার বক্তব্যের অনেকগুলি সে প্রশ্নের আকারে উত্থাপন করলে, এমনভাবে যে তাদের উত্তর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

ছজন কমিউনিস্টের এই উপদলটি নিজেদের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডের জ্যাক স্টাচেলের দল বলে পরিচিত হ'ল। কেতাদুরস্তভাবে বল্‌তে গেলে এটা হ'ল জাতীয় শিক্ষাপরিচালক জ্যাক স্ট্যাচেল দ্বারা সরাসরি পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি'র জেলার শিক্ষা কমিশন। আমরা কিন্তু স্ট্যাচেলকে খুব কমই দেখতে পেতুম।

সকলেই তাকে জানত ও ভয় করত। দলের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মাধ্যক্ষদের উপর আব্‌ছা খবরের যে গোধূলি বিরাজ করত তাতে তার প্রতিষ্ঠা সোজা আদেশের থেকে অনুমান-প্রয়োগের উপরেই বেশী ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে অতি অল্প সংখ্যক কমরেডকেই তার

সঙ্গে মুখোমুখি করতে দেওয়া হ'ত। স্ট্যাচেল ওরফে জ্যাঙ্কেল, ওরফে জেকব জুনসার, ওরফে মোজেস্ ব্রাউনের বয়স ৪৭। তার বয়োপ্রাপ্তির পর থেকেই সে একজন পেশাদার বিপ্লবী। সে অল্পদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় শিক্ষাপরিচালক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল আর ১৯৪৯ সালের ১২ জুন সর্বোচ্চ কমিউনিস্ট নেতাদের একজন বলে অভিযুক্ত হয়েছিল।

লম্বা চওড়া যে লোকটি আমাদের উপদলকে প্রথম দিকে চালাত তার নাম ইমানুয়েল বা ম্যানি ব্লুম। সে নিউ ইয়র্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট, তাকে জাতীয় সদর দপ্তর থেকে জেলা সংগঠক হিসাবে ফ্যানি হার্টম্যানের জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। ফ্যানির সঙ্গে জাতীয় কমিটির কিছু মতভেদ হয়েছিল, কি নিয়ে তা কখনও স্পষ্ট হয়নি। যেদিন ঐ প্রভুত্বপ্রিয়, ভোঁতা ম্যানি ব্লুম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফ্যানি হার্ট-ম্যানের জায়গায় এলো, তখন সেটা নিউ ইংল্যাণ্ডের পার্টির পক্ষে এক দুর্দিন। জ্যাক ষ্ট্যাচেল দ্বারা উপদলটির সংগঠন ও তাকে যথারীতি মন্ত্রদান—একে অবলম্বন করে ফ্যানিকে জেলার ক্ষমতাপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

উপদলের সদস্যদের পরস্পরের সঙ্গে কোন দেখা শোনা হ'ত না, যখন কিছুদিন অন্তর অন্তর রিপোর্ট দেবার জন্য মিলিত হ'ত কেবল সেই সময় ছাড়া। পার্টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কংগ্রেসীয় জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। আমাদের সেই সেই জেলার কাজ করতে দেওয়া হ'ল। আমার ভাগে পড়ল ম্যাসাচ্যুসেটসের অষ্টম কংগ্রেসীয় জেলা। আমাদের সমস্ত শাখায় ও সেলে সেলে গিয়ে সাহিত্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরিচালকের কাজ করার কথা। সেখানে যাওয়া, কথাবার্তা বলা, শিক্ষা দেওয়া, সার্কুলার পাঠানো এবং খোঁজ

খবর নেওয়া। কিরকম খোঁজ খবর নিতে হবে ম্যানি ব্লুম তা' আমাদের বলে দিলে।

"আমরা বুডেনৎসের মত লোকের জন্য উদ্বিগ্ন নই। সে ত' নিজেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বদনাম কিনেছে। তার আর কি দাম আছে? তবে আমরা হয়ত এখনও বুডেনৎসের মত লোক দলে ভর্ত্তি করে যাচ্ছি। এদিকটা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা যাক।"

ম্যানি বলে যেতে লাগল 'প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকই তার মতলব সিদ্ধ করতে পারে না। কেননা দেখতে গেলে সেটা খুব কঠিন। আমাদের পার্টিকে ও তার সদস্যদের রক্ষা করার জন্য তাদের পথ নিশ্চয়ই সুগম করে দেব না? কি বলেন? এ অবস্থায় এটা কি একেবারেই অসম্ভব যে তারা হয়ত আত্মহত্যা করবে? অথবা অন্য এমন অবস্থা কি হতে পারে না যাতে তারা নিজেদের কথা পুনর্বিবেচনা করবে? তবে আমাদের মানতে হবে যে কতক লোকে বুর্জোয়া প্রভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। আমাদের—আপনাদের—এখন তাদের খুঁজে বার করতে হবে। তারপর তাদের দূর করতে হবে, ধ্বংস করতে হবে।"

বেশ স্পষ্টভাষায় ম্যানি আমাদের পার্টির সদস্যদের উপর চরের কাজ করার ভার দিলে। এই ভার পেয়ে আমাকে একটু থমকে যেতে হ'ল। প্রথমতঃ আমার জীবনটা ভীষণ রকম জটিল হয়ে আসছে। এক পাতায় আমি রক্ষণশীল ব্যবসায়ী, সহরতলীর নিয়মিত গির্জ্জাগামী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, উদারনীতিক রিপাবলিক দলের সদস্য, নাগরিক কর্ত্তব্যব্রতী। অন্য পাতায় আমি নিউ ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির একজন ঘাগী সদস্য, আর তার নানা অগণিত ষড়যন্ত্রে জড়িত। আর এই দুই পাতার মধ্যে আবার আমি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টি-

গেশানের গুপ্ত কর্ম্মচারী, তাদের কাজ করার জন্য চেষ্টিত। এই ত্রিবিধ ভাগের মধ্যে কত যে উপভাগ আছে সে আর আমার হিসাবে নেই।

"অ্যাণ্টনি এম. রচিই হবে আমাদের লোক।"

ম্যাসাচ্যুসেটসের মল্‌ডেনে এক কমিউনিস্ট সেলের গোপন সভায় ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে উচ্চারিত এই কথায় আমি বুঝলুম যে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক নীতিবোধ পরিত্যাগ করেছে। নিজেদেরকে একটা রাজনৈতিক ছলনার মধ্যে আবৃত করেছে তার বদলে।

১৯৪৬ সালের কংগ্রেস নির্ব্বাচনে অ্যাণ্টনি এম. রচিই ম্যাসাচ্যুসেটসের অষ্টম কংগ্রেসীয় জেলা থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় নির্ব্বাচন প্রার্থী। স্থানীয় ব্যাপারে একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী সমাজে, কমিউনিস্ট-বিরোধী নির্ব্বাচন প্রার্থীকে যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমিউনিস্ট নিজেদের প্রচার-কার্য্য চালাবার জন্য যন্ত্র স্বরূপে ব্যবহারের চেষ্টা করে তখন কি হতে পারে রচ্‌ আন্দোলন তার একটা উদাহরণ। ম্যাসাচ্যুসেট সের মল্ডেনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন তাঁকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত করলে তখন তাঁকে সম্মতি দেবার বা না দেবার কোন সুযোগই দেওয়া হ'ল না। তিনি জানতেনও না। তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে অসঙ্গতিগুলি তীক্ষ্ণতর করার জন্য শান দেওয়ার যন্ত্র হিসাবে তাঁকে খুব সাবধানে বেছে নেওয়া হয়েছে। রচের কমিউনিস্টদের উপর কোন সহানুভূতি ছিল না, বরং উল্টো। তিনি সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উদারনৈতিক মুখ-পাত্র এবং কমিউনিস্ট বিরোধিতায় দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। তাছাড়া তাঁর যথেষ্ট বুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য ছিল, পার্টির হাতে বোকা বনবার লোক তিনি নন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে তাদেরই

কাজে লাগানো হ'ল সেই সব উপায়েই যে সকল উপায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রত্যেক উপভাগের পদপ্রার্থীদের উপর প্রয়োগ করা হয়। রচি অবশ্য ডেমোক্রাট দলের ছিল। কিন্তু ব্রাউডার যুগের আগে ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য ছিল তাতে রিপাবলিক দলের কোন পদপ্রার্থীও সমভাবে তাদের চক্রান্তে পড়তে পারত। রাজনৈতিক নীতিভেদে কিছু এসে যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সবগুলিকেই ব্যবহার করতে পারে।

১৯৪৬ সালে অ্যান্টনি রচির নির্ব্বাচন আন্দোলনে মন্ডেনের যে পাঁচজন কমিউনিস্ট গোড়া থেকে অংশ নিয়েছিল আমি তাদের এক-জন। জেলার অন্য কমরেডদের সঙ্গে বদ্ধদ্বার ঘরে মতলব আঁটলুম রচির পক্ষে আন্দোলন চালাতে তাঁর নিজের কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও। এই আলোচনা থেকে অবশ্য তাঁর পরামর্শদাতা-দের বাদ দেওয়া হয়েছিল। কতকগুলি মৌলিক বিষয় ছাড়া রচির রাজনৈতিক মতামত নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নি, তাঁর কমিউনিস্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও বরং সেই জন্যই তাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তিনি জেতেন কি হারেন তার জন্য আমাদের বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, তিনি জিতবেন এরকম আশা আমরা করিনি। আমাদের শুধু তাঁর নির্ব্বাচন প্রচারে একটা অংশ পেলেই চলত।

রচির আদর্শ সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিটির খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্তু আর অন্য উপায় ছিল না কি? আমরা স্থির করলুম যে জেলার সমর্থন নিয়েই আন্দোলনে অগ্রসর হ'ব। অ্যান্টনি রচি জানতেন না যে তাঁর এমন কতকগুলি নূতন বন্ধু হয়েছে যাদের সম্বন্ধে তাঁর পূর্ববর্ত্তী অনেকের মতন বলতে পারতেন, 'ভগবান আমাকে বন্ধুদের কাছ থেকে রক্ষা করুন, আমি শত্রুদের কাছ থেকে নিজেই আত্মরক্ষা করতে পারব।"

আমাদের যে সব সন্দেহ ছিল, রচির তার চেয়ে বেশী ছিল। তিনি প্রথমটা একটু নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের একদলকে বাদ দিয়ে অন্য দলের সমর্থন পান। অতএব আমরা রচির জন্য একটা কাল্পনিক "স্বতন্ত্র সমর্থক" দল গঠন করলুম সমস্ত শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করার জন্য। যারা পার্টির প্ল্যানিং কমিটির সম্মতি নিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন করতে লাগল তার মধ্যে প্রধান হ'ল ন্যাট মিলস্, সি আই. ও-র অন্তর্গত ইউনাইটেড ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কারসের একজন সদস্য, পল আর. এমার্সন নামে এ. এফ. এল দলভুক্ত একজন ছুতার মিস্ত্রী, ন্যাথান স্মিথ নামে এক স্বতন্ত্র ইউনিয়ানের একজন সদস্য, এবং ফ্রাঙ্কলিন পি. কোলিয়ার যার পরিচয় হল মাত্র মজুরীর সুনীতি সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নের জন্য মেলরোজের একজন কমিটি মেম্বার। আমরা অনেক কষ্ট করে সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে এঁদের দলের নাম দেওয়া শুধু সমর্থক দলগুলির পরিচয় দেওয়ার জন্য। এঁরা ঐ ঐ দলের মুখপাত্র নয়।

তাঁর কাজে এসে তাঁর মনোরঞ্জন করার প্রথম সুযোগ এলো প্রাথমিক মনোনয়নের সময়। আমরা শত শত চিঠি দিলুম, আমাদের পার্টির মেম্বার ও বন্ধুদের কাছে, যাতে তারা "রচিকে ভোট দিন" আন্দোলন জোর চালান। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন-প্রার্থীকে প্রায় ডবল ভোটে হারিয়ে ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন পেলেন।

এই প্রাথমিক বিজয় দ্বারা রচির খানিকটা বিশ্বাস অর্জ্জন করে আমরা কমিউনিস্ট প্রচারকার্য্য খুব জোর চালালুম। আমার কাজ হ'ল রচির প্রচার দপ্তরে কোন রকমে ঢুকে পড়ে তাঁর আন্দোলনের পুস্তিকাদি তৈরী করা ও সংবাদ প্রকাশে সাহায্য করা। এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে আমার আরও কাজ হ'ল, যতখানি সাধ্য তাঁর নির্বাচনী

মতামত প্রস্তুত করা এবং সেগুলিকে প্রকাশ্যে তাঁর নামে প্রচার করা, প্রয়োজন হ'লে তাঁর পরোক্ষেও। কিন্তু আমাকে প্রথমটা নেপথ্যে রেখে দেওয়া হ'ল তখনও ঠিক সময় হয়নি ব'লে। তাঁর সদর দপ্তরে যে ভাবে ঢুকব তার প্রত্যেক পদটি আমরা মতলব করে স্থির করেছিলুম। আমি প্রথমে ভোট সংগ্রাম কি ভাবে চালাতে হবে সে সম্বন্ধে দুপাতা টাইপকরা একটা স্মারকলিপি তৈরী করলুম। তার মধ্যে প্রথম ইঙ্গিত ছিল যে রচি একজন বিজ্ঞাপন প্রচারে, সাধারণের সঙ্গে সংস্রব স্থাপনে, বা সংবাদপত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোককে তাঁর প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য তাঁর সহায়কদের মধ্যে স্থান দিন। এই স্মারকলিপিটিতে কোন সই ছিল না, এটা তাঁর দলের লোকেদের হাতে দেওয়া হ'ল যাতে তারা এটা তাঁর হাতে দিতে পারে এবং তিনি ভাবেন যে এটা তাঁর দলের লোকেদের কাছ থেকেই আসছে।

আমরা তাঁকে মাত্র স্মারকলিপিটি পড়ার সময় দিলুম, কিন্তু সেটা নিয়ে তাঁর নিজে কাজ করার সুযোগ দিলুম না। আমার উপর সেই রকমই হুকুম ছিল। কিন্তু আমার যাওয়ার আগে ফ্যানি হার্টম্যান খুব সংক্ষিপ্ত একটি হুকুম দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি এখনও পার্টির কার্ড আছে?"

"হ্যাঁ, এই ত, নতুনটাই।"

"সেটা তিনি দেখতে পান এরকম সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। ওটা হয় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল নয় পুড়িয়ে ফেল।"

আমি ওটা এফ. বি. আই-এর জিম্মা করে দিলুম।

আমার নাম ও এই কাজের যোগ্যতার কথা রচিকে আগেই বলা হয়েছিল এবং আমাকে তাঁর সদর দপ্তরে পল এমার্সন ও ন্যাট মিল্‌স সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

পল বললে, "হার্ব ফিলব্রিককে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, ইনি আপনার সমর্থনে খুব উৎসাহী।"

রচি তাঁর পিঙ্গল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ে আছেন?" তাঁকে দেখতে মাঝারি লম্বা, মুখটা কাটাকাটা কিন্তু বেশ প্রিয়দর্শন। দেখলে মনে হয় তিনি একজন শ্রমিক। ড্রয়িং রুমে বসে আছেন, টুইডের জামা গায়ে, পাইপ মুখে ও বিয়ারের পাত্র সামনে। আমি ঘাড় নাড়াতে তিনি বললেন, "চমৎকার! আপনার মতই লোক আমি চাইছিলুম। বসুন, বসুন।"

আমি তাঁর পোড়-খাওয়া ডেস্কের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আরম্ভ করলুম, "আমি আপনার নির্ব্বাচনী নীতিগুলির প্রশংসা করি। আমার মনে হয় আমাদের জেলা থেকে এই রকম লোকই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।" ফ্রাঙ্ক কোলিয়ার ডেস্কের পাশে বসে, আমার দিকে ভাব-শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিল, ন্যাটও খুব নির্লিপ্তভাবে দোরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ন্যাট ও ফ্রাঙ্ক আশা করছিল যে আমি পার্টির প্রতি আমার কর্ত্তব্য করব। এটা আণ্টনি রচির উপর কতকটা অবিচারই করা হচ্ছিল এবং আমার মন এতে সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু রচিকে দেখামাত্র তার উপর প্রীত হওয়া সত্ত্বেও, আমার ফেরার উপায় ছিল না। হাল লীয়ারি আমাকে বলে দিয়েছিল, "আমাদের অ্যাণ্টনি রচি সম্বন্ধে কোন খবরে কৌতূহল নেই। কিন্তু তার নির্ব্বাচনী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে সে সম্বন্ধে আমাদের দারুণ কৌতূহল আছে।"

রচি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তাঁর নির্ব্বাচনী নীতির কোনটা আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে। আমি বললুম, "আমার মনে হয় যে আপনি স্বল্পবিত্ত লোকের সত্যকার দরদী।" একখানা প্রচার-পত্র তুলে নিয়ে বললুম, "এই ধরুন না, ট্যাক্স বসাবার ন্যায্য আইন—আমার

মনে হয় এ দিয়ে আপনি এই কথাই বোঝাতে চান যে অল্প আয়ের লোকের উপর থেকে গুরুভার ট্যাক্স কমিয়ে নিতে হবে, এবং তার বদলে সেই ভার বড় ব্যবসায়ীদের উপর চাপাতে হবে। আমি এর সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং আমার মনে হয় অন্যান্য ভোটাররাও করে। যুদ্ধের খরচা বড় ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী গোপন একচেটিয়াদার. ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কারদের যুদ্ধের মুনফা থেকেই চালানো উচিত। সাধারণ মজুরদের পাঁচ দশ ডলার মজুরী থেকে এত ট্যাক্স নেওয়া ঠিক নয়।"

রচি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য কতকটা সেই রকমই বটে।" কিন্তু আমি তাঁর রেখে ঢেকে বলবার ভঙ্গীকে ঝেড়ে ফেলে দিলুম।

"একমাত্র কথা হচ্ছে, আপনাকে এসব স্পষ্ট করে বলতে হবে, ঝেড়ে কাশতে হবে। লোকে জানতে চায় আপনি ঠিক কি বলতে চান। মজুরীর সুনীতির উপর আপনাকে দাঁড়াতে হবে। আপনি এফ-ই-পি-সিকে সমর্থন করেন এ কথা শুধু বললে চলবে না। আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য, ধর্ম্মবৈষম্য ও জাতি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে কড়া আইন করতে চান। তারপর লিঞ্চিং-এর বিরুদ্ধেও কড়া আইন সুপারিশ করতে হবে। খুব তীব্র অভিব্যক্তিতে আপনার সুবিধা হবে।"

রচি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন দেখে আমি একটু স্তোক দিলুম। "দেখুন আমি নিজে ব্যবসায়ে আছি। আমি চাই না যে ব্যবসায়গুলি নষ্ট হয়ে যায়। আসলে আমি নাম-লেখা রিপাবলিকান, উদারনীতিক রিপাবলিকান, কিন্তু এ জেলায় আমাকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকেই আশ্রয় করতে হবে।"

রচি বললেন, 'আপনার বিজ্ঞাপন প্রচারই পেশা। আপনি জানেন এসব কাজ কি ভাবে চালাতে হয়। আপনি যদি এসব জিনিষ লিখে

দিতে পারেন ত আমি খুব কৃতজ্ঞ হব। সব কাজ করার ত আমার সময় নেই।"

এই কথাই আমরা শুনতে চাচ্ছিলুম এবং আমার পার্টির কমরেডরা উল্লসিত হয়ে উঠল। তখন থেকে রচির সদর দপ্তরে যদৃচ্ছা কাজ করার আমার সুযোগ মিলল।

কমিউনিস্ট পার্টিতে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট যা পার্টির মতে অবশ্যম্ভাবী এবং যাকে প্রশ্রয় দিতে পার্টি বদ্ধপরিকর ছিল। এর সুরু হওয়ার কথা মুদ্রাস্ফীতি দিয়ে এবং পরিণতি হওয়ার কথা সর্ব্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে যখন জাতি যুদ্ধকালীন অর্থনীতি থেকে শান্তিকালীন অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে। পার্টির আশা ছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে অবনতির লক্ষণ দেখা দেবে। এবারকার সঙ্কট ১৯২৯ সালের সঙ্কটের থেকে তীব্রতর হবে এবং তাতে পার্টির সুবিধা হবে। এতে সমাজতন্ত্রী বিদ্রোহের সুযোগ আসতে পারে এবং কমিউনিস্টদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে তাদের রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করার সেইটাই হবে পূর্ব্ব লক্ষণ।

অ্যাণ্টনি রচি ও-পি-এর মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি সম্বন্ধে সংযত মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতেন কিন্তু সেগুলির স্থায়িত্বকাল ও ফলাফল কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাইতেন যে সাময়িক ভাবে যে সব নিয়ন্ত্রণ চালু করা হবে সেগুলি অবস্থার উন্নতি হলেই তুলে নেওয়া হবে। এইখানে তাঁর সঙ্গে দলের প্রকাশ্য নীতির সঙ্গে হ'ল বিরোধ, কেন না সে নীতিতে ব্যাপকতর ভাবে এবং পাকাপাকি ভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী ছিল।

আমরা রচির এই বিষয় সম্পর্কিত নির্ব্বাচনী সূচীকে দৃঢ়তর করার

চেষ্টা করলুম। এই ব্যাপার থেকে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে বিরোধ বাধানোর খুব উত্তম সুযোগ ছিল। এই রকম জিনিষই বেশ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু রচি তাঁর নীতি বর্জন করলেন না এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত আমাদের নির্দ্দেশ মানতে অসম্মত হলেন।

এরপর একদিন একটি নারী শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হ'ল, তারা বিভিন্ন শ্লোগান লেখা পোষ্টার ও প্লাকার্ড নিয়ে মল্ডেন স্কোয়ারে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে দিলে। কেউ কেউ তাদের শিশুদের ঠেলা গাড়ীতে করে এনে স্কোয়ারের চারদিকে টহল দিয়ে প্লাকার্ডে লেখা ধ্বনিগুলি চীৎকার করে বলতে লাগল। তারা দ্রব্যমূল্য ও ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আইন-গুলি আরও কঠোরতর করবার দাবী জানালো এবং দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার জন্য চীৎকার করতে লাগল। তারা পেটমোটা বাড়ীওলা ও বড় ব্যবসায়ীদের স্ফীত মুনাফা লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। তারা এমনভাবে টহল দিতে লাগল যাতে রচির আফিসের সামনে দিয়ে যেতে হয়। নির্ব্বাচনপ্রার্থী এটা দেখে জনমত বুঝতে পারলেন।

ভাবলেন, "লোকে এই সব জিনিষ নিয়ে খুব বিচলিত হয়েছে, নয় ?"

তাঁর প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট পরামর্শদাতারা এ সুযোগ লুফে নিলে। একজন বলে উঠল যে "ওরা কংগ্রেসের জন্য রচি" এই প্লাকার্ড যে বহন করছে না এটাই বড় খারাপ।

আর একজন বললে, "আমরা যদি ওদের জানিয়ে দিই যে রচি মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প তাহলে বোধ হয় ওরা তাও করবে।"

এরপর রচির মুদ্রাস্ফীতি নিবারণী সূচীতে ও-পি-এ সম্বন্ধে আরও দৃঢ় বিবৃতি ঢুকে গেল এবং তাঁর সদর দপ্তরের পার্টির প্রচারকারিগণ বিরোধকে তীব্রতর করার কাজে লেগে গেল।

রচি জানতেন না যে ওই বিক্ষোভকারিণীগণের উদ্ভব হয়েছিল পার্টির প্ল্যানিং কমিটি থেকে। পার্টির সভ্যাগণকে মন্ডেনের অকমিউনিস্ট গৃহিণীগণকে সংগ্রহ করে ক্রেতাদের দিক থেকে আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করতে বলা হয়েছিল। গোপন কমিটিতে আমরা আন্দোলনের ধ্বনি কি হবে তা স্থির ক'রে প্লাকার্ডে ছাপিয়ে দিয়েছিলুম। আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় নির্দ্ধারণ করে, তার রাস্তা রচির সদর দপ্তরের সামনে দিয়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিয়েছিলুম এবং ওঁর দপ্তরস্থ পার্টির কর্ম্মীদের উপদেশ দিয়ে রেখেছিলুম এই ঘটনার পুর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্য।

জন ছয় কমিউনিস্ট এর মধ্যে রচির সদর দপ্তরে ঢুকে পড়েছিল, তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে টেলিফোনে, ডাকে এবং ব্যক্তিগত ক্যান্‌ভাসিং করে হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে। এই আন্দোলন বেশ নির্দ্দিষ্ট রূপ নিলে। যে সব সমস্যার বিন্দুমাত্র সুবিধার সম্ভাবনা ছিল, পার্টির লোকেরা তাকে খুব রগড়াতে লাগল। রচির নির্বাচনী নীতিগুলির বেশীর ভাগই কমিউনিস্টদের অথবা কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে গিয়ে পড়ল। তাঁর নিজের নির্ব্বাচন পরিচালককে ডিঙ্গিয়ে অনেক সময় কাজ হ'তে লাগল। আমরা সিটিজেনস্ পলিটিক্যাল য়্যাক্‌স্যান্ কমিটির সমর্থন তাঁর দিকে নিয়ে এলুম আর পাছে বেশী বাঁধাবাঁধি দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেন, তার জন্য তাঁর পক্ষে আন্দোলনকারীদের দুজন—ফ্রাঙ্ক কোলিয়ার ও পল এমার্সনকে— পি-এ-সির কার্য্যাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিতে বললুম। রচির ভোটের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পি-এ-সির অনেক সাহিত্য বিলি হতে লাগল এবং তার অনেকগুলি পরিষ্কার কমিউনিস্ট প্রচার। আমি নিজে এর অনেকগুলি রচির সদর দপ্তরে দিয়ে এসেছিলুম। তার উপর যদিও পি-এ-সির ছাপ ছিল, তবু সেগুলি পেয়েছিলুম কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারপত্র বিলি করার কেন্দ্র প্রোগ্রেসিভ বুক শপে।

ভোটের আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের সামান্য কয়েকজন শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে গেল, নির্ব্বাচনের এ একটা গৌণ ফল। আমরা রচির ভোট আন্দোলন দিয়ে নূতন সদস্য সংগ্রহ করলুম, "ডেলি ওয়ার্কারে"র পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করলুম আর পার্টি সূত্র ও ব্যবহারিক মূল নীতির শিক্ষাক্ষেত্র তৈরী করলুম। একজন নূতন সদস্য ত প্রকাশ্যেই বলতে চাইল যে কমিউনিস্ট পার্টি রচিকে সমর্থন করছে।

তাকে তিরস্কার করে বলা হল. 'কমিউনিস্ট পার্টি রচিকে সমর্থন করছে না।" সে বেচারা তফাৎটা ভাল করে বুঝতে পারে নি।

যখন বোঝা গেল যে রচি আর আমাদের কাজে আসবে না তখন যেমন উৎসাহ ভরে তাঁর কাজে নেমেছিলুম, সেই রকমই বিনা দ্বিধায় তাঁকে পরিত্যাগ করলুম। এমন কি নির্ব্বাচনের নির্দ্দিষ্ট দিনের আগেই আমরা তল্পি-তল্পা নিয়ে সরে পড়তে লাগলুম। নির্ব্বাচনের রাত্রে প্রায় প্রত্যেক কমিউনিস্টই তাঁর সদর দপ্তর ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং যখন তাঁর দারুণ পরাজয়ের সংবাদ আসতে লাগল, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার কেউ রইল না। আমরা এমন কি ভোট গ্রহণের জায়গাগুলিতেও রইলুম না। আমাদের অ্যান্টনি রচির সম্বন্ধে কংগ্রেসম্যান হিসাবে কোন স্থায়ী উৎসাহ ছিল না। আমরা জানতুম যে তাঁকে আমরা কখনই বাগে আনতে পারব না। এটা ঠিক যে রচির ভোট আন্দোলনে কমিউনিস্টদের আমদানিতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছিল। তিনি মাত্র ৪২,০০০ ভোট পেয়েছিলেন। পরের বারে তিনি "প্রগতিশীল"দের সমর্থন থেকে দূরে ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কার্য্যকলাপ থেকে বঞ্চিত হয়ে ৭০,০০০ এর বেশী ভোট পেয়েছিলেন এবং সামান্য কয়েক ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পার্টির সদর দপ্তরে আমি ও সার্মার ছাড়া আর কেউ ছিলুম না। সার্মার পকেট থেকে একখানা হাতে লেখা কাগজ বার করে বললে, "এর পঞ্চাশখানা কপি চাই। একটা ষ্টেন্সিল কেটে সুরু করে দাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব।"

আমি মিমিওগ্রাফের একটা ষ্টেনসিল নিয়ে টাইপরাইটারে কাজ সুরু করে দিলুম। কাগজটার কোন শিরোনামা ছিল না। মনে হল যে এটা এক একজন বিশেষ সদস্য সম্বন্ধে প্রশ্নপত্র। আরম্ভ হয়েছে নাম···ঠিকানা···শাখা বা সেল······কতদিন পার্টির সদস্য হয়েছেন··· শিক্ষা······বিশেষ শিক্ষা······ইউনিয়নের সদস্য ···কোন ইউনিয়ন···। কিন্তু আমার চোখ যত নীচের দিকে নামতে লাগল ততই বুঝতে পারলুম যে এ মামুলী প্রশ্নপত্র নয়। ইউনিয়নের সদস্যদের সংখ্যা ······, কারখানার কর্মীদের সংখ্যা······ইউনিয়নের কর্মাধ্যক্ষবৃন্দ······ কারখানায় তাদের প্রতিপত্তি······কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা······। তারপর কৌতূহলের সীমা আরও বেড়ে গেল। উৎপাদনের সুযোগা-বলী······কারখানার আসবাব পত্রের ধারা······উৎপাদিত বস্তু······ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা······। ইত্যাদি···

স্পষ্টই বোঝা গেল যে এ ব্যক্তিগত জরীপ নয়। এ হ'ল কারখানার সম্ভাব্যতা এবং তার উৎপাদনের হিসাব অধ্যয়ন। ষ্টেন্সিল কাটা হয়ে যাওয়ার পর যখন আমি পড়তে লাগলুম তখন আমি আশ্চর্য্য হলুম যে সার্মারের মাত্র পঞ্চাশ কপি কেন দরকার হ'ল। এ কি শুধু ঐ কটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারখানার জন্যই? বুন আমার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে আমার উপর কড়া নজর রেখেছিল। পেছনের কাগজখানি এফ. বি আই-এর রিপোর্টের জন্য সরানো অসম্ভব। ষ্টেন্সিল কাটা হ'লে আমি বাইরের ঘরে গিয়ে মিমিওগ্রাফে চড়িয়ে দু'চারখানা পরীক্ষা করার

কপি তুললুম। সার্মার আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। যন্ত্রে বেশী কালি পড়ে গিয়েছিল। প্রথমকার কপিগুলি ধেবড়ে গেল। আমি সেগুলি বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে লাগলুম, আশা ছিল পরে একখানি সরিয়ে নেব।

সার্মার চেঁচিয়ে উঠল, "ওগুলো ফেলে দিও না।"

আমি বললুম, "কিন্তু ওগুলি দিয়ে কাজ চলবে না।"

"তা হোক্ আমি ওগুলো নেব। এখন পঞ্চাশখানা ভাল কপি বের কর।" আমি যখন ভাল কপি বার করতে লাগলুম, তখন সে আমার দিকে লক্ষ্য রাখলে তারপর বললে, "বেশ, এইবার ষ্টেনসিলটা দাও, আমার আরও কয়েক কপির দরকার হতে পারে", আমি ষ্টেনসিলটা মিমিওগ্রাফ কাগজে মুড়ে তাকে দিলুম। সে আমাকে বিদায় দেবার ভঙ্গীতে বললে, "আমার আর একটু কাজ আছে, তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।" সে পরের দিন অন্য কাজের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করলে। ফর্মের কথা গোপন রাখার কথা আমাকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমি দেখতেই পাচ্ছিলুম যে পার্টির পক্ষে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটছে।

আমি আফিস থেকে বেরিয়েই হাল লীয়ারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম, যে জিনিষ আমি ছেপেছি তা টাট্‌কা টাটকা মনে থাকতে থাকতে। আমি তাকে পার্টির ক্রিয়া কলাপের বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে সার্মারের প্রশ্নপত্রের কথা বললুম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "এগুলি কখন ব্যবহৃত হবে ?"

"আমি ঠিক জানি না, তবে শীঘ্রই পার্টির সংগঠকদের এক মীটিং হবে, এবং আমি বাজী রাখতে পারি যে এ তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।"

"তুমি তাতে থাকবে নাকি ?"

"জানি না। খুব কড়াকড়ি। অন্য সকলের চেয়ে বেশী কড়াকড়ি। শুধু যাদের বলা হবে তারাই যাবে। তারা জেলার সব জায়গা থেকে লোক আন্‌ছে—ফল রিভারের জো ফিগরিডো, উরসষ্টার থেকে ওকি, স্প্রিংফিল্ড থেকে সিড্‌, নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে চেঞ্জ। এরা সকলেই বড় বড় কারখানার সঙ্গে জড়িত।"

হ্যাল বললে, "ওখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা ক'র।"

১৯৪৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী বোস্টনের হাংটিটন অ্যাভেনিউতে পুরানো ক্ষয়ে-যাওয়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে অন্ধকার রিজ প্লাজা হলে, নিউ ইংলণ্ডের জেলার কমিউনিস্টরা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলের সংগঠকদের সম্মেলন আহ্বান করেছিল। মল্ডেন শাখার কার্য্যাধ্যক্ষদের মধ্যে থাকার জন্য এই অঘোষিত, গোপন অধিবেশনে একখানা বাঞ্ছিত নিমন্ত্রণ আমার ভাগ্যে জুটেছিল। এটি একটি কর্ম্মী সম্মেলন, এতে একশ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। কিন্তু এরা সব পার্টির চিন্তাশীল সভ্য নয়, পার্টির মধ্যে যে সব মার্কস্‌বাদীদের সঙ্গে আমার বেশী দেখা শোনা হ'ত। এরা সব কলকারখানা শাখা ও সেলের হাতে কড়া-পড়া মজুরদের নেতারা। এই সব গোঁড়া প্রোলিটেরিয়েটদের তাত্ত্বিক জ্ঞান কম কিন্তু দেহে শক্তি ও গলায় জোর প্রচুর। জেলায় ও শাখায় উপরের কয়েকজন নেতা ছাড়া যাদের সম্মেলনে আহ্বান করা হয়েছিল তারা সকলেই ভারী জিনিষ উৎপাদনের শিল্প-সংশ্লিষ্ট সেলের প্রতিনিধি। তাদের নির্বাচন করা হয়েছিল, তাদের সহকর্ম্মী—কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টদের উপর প্রভাব বুঝে। এ ছাড়া কয়েকজন লোক ছিল, যারা পার্টির 'বিদেশী ভাষার উপদলের' মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাদি-

কার করেছিল এবং ফলে সেই নিরানন্দ হলে অনেক ভাষার বুলি শোনা যাচ্ছিল।

ম্যানি ব্লুম খুব সকালে এক অভিভাষণ দিয়ে সভার সূচনা করলে। সে অভিভাষণে পার্টির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপর খুব জোর দিলে। ম্যানি বললে যে শুধু মাথা গোনা হ'লে হবে না, পার্টির পক্ষে প্রয়োজন হ'ল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহে পার্টির প্রভাব। দীর্ঘ দিনের অধিবেশনে পুনঃ পুনঃ এই কথা কয়টি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'মূল" শিল্পগুলি, "গুরুত্বপূর্ণ" শিল্পের কারখানা, এবং "কার্য্যসিদ্ধকারী" শ্রমিকরা। সম্মেলনের ছাপানো কার্যসূচীতেও এই ভাবের কথায় ভর্ত্তি। সেই কাগজখানিতে বলা হচ্ছে, "আমরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এই সদস্য সংগ্রহ আন্দোলনকে অভিনন্দিত করি। জানি যে এতে আমাদের মন ও ক্রিয়াকলাপ নিউ ইংল্যাণ্ডের কার্য্যসিদ্ধিকারী শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পার্টিরূপে গড়ে ওঠার দিকে ধাবিত হবে।" কার্য্যসূচীতে আরও ছিল যে ম্যাসাচ্যুসেটসের ঘন শিল্পান্বিত ফল রিভার-নিউ বেড্‌ফোর্ড অঞ্চলে শাখার সংগঠক জো ফিগরিডো কারখানার শাখাসমূহে কমিউনিস্ট কাজের একটি বিশেষ রিপোর্ট দেবে। এই সম্মেলনের ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল সদস্য সংগ্রহের একটি নূতন উদ্যমের জন্য। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে নূতন নূতন গণ্ডগোলের উদ্ভব হচ্ছে, এবং কমিউনিস্ট পার্টি যখন শ্রমিকদের মধ্যে কাজের জন্য জোর দিচ্ছে তখন যে মূল শিল্পগুলির দিকে এমন করে মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, সেটা খুবই অর্থপূর্ণ।

এর পরই ফ্যানি হার্টম্যানের রিপোর্ট। সে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েটের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করলে যদিও পার্টির সরকারী কথা ছিল যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়। সে বললে যে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্য-

বাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে, প্রমাণ-স্বরূপ সে দায়িত্বজ্ঞানহীন বেসরকারী নাগরিকদের বিবৃতি উদ্ধৃত করলে। এসব বিবৃতিতে রাশিয়ার আক্রমণকে আগে থেকে প্রতিরোধ করার জন্য নির্দ্দয়ভাবে আণবিক বোমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সে ঘোষণা করলে যে এই সব ষড়যন্ত্রকারীরাই যুদ্ধসম্ভার প্রস্তুতের উপায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র যুদ্ধশক্তি নিজেদের হাতে রেখেছে। বড় বড় মূল শিল্পগুলিই এদের হাতের প্রধান অস্ত্র এবং এই সব কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করেই জাতির যুদ্ধ-যন্ত্র আবর্তিত হচ্ছে।

যতদূর সম্ভব আবছায়াতে ডুবিয়ে রাখা সত্ত্বেও এতক্ষণে সভার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতে লাগল আর আমিও সজাগ হয়ে উঠলুম। কমিউ-নিস্ট পার্টি তাদের গোপন বা অর্দ্ধ-গোপন সভাতেও আসল কথাটাকে ঘুরিয়ে বলে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখে। তবে আসল কথাটার চারপাশে একবার ঘোরে এবং ক্রমশঃ তার পরিধি ছোট করে আনে যে শিক্ষিত কমিউনিস্টের মনে কোন সন্দেহ থাকে না যে আসল কথাটা কি এবং কোথায়।

মার্ক্সীয় কায়দায় প্রশ্নোত্তরের কৌশলে বলবার অভ্যাস অনুযায়ী ফ্যানি এবার বলল, "তাহলে এই মূল শিল্পগুলি কি?" উত্তরটাও সে নিজেই দিলে. তার একটি হচ্ছে ম্যাসাচ্যুসেট্সের জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর বড় কারখানা. যেখানে সরকারের তরফ থেকে এরোপ্লেনের জেট ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। এ খবরটা আমার আগে জানা ছিল না। সে বললে, অন্যগুলি হ'ল রেলের ইয়ার্ড, বার্ত্তাবহনের যন্ত্র, রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি, মায় খবরের কাগজ, ইস্পাত, শিল্প, জাহাজ তৈরীর কারখানা, বয়নশিল্প, রাসায়নিক শিল্প

ইত্যাদি যত কিছু বড় বড় শিল্প— দেশ রক্ষার সাজ-সরঞ্জাম তৈরীর কাজে ব্যস্ত তাদের সবই। ফ্যানি এবং অন্য বক্তারা সম্মেলনে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে উন্মত্ত পাদক্ষেপকে রোধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এ সব শিল্পে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিপত্তির প্রসার করা। তারা অবশ্য বললে না পার্টির লোকেরা কি ভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। সেটা আপাততঃ অব্যক্ত রয়ে গেল। প্রত্যেকে নিজে নিজে স্থির করবে এই উদ্দেশ্যে।

তারপর ওটিস হুড বক্তৃতা মঞ্চে উঠে ফ্যানি যেখানে শেষ করেছিল সেইখান থেকে আরম্ভ করলে। একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করলে, যা আমি এর আগে পার্টির পরিভাষায় পাইনি। কথাটি হল "উপনিবেশ-সংগঠক"। সে বুঝিয়ে দিলে যে উপনিবেশ-সংগঠক হ'ল সেই সব নিষ্ঠাবান সদস্য যারা গুরুত্বপূর্ণ কারখানাগুলিতে থেকে পার্টির কাজ করবে। যদি সে এই রকম কারখানায় না থাকে তা হলেও সে তার আগেকার কারখানা বা পেশা ছেড়ে দিয়ে এরূপ কোনও মূল শিল্পে কাজ নিতে ইতস্ততঃ করবে না। এখানে তার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে একটি পোক্ত গোষ্ঠী তৈরী করা, এবং তাদের সাহায্যে মার্ক্সবাদের প্রচার এবং কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট শ্রমিকদের মধ্যে বৈষয়িক ও সামাজিক সংগ্রামের ভাবকে তীব্রতর করা।

আমার মনে পড়ছে, হুড বলেছিল, "কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করা হবে এই সব উপনিবেশ-সংগঠকদেরই।"

সেই দিনের দীর্ঘ কার্য্যসূচীর মধ্যে শিল্পে উপনিবেশ গঠনের এই নূতন কার্য-ক্রমটির সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় স্থির হল। সভাটি যদিও পার্টির সংগঠকদের ব'লে আহ্বান করা হয়েছিল তবু সংগঠনের মামুলী প্রণালী-গুলির আলোচনা চাপা পড়ে গেল। ম্যাসাচ্যুসেটসের লিন শহরে

অবস্থিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর কারখানায় উপনিবেশ-সংগঠক হিসাবে নিয়োগ করা হল আমার পুরাতন বন্ধু ন্যাট মিল্‌স্‌কে। তার সঙ্গে ছিল ডন টর্মি. যে সেখানে শ্রমিক সংগঠনে এর আগেই অগ্রসর হয়েছিল, আর ডন বোলেন ও বব গুডউইন। ন্যাট পরে মল্ডেনের বাড়ী ছেড়ে লিনে উঠে গেল কারখানার কাছে থাকবে বলে। ডেভ বেনেটকে নিয়োগ করা হ'ল ম্যাসাচ্যুসেটসের ইস্পাত শিল্পে। ছুতার মিস্ত্রী গাস জনসন বোস্টন অ্যাণ্ড মেইনে রেলরোডের কারখানা ও ইয়ার্ডে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। সি আই. ওর ইউনাইটেড আফিস অ্যাণ্ড প্রফেসন্যাল ওয়ার্কারস ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল, তা'কে বলা হ'ল যে, তার কর্ম্মক্ষেত্র হবে টাকাকড়ি লেন-দেনের আফিসগুলি, এবং তার বড় কেন্দ্র হ'ল বড় বড় জীবনবীমা কোম্পানীগুলি, বিশেষ করে বোস্টনের জন হ্যান্‌কক জীবনবীমা কোম্পানী।

মুখ্য শিল্পের উপর এই জোর দেওয়ার সঙ্গে বুন সার্মারের জন্য যে প্রশ্নপত্র কিছু দিন আগে আমি ছাপিয়ে দিয়েছিলুম তার সম্পর্কটা ঠিক ধরতে না পেরে একটু ধোঁকায় পড়েছিলুম। এমন সময় অধিবেশনের স্বল্প বিরতির সময় আমি বুনকে দেখতে পেলুম, একগাদা কাগজ হাতে একজন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা কইছে। তাদের যতখানি কাছ দিয়ে যাওয়া যায় গেলুম, কিন্তু তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে ভরসা হ'ল না। তারাও আমাকে লক্ষ্য করলে না।

শুনতে পেলুম বুন বলছে, "আমি তিনখানাই ফিরে চাই। ডাকে পাঠিও না, নিজে এসে দিয়ে যেও।" এরপর আমি এতদূরে গিয়ে পড়লুম যে আর কিছু শুনতে পেলুম না।

বুনের পরিচালনায় নিউ ইংলণ্ডে উপনিবেশ গড়ার সবচেয়ে বেশী কাজ হলো জেনারেল ইলেকট্রিকের কারখানায়, যেটা সেই অঞ্চলের

মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশরক্ষা সংশ্লিষ্ট কারখানা। আমি তৎক্ষণাৎ এফ বি. আইতে হ্যাল লীগারির কাছে উপনিবেশের মতলবটা জানিয়ে দিলুম। যতগুলি নাম জানতে পেরেছিলুম জানিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে এটাও খবর দিলুম যে ছোট ছোট সভা আহ্বান করা হবে প্রতি শিল্প ধরে, এই রকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে পার্টি সংগঠকদের বৈঠকে।

ফেব্রুয়ারী বৈঠকের পর আমি পার্টির সদর অফিসে ম্যানি ব্লুম ও ও বুন সার্মারের সঙ্গে কয়েকবার ঘরোয়া আলোচনায় উপস্থিত ছিলুম। সেখানে আমি জানতে পারলুম যে কি ভাবে পার্টি তাদের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার কাজে অগ্রসর হবে বলে ঠিক করেছে। ম্যানির ধারণা, পার্টির প্রয়োজনও নেই এবং চায়ও না যে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে কোথাও সে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। কথাটা যেন উল্টো শোনালো, কিন্তু ম্যানি বুঝিয়ে দিলে।

সে বললে, "কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোভাগে পৌঁছে সেইখানে থেকে নেতৃত্ব করতে হবে। তারা শ্রমিকদের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রণীদেরই প্রতিনিধি হবে, তাদের সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে দলে নিলে চলবে না। তা করতে গেলে শুধু নিজেদের শক্তি ক্ষয় করা হবে। মার্ক্সবাদ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের দিকে যে সংগ্রাম তাকে কি ভাবে পরিচালিত করতে হবে। কমরেড স্ট্যালিন খাঁটি কথাই বলেছেন যে, সেই পার্টিই মাত্র আত্মনির্ভরতার সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্যস্থলের দিকে যেতে পারে যে নাকি মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। আমরা সেই সব নিষ্ঠাহীন সদস্য পার্টির দলে ভর্তি করতে চাই না যারা মার্ক্সকে বোঝবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে পারবে না। তা করলে পার্টিকে দুর্ব্বল করে ফেলা হবে এবং তাকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে।

আমি চাচ্ছিলুম যে বক্তব্যটা ঠিক কি বুঝে নেব। জিজ্ঞাসা করলুম, "তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি কি সর্ব্বদাই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ থাকবে?" আমার মনে পড়ছিল অধিকাংশ মার্কিন নরনারীর কথা, যারা কমিউ-নিস্টদের সংখ্যাল্পতার জন্য তাদের অগ্রাহ্য করে।

মার্ক্সীয় বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে এমন প্রত্যয়ের সুরে ম্যানি বললে, "নিশ্চয়ই। কোথায় তুমি কোন্ দলের কথা শুনেছ, যা'র চালকের সংখ্যা, চালিতের চেয়ে বেশী? জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে, এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নে পর্য্যন্ত সংগ্রামের সঙ্কট মুহূর্ত্তে কমিউনিস্ট-পার্টি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠই ছিল।"

১৯৪৭সালের বসন্তকালে আমি আবার রাজনৈতিক কাজের মধ্যে ফিরে এলুম, এখন থেকে আমি কতকটা নিষ্ক্রিয়তা ও নৈরাশ্যের মধ্যে কাটাতে লাগলুম। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় দল গড়ার এক আন্দোলন চলছিল, আর এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল "আমেরিকার প্রগতিপন্থী নাগরিক" (Progressive Citizens of America) নামক একটি প্রতিষ্ঠান মাররফৎ। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পুরানো রাজনৈতিক সংগ্রাম কমিটি (Political Action Committee)-কে সঙ্গে নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মিলিত হ'ল।

হার্ভার্ডের ডাঃ শাপলে এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিরই পরে "প্রোগ্রেসিভ পার্টি" নাম হয়। লিটল ব্রাউন এণ্ড কোম্পানীর প্রধান সম্পাদক অ্যাঙ্গাস ক্যামেরন এই দলের সভাপতি, রুথ এমেরি কর্মসচিব এবং মার্জোরি ল্যানসিং কর্ম্মনির্দেশক নিযুক্ত হ'ন।

এই সময়ে হেন্‌রী ওয়ালেস তা'র নূতন শান্তি ও প্রাচুর্য্যের বাণী দেশব্যাপী বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চ থেকে প্রচার করছিলেন। আমিও

প্রোগ্রেসিভ সিটিজেনস অফ আমেরিকার মধ্যে নিজের কাজ পেলুম ওয়ালেসের বাণী প্রচারের জন্য অসংখ্য পত্রিকা ছেপে। আমার তৃতীয় দল সম্বন্ধীয় মনোভাব আমার নিত্যকার সহকর্মীদের কাছ থেকে লুকোবার কোন নির্দ্দেশ ছিল না, বরং প্রকাশ্যে তা স্বীকার করাই ভাল বলে বিবেচিত হ'ল। কেননা, না হ'লে আমি হয়ত ধরা পড়ে যাব। যতই হোক "প্রোগ্রেসিভ সিটিজেনস" প্রতিষ্ঠানটি এখনও কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্ট বলে ধরা পড়ে নি। কাজেই এম এণ্ড পি থিয়েটার্সের আফিসের লোকেরা আমাকে ওয়ালেসের সমর্থক বলে জানত এবং আমিও প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন্স্ কমিটির সমর্থক প্রচার পত্রিকাগুলি প্রকাশ্যেই আমার ডেস্কের উপর রেখে দিতুম। তবে আমি খুব বেশী কথা বলতুম না আর আফিসের লোকেদের মধ্যে ওয়ালেসের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব আলোচনা হ'ত তা থেকে তফাতে থাকতুম।

এক গ্রীষ্মশেষের সকালে আমরা যখন আগামী সেপ্টেম্বরে ওয়ালেসের বোস্টন সফরের জন্য প্রচারান্দোলন চালাবার তোড়জোড় করছিলুম, তখন পি. সি. এ-র ছাপা খামে একখানা চিঠি আমার নামে এক বিশেষ দূত নিয়ে এলো। ভেতরে টাইপ করা মামুলী কতকগুলি লেখা কিন্তু তলায় পেন্সিল দিয়ে আমার চেনা হাতের লেখা।

তাতে শুধু দুটি কথা, "এফ এইচ্‌কে ডেকো।" ফ্যানি হার্টম্যান। অনেক দিন পরে কমিউনিস্ট নেতাদের কাছ থেকে এই প্রথম সরাসরি আদেশ এল। সেদিন সকালে খুব কাজ ছিল, এবং আমাকে আদেশ মানতে হ'লে আফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের সাধারণের জন্য রক্ষিত টেলিফোন কেন্দ্রে গিয়ে পয়সা দিয়ে ফোন করতে হ'ত। কিন্তু তা করার আগেই একজন আমাকে ডাকলে।

তারের মধ্য দিয়ে পি. সি. এর একজন উচ্চতম নেতার হার্ভার্ড ভঙ্গীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তাতে আমাকে মারিয়াভে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করা হ'ল। সেখানে ওয়ালেসের সঙ্গে আমার ব্যবস্থার কথা আলোচনা হবে। এই লোকটি, তাকে হ্যারি বলেই ডাকব, আমার মতে অসহ্য, অতি-শিক্ষিত অপদার্থ। লোকটার অবস্থা ভাল, লেখার ও ব্যবসা করার চেষ্টা করত, কিন্তু কোনটার উপরই তাকে উদরান্নের জন্য নির্ভর করতে হ'ত না। সে বেশ সুরুচির সঙ্গে বাস করত। লোকজনের সঙ্গে বেশ মিশতে পারত। আসলে উন্নাসিক হ'লেও উদারনীতিক বলে নিজেকে প্রচার করত। আমি তাকে পি. সি এর কাজে লক্ষ্য করে ঠিক করেছিলুন, বয়সের দিক থেকে সে এত বেশী পেকে গেছে যে তার পক্ষে কমিউনিস্ট হওয়া চলবে না, অন্ততঃ ভালো কমিউনিস্ট হওয়া তো নয়ই। তবে কমিউনিস্ট না হলেও তাকে আমি দেখতে পারতুম না।

তবু তৃতীয় দল আন্দোলনে হ্যারি একটা বড় পদ অধিকার করেছিল, কাজেই আমি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। কেননা যাই হোক আমাকে লেগে থাকতেই হবে এবং কি থেকে কি হয় বলা যায় না। প্রায় ক্ষেত্রেই একটা থেকে আর একটা পাওয়া গেছে। কাজেই নির্দ্দিষ্ট সময় মারিলিয়াভ হোটেলে গিয়ে হ্যারির কাছে উপস্থিত হলুম।

পরিচারক যখন আমাদের খাবার পরিবেশন করছিল তখন আমরা বাজে কথা বলে সময় কাটালুম, সে চলে যেতেই হ্যারি টেবিলের উপর ঝুঁকে প্রায় ফিস ফিস করে বললে, "ফ্যানির সঙ্গে কথা হয়েছে?"

এক মুহূর্ত আমি যেন প্রশ্নটা অনুধাবন করতে পাচ্ছিলুম না। মনে হল সে হয়ত আর কারুর কথা বলছে। ফ্যানি হার্টম্যানের কথা নিশ্চয় নয়। হাতের কাঁটা নামিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলুম যে

পি-সি-এর কর্ম্মচারী যে ফ্রান্সেস মেয়েটি আছে তাকেও কেউ কেউ ফ্যানি বলে ডাকে। তবু, ফ্যানিকে ডাকবার চিঠি পাওয়ার দু ঘণ্টার মধ্যে ওই নামটা আবার শুনতে পেলুম। আমার ধারণার অতীত যে কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে হ্যারি নাম ধরে ডাকার মত ঘনিষ্ঠ, এমন কি তাদের সঙ্গে পরিচয় আছে এটাই ত বিশ্বাস হয় না। হ্যারি আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কে ?" লোকটা কতখানি জানে তাই ঠিক করতে চেষ্টা করছিলুম।

সে আবার সেই ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'ফ্যানি", তবে পুরা নামটি বললে না। আমি টেবিলের দিকে চোখ রেখে স্থির করলুম, সোজা পথেই চলব, ঘোর প্যাচ যা-কিছু সেই করুক।

বললুম, "না, তার সঙ্গে সম্প্রতি অনেকদিন দেখা হয় নি। সে'ত আফিসেই আছে, তাই না ?"

হ্যারি নিজেও এইবার যেন একটু ঘাবড়ে গেল। যেন তার ভয় হচ্ছে কোন গোলমাল না হয়ে থাকে। সে প্রসঙ্গটা দ্রুত বদ্‌লে ফেললে। তারপর হঠাৎ একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে যে তাকে একটা টেলিফোন করতে হবে। কয়েক মিনিট বাদে সে ফিরে এল, তার অস্বস্তি তখন একেবারেই চলে গেছে। সে বেশ আত্মস্থ ভাবে লম্বা সরু আঙুল দিয়ে কাঁটা নাড়তে লাগল।

তারপরে বললে, "ফ্যানি বললে যে সে তোমাকে দেখা করতে বলেছে।" এখন আমি নিশ্চিত বুঝলুম সে কিসের কথা বলছে। আমি বুঝতে পারলুম যে সে বেরিয়ে গিয়ে টেলিফোন করে স্থির করে এলো যে কোন ভুল হয়েছে কি না। সে যখন খাওয়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন এই আবিষ্কারটা মনে বসাবার চেষ্টা করলুম যে এই অদ্ভুত প্রকৃতির

ধনী অকেজো অথচ বোস্টনের সম্মানিত নাগরিক, যে সহরের সর্ব্বোচ্চ নাগরিকদের সামাজিক এবং ব্যবসায় চক্রে ঘোরে, সে একজন কমিউনিস্ট। সে নিশ্চয়ই পার্টির একজন বিশ্বস্ত সদস্য, অথচ এমন কি তার অতি ঘনিষ্ঠতম পরিচিত ব্যক্তিরাও জানত না যে সে পার্টিতে এত উঁচু পর্য্যায়ে উঠেছে যে বার্ত্তাবহের কাজ তাকে দেওয়া হয়েছে। কেননা সে আমাকে বললে, "প্রো—৪-এ একটি নূতন উপদল গঠন করা হবে এবং ফ্যানি বলেছে..."

আমি চমকে উঠলুম, "কি বললেন?" তা'র মার্জিত কণ্ঠ থেকে কোমল স্বর বেরিয়ে এলো, "আমি বলছিলুম যে প্রো—৪এ একটা নতুন উপদল গঠিত হবে আর ফ্যানি বলেছে যে তোমার কর্ত্তব্যে আবার একটা পরিবর্ত্তন হবে।"

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললুম, "আবার একটা?" প্রো—৪, এই সাঙ্কেতিক কথায় আমার স্মৃতি ১৯৪৪ সালের প্রাদেশিক সম্মেলনে ফিরে গেল। সম্মেলন কক্ষে আমাকে ঢোকাবার জন্য ফ্যানি এই কথাটিই আমার কাগজপত্রের উপর লিখে দিয়েছিল। এই দ্বিতীয়বার আমি আমার পার্টির জীবনে এই শব্দটির সাক্ষাৎ পেলুম কিন্তু এখনও এর সত্যকার তাৎপর্য্য আমার কাছে রহস্যাবৃত।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "উপদলটি কি? এবং কোথায় মিলিত হবে?" আমি তখন নিজেকে আমার নূতন উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছিলুম, বুঝলুম এই লোকটি কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কতকটা আতঙ্কের সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করলুম, ইনি প্রোগ্রেসিভ সিটিজেনস্ অফ আমেরিকা নামে নূতন দলটিতেও প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। আমি জানতুম যে পি-সি-এর কমরেডদের আমি সকলকেই চিনি, তারা চুনোপুঁটি। কিন্তু এ লোকটি অন্যরকম—একজন

ধনী, কলেজে-পড়া লোক যার সমাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। এর মধ্যে বোধ হয় সেই ধরণের কাঁচা বয়সের ভাবালুতা আছে, যাকে মূলধন ক'রে কমিউনিস্টরা একে বাগিয়ে নিয়েছে।

হ্যারি বলেছিল, "সে সবই তুমি জানতে পারবে। তোমরা বোধ হয় কেম্ব্রিজে বা বোস্টনে মিলিত হবে। আমার মনে হয় সেখানের সদস্যদের সাধারণ আচরণ তোমার ভালই লাগবে। আর কাজটা দরকারী, খুবই গুরুতর।"

"আমার মেলরোজের বর্তমান উপদলটির কি হবে?"

"কেটে পড়বে। কেটে পড়।"

"কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?"

"কিছু না।"

আমি তাকে বললুম যে সেই রাত্রেই আমার সেলের একটা অধিবেশন আছে, যাতে আলোচনা চালু করার ভার আমার উপর। সে ইঙ্গিত করলে যে সেটা করতে কোন বাধা নেই। বার্তাবহ যেন একটা আদেশ জানাচ্ছে এইভাবে বলে যেতে লাগল, "তারপর তুমি "ভাসা সদস্য" হবে। পরে তোমাকে আরও নির্দেশ জানানো হবে। ইতিমধ্যে সদর আফিসের দিকে যেও না। মেলরোজ বা অন্য উপদলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কেটে ফেল। কিছু বলবার দরকার নেই, স্রেফ কেটে পড়বে। সদস্যদের সঙ্গে সরকারী এমনকি সামাজিকভাবেও আর মেলামেশা ক'র না।"

আমি জানতুম "ফ্লোটার বা ভাসা সদস্য" মানে সেই সব সদস্য যাদের নিরাপত্তার কারণে সাধারণ পার্টির সেল বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করা হয়েছে। সে একজন স্বাধীন পার্টির কর্মী যার সঙ্গে কয়েকজন নেতা মাত্র প্রত্যক্ষভাবে দেখা করতে পারবে, বাকী তার সঙ্গে

বার্ত্তাবহ, চিঠি বা টেলিফোন মারফৎ আলাপ হবে। সে পার্টির এমন কোন মামুলী কাজ করবে না, যার জন্য সে সাধারণ সদস্যদের সংস্পর্শে আসবে। "ফ্লোটার"রা প্রায় "স্লীপার" বা 'ঘুমন্ত সদস্য''র এক ধাপ তফাতে। শেষোক্তরা একেবারে কমিউনিস্ট জীবন পরিত্যাগ করে। তার পার্টির সকলের সঙ্গে এমন কি নেতাদের সঙ্গে পর্য্যন্ত সংস্রব ছেড়ে দেয়, যতদিন পর্য্যন্ত না, হয়ত বহু বৎসর বাদে, তাকে কোন বিশেষ কাজে তলব পড়ে। ইতিমধ্যে সে সাধারণ জীবন যাপন করে, যাতে ভিতরে বা বাহিরে কোন রকম কমিউনিস্ট বন্ধনের চিহ্ন থাকে না। এমনও হতে পারে যে পার্টির মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে সদস্যটিকে কোন নিয়ম বিরুদ্ধতার জন্য বা অবাঞ্ছিত বলে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্টদের পক্ষে গুপ্তচরগিরি করার জন্য এবং গোপনে কাজ করার জন্য সকল দেশেই বহুদিন পর্য্যন্ত গোপনতার সহায়তা হিসাবে 'ভাসা সদস্য ও নিদ্রিত সদস্য'র ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এই রকম কঠিন আদেশ এবং রহস্যজনক প্রো—৪ কথাটির ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম যে ব্যাপারটা কি ?

লাঞ্চের পর আফিসে গিয়ে সারাদিন আর কাজে মন বসল না, আমার নূতন আবিষ্কার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো আর মনে হতে লাগলো, হ্যারি শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য ! এবং বেশ বড় দরেরই সদস্য ! আফিস বন্ধ হয়ে গেলেও আমি টেবিল সাফ্ করার জন্য রয়ে গেলুম। ছটার পর টেলিফোন অপারেটার যখন চলে গেল, এবং নিরাপদে কথা বলা সম্ভব হ'ল তখন আমি এফ. বি. আইএর আমার নতুন জুটি ডন রিচার্ড্স্‌কে ডাকলুম।

আমি স্বীকার করলুম, 'আমি যতখানি ছাড়া ছিলুম বলে ভেবে-ছিলুম, দেখা যাচ্ছে, ততটা নয়।"

"নয় ?"

"আমি একটি ছেলের সঙ্গে বহু সপ্তাহ ধরে পাশে পাশে কাজ কর-ছিলুম, তার কথা জানতুম না। তার একটা ফাইল সুরু করব। প্রো—৪এর নাম শুনেছ কখন ?"

সে উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তার কি জান ?"

"আমি এক নূতন উপদলে যোগ দিতে আহূত হয়েছি।"

"বেশ, বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা কি কোন সময় দিয়েছে ?"

"এখনও নয়, তার আগে আমার সাবেক কাজগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। তারা আমাকে জানাবে। কোথায় হবে তাও জানি না।"

"চমৎকার! তোমার বন্ধুর সব খুঁটিনাটি আমাকে জানিও"।

কয়েক সপ্তাহ চলে যাবার পর হ্যারির কাছ থেকে এক টেলিফোন এল।

সে প্রফুল্ল স্বরে বললে, "আমরা কাল একটা ছোট মিটিংএর আয়োজন করেছি। তুমি রিভিয়্যারে আর চার্লস স্ট্রীটের মোড়ে আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে ?" আমি রাজী হলুম। "হ্যাঁ দেখ, 'বুক শপ' থেকে কিছু মাল আনতে পারবে ? ওদের বলা আছে। সেটা একটু আগে থেকে সংগ্রহ কোরো। দোকান থেকে সরাসরি না আসাই বোধ হয় ভাল।" আমি বুঝলুম যে নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

সেই দিন সন্ধ্যায়, আর্থার ট্রোব্রিজের ছদ্মনামে, প্রোগ্রেসিভ বুক শপ থেকে কিছু শিক্ষামূলক সাহিত্য সংগ্রহ করলুম। তারপর ডন রিচার্ডস্‌কে

খবর দিলুম যে মিটিংটা রিভিয়্যার ও চার্লসের কাছাকাছি কোথাও হবে কিন্তু আমাকে রাস্তার নাম বা নম্বর দেওয়া হয়নি।

তার পরের দিন সন্ধ্যায় আমি রিভিয়্যার ও চার্লসের মোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। হ্যারি গাড়ী হাঁকিয়ে এল। গাড়ীটা সে এক ধারে রেখে আমার সঙ্গে রিভিয়ার ষ্ট্রীট ধরে চলল। মোড় থেকে কয়েক ফুট গিয়ে ছ নম্বর বাড়ীর একটা ফ্ল্যাটে ঢুকল। আমি পার্টির পুঁথি পত্রে বোঝাই ঝোলাটা নিয়ে কষ্টে দুটী সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার পর সে একটা দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা খুললে গোল-গাল মোটাসোটা কালো-চুলো একটি মেয়ে বেশ একটা অভ্যর্থনার ভাব নিয়ে। আমার কাছে তাকে শুধু নর্মা বলে পরিচিত করা হ'ল। আমরা ফ্ল্যাটটির ঝরঝরে বাইরের ঘরের মধ্য দিয়ে বসবার ঘরের দরজার দিকে চললুম।

নর্মা আবার বললে, "ভেতরে আসুন।"

আমি কিন্তু দরজার কাছে একেবারে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সোফার উপর একটু ছায়ায় যাতে হঠাৎ নজরে না পড়ে, আমার দিকে তার প্রকাণ্ড গোলমুখে হাসি হাসি ভাবে চেয়ে আছেন আমার এক পুরাতন বন্ধু, যাঁকে আমি কমিউনিস্ট পার্টি সেলে দেখতে পাব এ স্বপ্নের অতীত।

লাট-খাওয়া পোষাকে প্রকাণ্ড লোকটি আমার দিকে বেশ নির্ব্বিকার ভাবে চেয়ে রইলেন কিন্তু আমার ডান হাতে বইয়ের ঝোলাটা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল। নর্মা আস্তে হাত ধরে টানল, আমি কিন্তু সাড়া দিতে পারলুম না। বিশ্বাস হয় না। আমার ঘাড়ের পেছনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'ল, যেন রোমাঞ্চ হচ্ছে।

এই ভদ্র লোকটি একজন সম্ভ্রান্ত, হোমরা চোমরা ব্যবসায়ী। নিউ ইংলণ্ডে ঐ ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি অর্থাৎ

কর্তৃত্বে দু নম্বর। তাঁর নিজ ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ব'লে সমস্ত অঞ্চলে কেন, দেশশুদ্ধ তাঁর খ্যাতি। আমি তাঁকে ব্যবসায়-সংক্রান্ত ক্লাবের ভোজে কয়েকবার দেখেছি, সেখানে তিনি টেবিলের শীর্ষে। প্রকাণ্ড লোক, লোমশ, বেশ-ভূষায় যত্ন-হীন, ব্যবহারে কিছু মেঠো কিন্তু খুব হাসিখুসী, আর ভাবালুতাবর্জ্জিত। তাঁর স্ত্রী গীর্জ্জায় ও নাগরিক ব্যাপারে সক্রিয়া। সন্তানেরা কলেজে পড়ে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে উচ্চপদ তিনি অধিকার করে ছিলেন তা'তে স্টেট ষ্ট্রীটে তাঁকে সকলেই সম্মান করে। তিনি যে কাজ করতেন তাকে নিউ ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায় ও শিল্পজগতে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করা হ'ত। ব্যবসায়-সংক্রান্ত পত্রিকায় তিনি প্রায়ই নূতন নূতন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। যদিও একটু ছিট্ ছিল, যার জন্য তিনি আলুথালু ও ছেঁড়া পোষাক পরতেন আর প্রগতিশীল আন্দোলনকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করতেন তবু বোষ্টনের রক্ষণশীল নাগরিকগণ তাঁকে পছন্দ করত তাঁর আন্তরিকতা, প্রফুল্ল ব্যক্তিত্ব ও তার মূলতঃ শান্ত স্বভাবের জন্য। তিনি হেনরি ওয়ালেসের ও পি. সি. এর একজন ভক্ত সমর্থক ছিলেন। প্রোগ্রেসিভ সিটিজেনস্ অফ অ্যামেরিকার সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠন আন্দোলনে আমি তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করেছি। তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম্মকে একটু অদ্ভুত মনে করত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলত, "ওর উদ্দেশ্য ভাল—আর লোকটা বড়ই ভাল।"

তাঁকেই কিনা দেখি কমিউনিস্টদের গোপন অধিবেশনে !

আমি ঘামতে শুরু করলুম। ঘরের কথাবার্ত্তা থেমে গেল, নীরবে সব কটা চোখ আমার দিকে পড়ল। এই লোকটি যে কমিউ-নিস্টদের অন্তরঙ্গ, এই আবিষ্কারে যে বিস্ময় ও আতঙ্ক আমার প্রথমে দেখা দিয়েছিল তা মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল ভয়। ভয় যে আমি

কমিউনিস্ট পার্টির একটা সুরক্ষিত গোপনতাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি এবং কোন কারণে আমি যে এফ. বি. আইর গোপন চর সে কথাটা হয়ত ধরা পড়ে যাবে। ঘাম আমার মাথা বয়ে গলা দিয়ে পিঠ ভেজাতে লাগল। আমি প্রকাণ্ড লাট-খাওয়া স্যুট পরা লোকটির দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ ফিরিয়ে অন্যদের দিকে চাইলুম। আর কাষ্ঠ হাসি হাসলুম।

নর্মা আমার কনুই ধরে নেড়ে বললে, "আসুন।" আমি আমার মুখের বিস্মিত ভাবটা কাটাবার জন্য চিন্তাটাকে সাম্‌লাবার চেষ্টা করছিলুম। আমি বইয়ের ঝোলাটা দোরের মধ্যে ফেলে, রুমালটা হাতে নিলুম। মুখের ঘাম মুছে, হাঁফ ছাড়লুম।

আমি নর্মাকে আমার অশ্বস্তির ভাবটা ব্যাখ্যা ক'রে বললুম, "তোমাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে চর্বি ঝরে যায়, বাব্বা! তোমরা মুদীখানার জিনিষপত্র টেনে তোল কি করে?" এই কথায় আমার স্থূলকায়া গৃহকর্ত্রী ভদ্র হাসির লক্ষ্য হয়ে পড়ল, তাতে আবহাওয়াটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। আমি আন্তরিকতার সঙ্গে নিশ্বাস ফেললুম। তবে আমার পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নি। অভিবাদনের পালা তখনও বাকী। আমি তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে ন-যযৌ ন-তস্থৌ। "বিপদে পড়লে হাসো" মনে মনে বললুম আর মুখে হাসি আনলুম। লোকটির সঙ্গে এত বৎসর ধরে দেখা-শোনা করেও যে সে কমিউনিস্ট এটা জানতে পারি নি এ কথাটা যতই মনে হ'তে লাগল ততই যেন নিজের হাস্যকর পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে লাগলুম, আর ঠিক এ সময়েই আমার জোর করে টেনে আনা হাসিটি আসল হাসিতে পরিণত হল।

আমি তাঁর বাড়ানো হাতে হাত দিয়ে বললুম, "বাঃ, বাঃ, আপনাকে

এখানে দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল, কমরেড। আমি অবাক হ'য়েছি, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।"

নর্মা বললে, "আমার মনে হয় আপনাদের আগে থাকতেই জানা-শোনা ছিল এখন অন্য লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। টেডি, ম্যাকি, ফেথ, বুব, পেগ, হেলেন, আর এই গাব।" ওদের মধ্যে একজনকে মাত্র আমি চিনতুম। কমরেড টেডি, একটি সুন্দরী, চতুরা, চাকুরীজীবী মেয়ে। সে পি. সি এর একজন বড় গোছের অকমিউনিস্ট সদস্যের কার্য্যকারী সহকারী ছিল। ওই পদাধিকারে সে পি. সি. এর সর্ব্বোচ্চ মহলের সমস্ত খবর কমিউনিস্ট পার্টিতে পৌঁছে দিত। পি. সি-এর মতলব, নীতি ও মীমাংসার কথা সে সদস্যদের আগে জানতে পারত। সে প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক সংস্রব ও অর্থাগমের উপায় সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিল। এখন সে আমার দিকে বেশ অনুকম্পার হাসি হেসে অভিবাদন করলে।

ঘরে অন্য যারা উপস্থিত ছিল তাদের আমার পূর্ব্বেকার কমিউনিস্ট ফ্রন্ট সেলের কাজের জন্য আবছা মনে পড়ছিল। পরিচয়ের পালা যখন শেষ হ'ল তখন ঘরের কোণে একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়লুম।

ততক্ষণে সেদিনকার আলোচনার উদ্বোধন করার যার কথা ছিল, সে ভাষণ শুরু করেছে, 'আমরা দুঃখিত যে যখন আমরা 'ষ্টেট ও রেভোলিউসান' বইখানির বিশদ পাঠ আরম্ভ করেছিলুম তখন আপনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।" সে একখানা বই আমাদের দিকে তুলে ধরে বললে, "লেনিনের এ বইখানা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, নয় কি ?"

আমার কণ্ঠ থেকে জবাব এলো, "হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি আগেই পড়েছি। বেশ ভাল করেই জানি।"

"ষ্টেট ও রিভোলিউশন বইখানাতে দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার

রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং সার্থক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় অবস্থা-গুলির আলোচনা আছে। সেগুলি আমার মত বহু কমিউনিস্ট পাঠচক্রের পড়ুয়ার পক্ষেও কড়া ওষুধ ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু এখানে এই সংযত ভদ্র পরিবেশে, সুবেশধারী ও সতর্ক ব্যবহারে অভ্যস্ত পেশাদার লোকের মধ্যে, বোস্টনের ব্যবসায় জগতের একজন নেতার ভাবহীন দৃষ্টির সামনে এই আলোচনা যেন অবিশ্বাস্য মনে হ'ল।

আলোচনার পর প্রশ্নোত্তরের পালা। আমাদের গৃহকর্ত্রী নর্মা নিজে এই উপদলে নবাগত। সে এই প্রথম তার ঘরে সেলের অধিবেশন আহ্বান করেছে। সে একটু বিব্রত হল যখন অনুধাবন করলে যে বিপ্লবের পর গণতন্ত্র উঠে যাবে। কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই আর এক রূপ, কাজেই তাকে নষ্ট করতে হবে।

কিন্তু পড়ুয়াদের পাঠের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি কিছু সন্দেহ থাকত ত তা' যে প্রথম আলোচনা সুরু করেছিল তার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিতে দৃঢ় হল। "বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সহিংস বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ছাড়া সম্ভব নয়। সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রের তিরোভাব তখনই হবে যখন নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে তার আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন সে আপনিই শুকিয়ে যাবে।"

মিটিং শেষ হতেই সেদিনকার ঘটনার ধাক্কায় কাবু হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলুম। অত্যন্ত হতাশ চিত্তে বাড়ী ফিরতে ফিরতে মন থেকে একথা কিছুতেই দূর করতে পারলুম না যে এই বিস্ময়ের জগতে আমার ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। পার্টির প্রত্যেক সদস্য – যে অভিজাত উপদলে আমি আজ আহুত হয়েছি তার প্রত্যেক সদস্য নিশ্চয়ই সর্ব্বদা পার্টির নিরাপত্তা রক্ষকদের সজাগ পরীক্ষা এবং নিরন্তর সন্দেহের পাত্র।

সামান্য মাত্র ত্রুটি, সামান্য পদস্খলন থেকে ভয়াবহ পরিণতি আসতে পারে।

আমার আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞানটা ঝালিয়ে নিতে হবে, মার্ক্সবাদী বিপ্লবীর চিন্তন-পদ্ধতি অভ্যাস করতে হবে। প্রত্যেক মিটিংএ যাওয়ার আগে, কোন বন্ধু বা অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আগে, কোন টেলিফোনে জবাব দেওয়ার আগে আমাকে সাবধানতার সঙ্গে নিজের মনোবৃত্তিকে যথোপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।

পরদিন ভোরে ডন রিচার্ডসকে ডাকলুম। সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রকম হ'ল ?"

উত্তর দিলাম, "চমৎকার! খুব ভাল লাগল। আমাদের ছোট অধিবেশনটি সার্থক হয়েছিল। গরম, বেশ গরম।" আমাদের আলো-চনার মধ্যে ডন কোন প্রত্যক্ষ মন্তব্য করলে না তবে বোঝা গেল যে সে উৎসাহিত হয়েছে। "তুমি এগোচ্ছ ; এর মধ্য থেকে কিছু বেরুতেও পারে," এর বেশী আর কিছু বললে না। যে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, কাজেই তার উৎসাহের প্রকাশটা খুব মৃদু।

প্রো উপদলের মীটিং চলতেই লাগল। পরবর্ত্তী দেড় বৎসর ধরে আমার কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ প্রো—৪এর চতুর ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র ক'রে চললে লাগল। বোস্টনে ও কেম্ব্রিজে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও ফ্ল্যাটে মাসে দুবার করে যে সব অধিবেশন হ'তে লাগল তাতে যে সব লোককে আমি নিত্য আবিষ্কার করতে লাগলুম তাতে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কায় বিচলিত হতে হ'ল। আমি জানলুম, প্রো-উপদল কিভাবে গঠিত হয় এই সব সুসম্বদ্ধ উপদলে কয়জন সদস্য থাকে, পার্টির বাকী সদস্যদের সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক এবং কোথায় আর কি ভাবে এদের

প্রতিপত্তি নিয়োজিত হবে কার্ল মার্ক্স, লেনিন এবং বিশেষ করে জোসেফ ষ্ট্যালিনের পক্ষে।

প্রথম প্রথম যে সকল অল্পবয়সী লোকের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল তারা সেক্রেটারী বা কেরাণীদের একটু উপরের তলার ভদ্র উপজীবী শ্রেণীর লোক, আলাপে লোক। ব্যবহার বেশ প্রীতিজনক। আমার ধারণা ছিল, তারা হয়ত কুপরামর্শে পড়ে এদের মধ্যে এসেছে। হ্যারি এবং আমার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

ওই উপদলের হেলেন নামে একটি সুশ্রী এবং বিলাসিনী মেয়ে ছিল আমাদের বার্ত্তাবহ। সে খুব নীরবে থাকত আর দামী পোষাক এমন ভাবে পরত যেন কোন পোষাকের দোকানের মডেল। আমাদের উপ-দলে যে তার কি কাজ তা সে কখন ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করত না। কোনও সঙ্গতি না থাকলেও সে যে রকম ঘন ঘন নিউ ইয়র্কে ও ইউরোপে যেত তাতে আমরা ঠিকই ধরে নিয়েছিলাম যে সে শুধু বার্ত্তাবহ নয়, আন্তর্জাতিক বার্ত্তাবহ। পরে আমি জানতে পেরেছিলুম. আমেরিকায় ও রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কি ভাবে সংস্রব রক্ষা করা হয় কিন্তু মোটামুটি ভাবে সমস্ত খুঁটিনাটি কখনও জানতে পারিনি। আমেরিকার সোভিয়েৎ গুপ্তচরদের সবশুদ্ধ চারটি বড় দল কাজ করত, কিন্তু প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে। আমেরিকায় প্রো— উপদলের দু হাজার সদস্য এরই একটি গুপ্তচর দলের সংবাদের বড় উৎস ছিল, আর আমাদের প্রো— ৪ দলের ভারপ্রাপ্ত ছিল সুন্দরী মিতবাক্ হেলেন।

এসব কথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাসের এই মীটিংগুলি থেকে অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে জানতে পারি। অধিবেশনের পর অধিবেশনে একজনের পাশে বসেও তার পার্টির নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারা যায়নি,—এমনও হয়েছে।

প্রো—উপদলের এইসব সদস্যদের বাড়ীতে আমাদের মীটিং হত এবং প্রথম প্রথম আমার মনে হত এরা হয়ত সত্যকার কমিউনিস্ট নয়, কার্ল মার্ক্স ও বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পড়বার আগ্রহ দেখে এদের ভুলিয়ে এই চক্রে এনে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু অধিবেশনও পর পর চলতে লাগল, এরাও রয়ে গেল, কাজেই আমার অনুমান ভুল বলেই মনে হ'ল। আমরা আমাদের মীটিংএ কমিউনিস্ট পার্টির শুল্ক জোগাতুম। তাছাড়া পার্টির ফণ্ডে প্রো—দলের জন্য বিশেষ চাঁদা দিতুম। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ, তার নির্দ্দেশ, পার্টির বিশেষ সদস্যদের নিয়ে কথাবার্ত্তা কইতুম এবং প্রকাশ্যেই পার্টির কর্ম্মসূচীর আলোচনা চালাতুম। আমাদের মীটিংএর কার্য্যক্রম অন্য সব পার্টি সেলের মামুলী ধারা ধরেই চলত—প্রথমে সেলের কার্য্যসূচীর আলোচনা, তারপর বই বিক্রয় ও চাঁদা তোলা, পরে মার্ক্সীয় বিশিষ্ট বইগুলির শিক্ষামূলক আলোচনা।

১৯৪৭ সালের হেমন্ত কাল থেকে ১৯৪৮ সালের বসন্ত কালের মধ্যে, যে সেলে আমি ছিলুম তার সদস্য সংখ্যা বাড়তে লাগল আর নতুন নতুন মুখ দেখা যেতে লাগল।

তার মধ্যে একজন হ'ল মলডেনের রবার কোম্পানীর তীক্ষ্ণধী মিষ্টভাষী অফিসার ও স্যামুয়েল অ্যাডাম্‌স্ স্কুলের শিক্ষক, হ্যারি উইনার। উইনারকে যদিও আমি কয়েকটি সভাসমিতিতে দেখেছি এবং একবার এক সঙ্গে বক্তৃতাও দিয়েছি, তবু সে আমাদের মীটিংএ আসতে শুরু করার আগে তাকে আমি ভাল করে জানতুম না। পার্টির সদস্য হিসাবে সে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকারী ড্যানিয়েল বুন সার্মার কিম্বা জ্যাক ষ্ট্যাসেলের একেবারে উল্টো। তার স্বভাবটা ছিল আন্তরিকতা ও আনন্দে পূর্ণ। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পার্টির বাইরেই হোক আর ভেতরেই

হোক্—সে উপভোগ করত এবং সব দলেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত। মল্ডেন সহর যখন কয়েক বৎসর আগে তাদের শতবার্ষিকী উদযাপন করেছিল হ্যারি উইনার তখন সহরের অন্যতম জনপ্রিয় লোক হিসাবে সেই উৎসবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিল।

আমাদের প্রো—উপদলে টাকা তোলার ব্যাপারটা প্রথম প্রথম আমাকে বিস্মিত করেছে। গোড়ার দিকে কোন কোন অধিবেশনে দেখতুম যে ১৫ থেকে ২৫ ডলার অতি সহজেই কোষাধ্যক্ষের হাতে চলে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম যে প্রো—৪এর যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। সদস্যদের কাছে প্রায়ই প্রো—উপদলকে বাঁচিয়ে রাখা এবং অন্যান্য অসংখ্য আন্দোলনের জন্য ও বিশেষ বিশেষ কারণে টাকার আবেদন করা হ'ত। একবার দেখলুম যে আমাদের আশিজন সদস্য সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী ডলার নগদ তুলে দিলো। আমাদের একজন পুরাতন ও উৎসাহী ধনী সদস্য, একজন বড় জহুরীর স্ত্রী মিসেস সারা গর্ডন চার্লস নদীর তীরবর্তী হোটেলের যে অপূর্ব্ব ফ্ল্যাটে বাস করত, সেখানেই পার্টির বিশিষ্ট নেতা পল রোবসন এবং এলিজাবেথ গুর্লে ফ্লিনের মত লোকেদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করতেন। সেখানে টাকা তোলা—অবশ্য সুরুচি-সম্মত ভাবেই—কার্য্যক্রমের একটা বড় ধারা থাকত।

এরা সকলেই বোস্টন অঞ্চলের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক। এদের মধ্যে কারুকে কারুকে দেশবাসীরা বামপন্থী বলে সন্দেহ করত কিন্তু কাউকেই প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে জানত না। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ ধনী।

আমি যখন প্রো—উপদলে প্রথম যোগ দিই, ১৯৪৭ সালের হেমন্তে, তখন গোটা-পনেরো সেল ছিল। প্রত্যেক সেলে তিন থেকে পনেরো জন সদস্য থাকত। আমাদেরটা বড়দের মধ্যে। পুরাতন সদস্যরা চলে গেলে বা নূতন সদস্য এলে, অথবা তাদের কাজ বা পার্টির দত্ত নির্দ্দেশ বদলে গেলে সেলগুলি পুনর্গঠিত করা হ'ত।

মানুষের মন জয় করার জন্য প্রো—উপদলের কয়েকটি চেষ্টা বেশ নাটকীয়। ১৯৪৮ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় হেনরী ওয়ালেসকে বোস্টনে একটা বড় রাজনৈতিক সম্মেলনের জন্য নিয়ে আসা হ'ল। তাঁর ভাষণের খানিকটা রেডিও মারফৎ প্রচার করা হ'ল। তাঁর এই ভাষণের একখানা কপি বেকন হিলের প্রোগ্রেসিভ পার্টির আফিসে আগের দিন এল এবং শেষে আমাদের প্রো—উপদলের সেই ব্যবসায়ী বন্ধুর হাতে পৌঁছল। ভাষণটিকে তাঁর মনে হ'ল অত্যন্ত ঘোলাটে, অসঙ্গত এবং একেবারেই অপর্য্যাপ্ত। তিনি আমার আফিসে দেখা করে ভাষণটিকে তাড়াতাড়ি পড়তে বললেন। আমি তাঁর সঙ্গে বসে দুঘণ্টা ধরে ওয়ালেসের ভাষার পরিবর্ত্তন করলুম। আমার বন্ধু রাত্রেই বক্তৃতাটি নিজের মত করে লিখে ফেললেন এবং পরের দিন দুপুরের মধ্যে সেটি মিমিওগ্রাফ করা হ'য়ে গেল। ওয়ালেস রেডিওতে এই সংস্করণটি পড়েছিলেন কিনা জানি না তবে প্রো—উপদলের কমরেড্‌রা আমাদের ভাষ্যটি পড়ে খুব খুসী হয়েছিলেন তা জানি।

প্রো—প্রতিষ্ঠানটি আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট নিরাপদ মনে হ'লেও দেখা গেল একেবারে দুর্ভেদ্য নয়। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে আমাদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। নর্মার ওখানে এক মিটিংএ একজন সৈনিকের মত ছোকরা এল, তার নাম পিট, সে জেলার সদর দপ্তরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষাকারী বার্ত্তাবহ। সে নেতাদের কাছ থেকে এক গুরুত্ব-

পূর্ণ বার্ত্তা নিয়ে এলো। পিটের চেহারা ঠিক বার্ত্তাবহ হবারই উপযুক্ত, তার কদম-ছাঁট চুলে তাকে প্রাশিয়ান বলে মনে হত, এবং এই ধারণা সমর্থন লাভ করত তার কোমরবন্ধওলা ট্রেঞ্চ কোটে। তার অবস্থান সর্ব্বদাই খুব অল্প-স্থায়ী হ'ত। সে সেলের কারুকে কখনও নাম ধরে ডাকত না এমন কি প্রথম নাম ধরেও নয়। তার বক্তব্যগুলি আমরা পার্টির নির্দ্দেশ বলেই মেনে নিতুম। এই বিশেষ রাত্রে সে আমাদের কাছে নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলে এবং নিরাপত্তার জন্যই কী কী সতর্কতা নিতে হবে তার একটি ফর্দ্দ দিলে।

সে বললে যে মূল কথা হ'ল প্রো—উপদলের সমষ্টি হিসাবে নিরাপত্তা, তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে সদস্যদের বলি দিতেও আপত্তি নেই। সে পুনরায় আমাদের জানালে যে কোন সদস্য কখনও জেলা আফিসে যেন না যায়। সে আমাদের প্রাদেশিক আফিসে টেলিফোন করতেও নিষেধ করলে। বললে, আমাদের যদি কোন খবর থাকে ত সেলের সভাপতির মারফৎ দিতে। আমি পরে জেনেছিলাম যে সভাপতি আবার সেগুলি প্রো-কাউন্সিলের সর্ব্বশক্তিমান অধ্যক্ষ জ্যানের মারফৎ সেগুলি পাঠাতেন।

সেল মীটিংএর বাইরে আমাদের পরস্পরের সম্পর্কেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইঙ্গিত করলে যে আমাদের পরস্পরের বাড়ীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে দেখা সাক্ষাৎ না করাই ভাল। প্রয়োজন হ'লে আমরা সাধারণ-গম্য স্থান যেমন রেস্তরাঁয় দেখা করতে পারি। পিট আমাদের কোন নথী রাখা বা নামের ফর্দ্দ রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিলে। সে আমাদের আদেশ জানালে যে আমাদের সেলের মীটিংগুলি ছড়িয়ে দিতে, একজন সদস্যর বাড়ী থেকে আর একজন সদস্যর বাড়ীতে, আর সপ্তাহের একই বারে পরপর দুটি মীটিং করা থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকতে বললে। নিরাপত্তার প্রথম সূত্র হ'ল পরিবর্ত্তনশীল ছক্।

অতএব আমরা বুধবার রাত্রে একজনের বাড়ীতে মিলিত হতুম, আবার তারপর আর একজনের বাড়ীতে শুক্রবার রাত্রে মিলিত হতুম। এমন কি বাঁধা ছক বদলাবার জন্ত আমরা অধিবেশনের সময়ও পরিবর্ত্তন করতুম।

পিটের নিরাপত্তা বক্তৃতার অল্পদিনের মধ্যেই পার্টিকে হঠাৎ আত্মরক্ষার জন্য গা-ঢাকা দিতে হ'ল। এই আতঙ্কের কারণ হ'ল ভূতপূর্ব্ব সহকারী অ্যাটর্ণি জেনারেল ও. জন রোগের সতর্কবাণী। তিনি বললেন যে তাঁর ভুতপূর্ব্ব উপরওয়ালা অ্যাটর্ণী জেনারেল টম্ ক্লার্ক বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য নিউ ইয়র্কে গ্রাণ্ড জুরী আহ্বান করেছেন এবং এই সুযোগে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নূতন করে তাড়না শুরু হবে। রোগ জানালেন যে ১৯২০'সালের কুখ্যাত পামার আক্রমণের আবার পুনরাবৃত্তি হবে এবং সরকারী এই "ডাইনী খোঁজা" আন্দোলনে মধ্য রাত্রে পার্টির নেতাদের গ্রেপ্তার করা ও নথীপত্র দখল করা হবে। তাছাড়া কমিউনিস্ট-দের বিপক্ষে এমন একটি যোগ-সাজসের মোকদ্দমা খাড়া করা হবে যাতে হিটলারের 'রাইখষ্টাগে আগুন লাগানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

উপরের নেতারা তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিলে। জেলার মাথা যারা পুঁথিপত্র নিয়ে সহরের বাহিরে চলে গেল। লিটল বিল্ডিংএর দপ্তরের কাছে যাওয়া ছেড়ে দিল। খবর পাওয়া গিয়েছিল যে সরকারী আক্রমণ আসবে ১৫ই নভেম্বার, কাজেই ওই দিনের কয়েকদিন পর পর্য্যন্ত পার্টি তার সতর্কতা পরিত্যাগ করলে না তারপর যেন ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে গোপনতার আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাড়নাটা যে কেন এল না তার কোন কৈফিয়ৎ পাওয়া গেল না। পার্টি অবশ্য নিজেদের' নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশংসা করে বললে যে সরকারী মতলব ওরাই ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমি কিন্তু কখনই ভাবিনি যে ওরকম একটা তাড়নার ব্যবস্থা কোনদিন হয়েছিল।

কিন্তু "পামার আক্রমণ" আতঙ্কের ফলে পার্টির মধ্যে নতুন উদ্বেগ দেখা দিলে। আমরা টেলিফোন বর্জন করলুম। সেল মীটিংএর নোটিশ আসত সামাজিক নিমন্ত্রণের ছদ্মবেশে, যথা, "প্রিয় এইচ, বুধবার রাত্রে আমার ওখানে কয়েকজন আসবেন। তুমি উপস্থিত হবে, আশাকরি। এন্"—ব্যস, এই পর্য্যন্তই। কোন ঠিকানাও থাকত না অথবা পুরো নামও ব্যবহার করা হ'ত না।

নিয়মবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আমাকে কখনও কখনও জেলার সদর দপ্তরের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হ'ত, কেন না আমার বিশেষ ভার ছিল জেলা শিক্ষা কমিশনের জন্য পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র তৈরী করা। কাজেই আমার জন্য নিয়মের ব্যতিক্রমের হুকুম হ'ল কিন্তু সেগুলি খুব গোপনে সম্পন্ন করা হত। যদি মাল নেওয়ার দরকার হ'ত, তাহলে দেখা করার জায়গা ঠিক করা ছিল একটা সোডা ফাউণ্টেনে। আমি একখানা "বোষ্টন গ্লোব" নিয়ে সেখানে ঢুকে পার্টির দূতের কাছেই একটা টুল নিয়ে বসতুম, তার সঙ্গেও একখানা গ্লোব থাকত। আমার কাগজখানা তার কাগজের পাশে রাখতুম, তারপর কিছুক্ষণ পরে সে আমার কাগজ-খানা নিয়ে চলে যেত। আমার কফি খাওয়া শেষ হলে, আমি বাকী কাগজখানা তুলে নিতুম। তার ভাঁজের মধ্যে পাওয়া যেত পার্টির পুস্তিকা বা হ্যাণ্ড বিলের খসড়া আর সেগুলি ছাপাবার উপদেশ।

যখন ছাপান মালের বস্তা পার্টির দপ্তরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হ'ত, তখনও সংস্রবের প্রয়োজন ছিল না। আমি পুলিন্দাটি নিয়ে বয়লষ্টন ষ্ট্রীটের সুড়ঙ্গের মধ্যে চলে যেতুম আর সেগুলি পার্সেল রাখার লকারের মধ্যে বন্ধ করে রেখে আসতুম। তারপর তার চাবিটাকে একটা খামের মধ্যে পুরে দপ্তরের ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিতুম। সেখানকার

লোকেরা চাবিটা নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে মাল উদ্ধার করে আনত, খোলা রাস্তায় না উঠেই।

পামার আক্রমণ পুনরাবৃত্তির আতঙ্ক ত ছিলই, তারপর পার্টির সন্দেহ হতে আরম্ভ হল যে কমিন্‌ফর্মের মতে যতখানি সত্বর অর্থনৈতিক মন্দা আসবার কথা ততখানি শীঘ্র আসবে কি না। আর একটা যুদ্ধের আশঙ্কা তখন আকাশে-বাতাসে উড়ছে, আসন্ন নির্ব্বাচন নিয়েও চারদিকে বেশ একটা সরগরম সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় পার্টি যে কোনও অবস্থার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল।

একটা বিশেষ ঘটনা হল, কংগ্রেসের বিবেচনাধীন মুণ্ট্-নিক্সন বিল পাশ হওয়ার আশঙ্কা। ঐ আইন পাশ হলে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হয়ে যেত। এর জন্য বার্ত্তাবহ পিট নিরাপত্তার জন্য খুব কঠোর সব হুকুম নিয়ে আবার আমাদের সেলে এল। পিট বুঝিয়ে দিলে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জনের বেশী সভ্য কোন উপদলে থাকবে না। প্রত্যেক সেলের চারদিকে নিরাপত্তার পাকা পাচিল তুলে দেওয়া হবে। কোন সেলে অন্য সেলের কোন সদস্যের নাম করা হবে না। অন্য সেলের সদস্যদের কাছে কখনও ব্যক্তিগত বা আফিসের টেলিফোনে কথা কওয়া হবে না। রাস্তার সাধারণ টেলিফোন গুমটি থেকে করা চলবে তবে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হ'ল যে লাইনের অন্য দিকে হয়ত আমাদের কথা অবাঞ্ছিত লোকে শুনবে। মীটিংএর লিখিত নোটিস দেওয়া বন্ধ করা হ'ল। পরবর্ত্তী মীটিং-এর স্থান ও কাল মীটিং-এর মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হত।

এইভাবে পার্টি ভেঙ্গে দেওয়াতে প্রো—উপদলের কাজে বিঘ্ন হ'ল, আমার খবর সংগ্রহ করা দুরূহ হ'ল। আমাদের ছোট সেলে পাঁচ জনের বেশী সদস্য রইল না। পার্টির নিয়মিত সভ্যরাও এই ধরণের

একটা সংগঠনের ব্যবস্থা করেছিল তবে তাদের বেলা এ ব্যবস্থা অনেক পরে কার্য্যকরী হয়েছিল। আমাদের সেলগুলি বোস্টন অঞ্চলের সবদিক ছড়িয়ে ছিল। তাদের পরস্পরের সঙ্গে সংস্রব মাত্র নব গঠিত এক সংঘের মধ্য দিয়ে রইল। প্রত্যেক সেলের সভাপতি এক নিম্নতর প্রো-কাউন্সিলের সদস্য ছিল। এক একটি নিম্নতর কাউন্সিলে পাঁচটির বেশী সেল সংশ্লিষ্ট ছিল না। সমগ্র প্রো—উপদলের যে কার্য্যকরী কাউন্সিল তাতে প্রত্যেক নিম্ন কাউন্সিল মাত্র একজন ডেলিগেট পাঠাত। এই কাউন্সিলই জেলা আফিসের সঙ্গে ও নিউ ইয়র্কের জাতীয় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত।

মুণ্ট-নিক্সন প্রস্তাবগুলি যতই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক্ না কেন, পার্টির মধ্যে কংগ্রেসের তরফ থেকে কমিউনিস্ট বিরোধী কার্য্যকলাপ যেমন ভাবে উপস্থিত হ'ত এবারও তাই হ'ল। বুন সার্মার বললে "ভালই। আমরা যতটা শক্তিশালী নই, এতে তার চেয়ে বেশী দেখায়।" আমাদের মধ্যে যে কয়েকজন পার্টির ভেতরে থেকে কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে লড়ছিল, সমগ্র জাতির মধ্যে এই নূতন হিষ্টিরিয়ার সম্প্রসারণের ফলে তাদের উপর এক মারাত্মক আঘাত এলো।

যদিও নিরাপত্তার নিয়মগুলি কঠোর করে আনা হচ্ছিল, তবু এত দিন অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চলেফিরে বেড়ান যাচ্ছিল এবং কোথায় কি হচ্চে জানা যাচ্ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নতুন আইনের ফলে পার্টি যেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তাতে আমার সংবাদ সংগ্রহের কাজে বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে আমি এর আগেই ব্যুরোর জন্য প্রো—উপদল ও তার সদস্যদের সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র দিতে পেরেছিলুম। আগে যদি না পারতুম ত ছত্রভঙ্গের পরে তা করা অসম্ভব হ'ত। আমাদের বড় সেলে অনেক দুর্দান্ত কমিউনিস্টদের খুব

কাছে থাক্তুম, কিন্তু উপদলটি ভেঙে যাবার পর তারা যে কি করছে, তার সন্ধানই পেতুম না। এই সকল কারণেই এফ. বি আই. আর তার ডিরেক্টার জে এডগার হুভার পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী করার বিরোধিতা করেছিলেন। অনেকেই ভাবত যে, এতে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে ফেলবে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে আরও বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে। এই ধরণের বিরোধিতায় হয়ত কয়েকজন গলাবাজীকরা রাজনীতিকদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হতে পারে কিন্তু পার্টির কোন ক্ষতি হবে না।

এসব নিরাপত্তামূলক কৌশলাদি অবলম্বনের সময়েই কিন্তু পার্টি একটা গুরুতর ঘা খেলে। ১৯৪৮ সালের ২০শে জুলাই নিউ ইয়র্কের ফেড়ারেল গ্রাণ্ড জুরী কমিউনিস্ট পার্টির বারো জন সর্ব্বোচ্চ নেতা আর, চেয়ারম্যান উইলিয়াম জেড্ ফষ্টারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থাপিত করলো।

প্রথমটা নিম্নতর সদস্যদের মধ্যে বিক্ষোভ ও আতঙ্কের বন্যা বয়ে গেল কিন্তু অচিরেই পার্টি এই আঘাতের প্রত্যুত্তরে নিজেদের আতঙ্ক বর্জ্জন ক'রে আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। যে স্মিথ আইনের বলে বারো জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তাকে জনসম্মেলনে নিন্দা করা হ'ল। পার্টির শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, খবর কাগজ ও পত্রিকার মাধ্যমে আমেরিকার লোককে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দোষিতা সম্বন্ধে বোঝাতে লাগল। তাদের ভঙ্গীতে দম্ভের ভাব ছিল। তারা আইন-আদালত বিচার বিভাগ সকলকে অগ্রাহ্য করে চলল। ঐ বারো জনের পক্ষে মোকদ্দমা চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের আন্দোলন তারা নিপুণতার সঙ্গে সংগঠিত করে ফেললো। পার্টির সমস্ত উদ্যম বিচারের দিকে নিয়োজিত হ'ল।

ইতোমধ্যে পার্টিকে যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করতে হয়, তার জন্য একটা জরুরী কার্য্যসূচী তৈরী করা হ'ল। বোস্টনের প্রো—উপদলে ও পার্টির নিয়মিত সেলগুলিতে দুদিন এর মহড়া দেওয়া হ'ল। কর্ম্মসূচী এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যাতে যে কোনও মুহূর্ত্তে সমস্ত সদস্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হতে পারে। তাছাড়া "পামার আক্রমণে"র সময় পার্টি হঠাৎ বানচাল হয়ে গিয়েছিল কেননা বদলী নেতা, বা গোপন দপ্তরের এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রাখার কোন ব্যবস্থা তখন ছিল না। এবার সে রকম ত্রুটি না থাকে, সে বন্দোবস্তও করা হচ্ছিল।

এই মহড়া দুটি ১৯৪৮সালের জুলাই ও আগষ্টে হয়েছিল। এতে পার্টির সর্ব্বাঙ্গীণ শাসনব্যবস্থার দক্ষতাই প্রমাণিত হ'ল। যেমন সদর আফিস থেকে প্রো—কাউন্সিলের সভাপতিকে সতর্কতাবাণী পাঠান হ'ল তিনি আবার উপদলের অন্য সদস্যদের জানিয়ে দিলেন। বিজ্ঞপ্তিটি নির্দোষ বার্ত্তার ছদ্মবেশে দূত মারফৎ বা টেলিফোনে দেওয়া হ'ল। যেমন, ' মার্থা মাসীর অসুখ, তুমি আসতে পারবে কি ?" প্রো-কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য আবার তার নিম্ন কাউন্সিলে খবরটি পাঠাল, আবার নিম্ন কাউন্সিলের পাঁচজন সদস্য তাদের সেলে খবর পাঠিয়ে দিলে। এই নূতন ব্যবস্থায় প্রত্যেক স্তরের নেতা তার অধীনস্থ পাঁচজনের জন্য দায়ী রইল, কাজেই বার্ত্তাটি অতি সত্বর প্রত্যেক সদস্যের কাছে পৌছল। সেই সময় থেকে প্রত্যেক সেলে একটা প্রস্তুতির প্রণালী, পূর্বনির্দ্দিষ্ট মিলন কেন্দ্র, সকলের জানা সাঙ্কেতিক বাণী ও যোগাযোগের নিশ্ছিদ্র উপায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই থেকেই গোপন সংগঠনের সূত্রপাত হ'ল যা ক্রমশঃই উন্নততর ও মসৃণতর হয়ে চলেছে।

অভিযোগের কিছুদিন পরেই ডন রিচার্ডসের কাছে আফিসে টেলি-

ফোন পেলুম। "একটু বেরিয়ে আসতে পার কি?" সে জিজ্ঞাসা করলে।

'নিশ্চয়!' আমি টুপি নিয়ে এডি আলফানোকে ব্যাঙ্কে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লুম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, একখানা চেক ভাঙ্গিয়ে আনতে পারি কি না, তাহলে তাকে আর যেতে হয় না। আমি রাজী হয়ে তার চেক লেখার জন্য অপেক্ষা করলুম। তারপর আফিস থেকে বেরিয়ে পনর মিনিটের মধ্যেই ডনের দু-দরজার গাড়ীতে পৌঁছে গেলুম। গাড়ীটি বাইরে থেকে দেখতে ভাঙ্গা, মনেও হয় না এর ইঞ্জিনটার গতিশক্তি এত বেশী, ভেতরে এত সাজ-সরঞ্জাম! গাড়ীটা হ্যাচ মেমোরিয়াল শেলের নিকট চার্লস নদীর তীরবর্তী খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

রিচার্ডস্ জিজ্ঞাসা করলে, "খবর কি?"

"নতুন কিছুই নয়। মামুলী। বেশীর ভাগই বিচারের কথা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, এই সব। কমরেডরা ঐ বার জনের জন্য খুব চেঁচাচ্ছে।"

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করলে, "বার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুমি কতদূর জান?"

"অনেক কিছু। আমরা ত কেবল ওই কথাই বলছি।"

রিচার্ডস্ সামনের কাঁচখানার মধ্য দিয়ে অনেকক্ষণ সোজা দূরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

ডন কোন বিষয়ের অবতারণা করবার সময় যে ভঙ্গীতে কথা বলে তা থেকে অন্য কেমন এক ভাবে বললে, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার হুকুম হয়েছে।"

"তুমি ত জান, আমি যতদূর পারি, যা পারি—"

"এটা হয়ত খুব সোজা হবে না। বিচার বিভাগ জানতে চান যে

তুমি ইচ্ছুক আছ কি না···অর্থাৎ তুমি স্বেচ্ছায় ঐ বারো জনের মোকদ্দমায় সরকারী সাক্ষী হতে রাজী আছ কি না। তাঁরা চান যে তুমি সমস্ত কাহিনীটি ব্যক্ত কর।"

এক ঝটকা হাওয়ায় গাড়ীটা কেঁপে উঠল এবং আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানা একটা শিসের আকারে বেরিয়ে এল। যে রাস্তা প্রায় নয় বৎসর ধরে এঁকে বেঁকে চলেছিল সে আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে তার শেষ মোড় ফিরল।

রিচার্ডস্ শান্ত ভাবে বললে, "কথাটা এই। তোমাকে আমি এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলতে বা করতে অনুরোধ করব না। আমাকে এই মামলা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে, এ ব্যাপারে আমার যে মতামত ও স্বার্থ আছে তাও পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। আমি ব্যাপারটা কি এবং সে সম্বন্ধে সরকারী মতামত কি তাই তোমাকে জানাব তারপর মীমাংসা করার ভার তোমার।" কি যেন ভেবে আবার বললে, "অন্ততঃ আংশিক ভাবে।

"বিচারের সময়, বিচার বিভাগের সাক্ষীর দরকার হবে—জ্যান্ত সাক্ষীর, যারা কাঠগড়ায় দাঁড়াতে পারবে। আদালতে জুরীর সামনে শুধু নথীপত্র নিয়ে গিয়ে ত বলা যায় না যে আমাদের গুপ্তচর 'এক্স' পার্টির কয়েকটি ক্রিয়া-কর্মে যোগ দিয়ে এই সব রিপোর্ট দিয়েছে অথবা যে অমুক অমুক লোক তার কাছে বিপ্লবাত্মক বিবৃতি দিয়েছে। তাতে হবে না। সাক্ষীকে তার জবানবন্দী প্রকাশ্যে দিতে হবে এবং আসামী পক্ষকে তাকে জেরা করার অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু এই মোকদ্দমাটি একটু অস্বাভাবিক ধরণের। আমরা যা গড়ে তুলেছি তার অনেক

থানিই ভাঙতে হবে। যদি তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়াও, তা'হলে স্বভাবতই পার্টির মধ্যে তোমার প্রতিষ্ঠার একেবারেই বিলোপ হবে, এবং আমাদের কাছে আর তোমার কোন দাম থাকবে না।"

আমি উত্তর দিলাম না ভাবলুম সে আরও কিছু বলবে। কিন্তু সে শুধু বললে যে "এই কথা, আর কি।"

আমি কয়েক মিনিট নীরবে ভাবলুম। আমি জানতুম যে কাঠগড়ায় আমার আবির্ভাব পার্টিকে কি ধাক্কাই দেবে। আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলুম যে একথা যদি আগে থাকতে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার দীর্ঘ সংস্রবের ইতিহাস ব্যক্ত করব, তাহ'লে আমার ও আমার পরিবারবর্গের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ভাবলুম যে এইভাবে যে ভার ক্রমে আমার সহনাতীত হয়ে উঠছে তা থেকে ত নিষ্কৃতি পাব। আমি আমার পেশা ও আমার পরিবারবর্গকে অবহেলা করছি। আমার গার্হস্থ্য জীবন বলে কিছু নেই বললেই হয়। বিজ্ঞাপক সম্মেলনে গিয়ে আমার পেশাদারী পরিচয়ের পরিধি না বাড়িয়ে আমি সন্ধায় ও শনি রবিবার ক্রমশঃই কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে কাটাচ্ছি। গড়ে আমাকে অন্ততঃ তিনটে করে মীটিং-এ যোগ দিতে হ'ত,—সেলের মীটিং, বিশেষ ব্যাপারে আহূত সম্মেলন, আবার প্রো-উপদল ও পার্টির নেতাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের বৈঠক।

আমি বললুম, "আমি যদি এই বোঝা নামিয়ে দেবার পরও সরকারের সাহায্যে আসতে পারি, তা হ'লে ভালই হয়, ডন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্ট কথা বলতে কি ইভা ও আমি একটু বিরক্তই হয়েছি। এখন আমাদের খালি মনে হয় যে কি করে আমরা এ থেকে নিষ্কৃতি পাব। আমরা বেরিয়ে আসার পরিষ্কার পথ দেখতে

পাচ্ছি না। এ সমস্যার এইভাবে সমাধান হলে ভালই হয়। আমার মেয়ে চারটি বড় হয়ে উঠছে, পড়তে লিখতে শিখছে, বুঝতে শিখেছে যে চারদিকে কি হচ্ছে। আমি চাই না যে তাবা তাদের বাপের সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠে। তারপর এই যে চারদিকে খোঁজ খবরের পালা চলছে আর কাদা ছিটোনোর আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তার জন্য ইভা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বোস্টন সমাজে আমার কি অবস্থা হবে যদি আমাকে কমিউনিস্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়? আমাদের সব চেয়ে বড় উদ্বেগ তাই।"

রিচার্ডস একটু অসহিষ্ণুভাবে বললে, 'তুমি তাহ'লে রাজী?"

আমি কয়েক মিনিট ভাবলুম। মনস্থির করা সহজ নয়। আমি বললুম, "না, আমি রাজী নই।"

রিচার্ডস্ শান্তভাবে একটুখানি বসে থেকে বললে, "তুমি ঠিক বলছ ত?"

"হ্যাঁ, কেননা আরও অনেক কথা ভাববার আছে। আমি নিশ্চিত জানি যে পার্টির উপর এর কি প্রভাব হবে এবং তুমি যা বলেছ তা ঠিকই যে, আমার ওদিককার কাজ খতম্। কিন্তু এই সকল ব্যাপার ভালর দিকে যাওয়ার আগে অনেকখানি খারাপ হবে। পার্টি এখন বিশাল বিস্ফোরকের স্তূপ বিশেষ হয়ে আছে। নাড়াচাড়া যথেষ্ট করা যায়, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু কেউ যদি 'ফিউজ' গুঁজে দেয় ওর মধ্যে, তাহ'লে ফেটে যাবে। পার্টি ক্রমশঃ গা ঢাকা দিচ্ছে। চাপে প'ড়ে ভেতরের অংশটা ক্রমশঃ কঠিন এবং নিশ্ছিদ্র হয়ে আসছে, এবং যতই কঠিন হচ্ছে ততই তার মধ্যে ঢোকা এবং কাজ করা কঠিন হয়ে আসবে। এর পরে পার্টির বাইরের লোকের পক্ষে পার্টির মধ্যে কি হচ্ছে তা

জানা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি ভেতরে ঢুকে পড়েছি এবং আমার মনে হয় সেখানে থেকে যাওয়াই ভাল।"

রিচার্ডস বললে, "তুমি যা বলছ তা আমি বুঝতে পারছি।"

"আমি শীঘ্রই এমন অনেক কিছু জানতে পারবো যা তোমাদের কাছে মূল্যবান হবে। আমি প্রো—উপদলে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক দিনই আমি কিছু কিছু খবর এখান ওখান থেকে পাই যাকে জোড়াতাড়া দিয়ে পুরো চিত্রটা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সহকর্মী হিসাবে আমি দলের সবচেয়ে উৎসাহী লোক বুন সার্গারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তাছাড়া, এই সময় এই সব লোককে আদালতে হাজির করা ঠিক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। হয়ত ভালও হ'তে পারে, জানি না। কিন্তু এটা জানি যে জন-বারো লোককে জেলে পুরলে কমিউনিস্ট পার্টির কোন ক্ষতি হবে না।"

ডন বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু তুমি জান, হার্ব, তোমাকে আদালতের সমন ধরিয়ে দিয়ে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে পারে।"

"তা হলে আমি লক্ষ্মী ছেলের মতই চলে যাব, কোন ভয় নেই।" ডনের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো, যা কদাচিৎ দেখা যায়।

আমি বলে যেতে লাগলুম, "সেই রকম হলেই ভাল হয়। কেননা ধরতে গেলে আমি অতি সামান্য ক্ষেত্রেই কাজ করেছি। আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। আমি সমগ্র চিত্রের ধারণা পাচ্ছি না। কাজেই আমার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত কিনা আমি কি করে স্থির করব? এ মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার করার কোন অধিকারও নেই। অতএব আমি কিছুই করব না, অর্থাৎ ইচ্ছা করে নয়। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, আমি যেখানে আছি সেইখানেই থাকা ভাল। কিন্তু যদি

বিচার বিভাগ আমাকে কাঠগড়ায় তুলতে চায় ত সমনজারী করুক। তখন আমায় যেতেই হবে। তাই ভাল নয় কি ?''

ডন হঠাৎ হাত চাপড়ে খুব কেতা দুরস্ত ভাবে বলে উঠল,''ভাল কথা। তুমি যা বলেছ ঠিক সেই উত্তরই আমি তাদের জানাব।''

ডন আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করলে না, তবে দেখে মনে হ'ল সে মনে মনে খুসীই হয়েছে। কোন সংবাদ-সংগ্রাহকই চায় না যে বহু বৎসর ধরে সংবাদ পাবার যে ফাঁদ সে তৈরী করেছে তা চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যায়।

তারপর সে তার ভেতরের পকেটে হাত দিয়ে বললে, "যাক গে, ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করার ছিল। তবে এটা জেনো যে তোমাকে যে সমন দেওয়াই হবে তার কোন মানে নেই। হয়ও যদি, তার এখনও ঢের দেরী আছে। তবে ইতিমধ্যে মোকদ্দমা সাজানোর জন্য অনেক কাজ বাকী আছে। বিচার বিভাগের অ্যাটর্নিরা তোমার গল্পগুলি পরীক্ষা করে দেখতে চায়।"

আমি কিছু বলার আগেই ডন আমার আশঙ্কাটা বুঝে বল্লে, "ভয় নেই. তোমার কথা কিছুই প্রকাশ হবে না। আমরা যতখানি সম্ভব গোপন রাখব এবং তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের যতদূর সম্ভব করব। তোমাকে তাড়া লাগাতে আমার ভাল লাগে না, তবে তুমি যদি একটু ছোট্ট সফর করতে পারতে তাহলে ভাল হ'ত।"

"কবে ?"

"আজ রাত্রেই" এই কথা বলে সে পকেট থেকে একখানা এরো-প্লেনের টিকিট বার করে আমার হাতে দিলে। তাতে লেখা ছিল, "বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্ক"। "শেষ সন্ধ্যায় প্লেন," ডন বললে, "তুমি মধ্য রাত্রের আগেই ফিরে আসতে পারবে।"

আমি বললুম, "আজ রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে গীর্জ্জায় যাবার কথা, তবে সেটা বোধ হয় কাটাতে পারি।"

"তোমার স্ত্রী বুঝবেন বোধ হয়। আমার মতে এখন তাঁকে কিছু না বলাই ভাল।"

"তা ঠিক! যতক্ষণ না নিশ্চিত জানছি যে আমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে ততদিন শুধু শুধু বেশী উদ্বেগের বা মিথ্যা আশার সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। ইভা আজকাল কোন কিছুকেই অপ্রত্যাশিত মনে করে না। আমি শুধু বলব যে আজ রাত অবধি আমাকে কাজ করতে হবে। তাতে অন্য অনেক সন্ধ্যার থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য হবে না।"

ডন বললে, "সেই ভাল। শোন, তুমি হিউবার্ট ব্রুক এই পরিচয়ে সফর করছ। ঐ নামই টিকিটের উপর আছে আর ঐ নামই সরকারী অ্যাটর্নিদের কাছে আছে। নিউ ইয়র্কে প্লেন থেকে নামলেই তোমাকে নিয়ে যাবার লোক তৈরী থাকবে। কিন্তু তোমার নাম হিউবার্ট ব্রুক সেকথা ভুললে চলবে না। অপেক্ষা করে থেক, তোমাকে খুঁজে বার করার জন্য। তারা নিজেরাই পরিচয় দেবে। দুজন লোক আসবে আর মিঃ শাপিরো বলে এক ভদ্রলোক। তারা তোমার আসল নাম জানবার কোন চেষ্টা করবে না, কাজেই তোমারও কোন সন্ধান দেবার দরকার নেই। তোমার পেশা নিবাস বা পার্টির বাহিরের বন্ধু বান্ধবদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলবে না। সবচেয়ে ভাল হয়, প্রশ্নের উত্তর ছাড়া কোন কথাই যদি না বল। তবে তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে তার পুরাপুরি উত্তর দেবে।"

ডন আমাকে একটা নাম ও একটা টেলিফোন নম্বর বলে সেটাকে মুখস্থ করে নিতে বললে। "যদি কোন কারণে এয়ার পোর্টে তোমাকে কেউ নিতে না আসে ত দশ মিনিট অপেক্ষা কোরো, তার বেশী নয়।

তারপর যে নম্বরটা দিলুম সেখানে ডেকো। যে লোকের নাম দিলুম, তার খোঁজ ক'রে শুধু বলবে যে হিউবার্ট·ব্রুক ডাকছে। তারপর যা করতে হবে সেই বলে দেবে। এই নাম বা নম্বর কোথাও লিখে রেখো না। যদি প্রয়োজন না হয়, ত ভুলে যেও।"

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলুম। আমি খুব উত্তেজনা বোধ করতে লাগলুম।

ডন জিজ্ঞাসা করলে, "সব পরিষ্কার বুঝেছ ?" আমি ঘাড় নাড়লুম।

"আর একটা কথা বিশেষ করে বলে দিতে চাই। এয়ার পোর্টে কারুর সঙ্গে কথা বোলো না, যারা নিজের পরিচয় দেবে তাদের সঙ্গে ছাড়া কোন অচেনা লোককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।" শেষে আমার কাঁধ চাপড়ে বললে, "সবচেয়ে বড় কথা, ভয় পাবার কিছু নেই।"

আমি তাড়াতাড়ি আফিসে ফিরে গেলুম। লিফটে ওঠার সময় হঠাৎ মনে পড়ল যে এডি অ্যালফানোর চেকটি ভাঙ্গান হয়নি। ভাবলুম যে এইরকম ছোট ব্যাপার নিয়েই আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। আবার ফিরে গিয়ে চেকটা ভাঙ্গিয়ে নিলুম।

আফিসে এডি জিজ্ঞাসা করলে, "এতক্ষণ কি করছিলে ?"

"একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার সঙ্গে একটু লাঞ্চ খেলুন। আমি জানতুম না যে তোমার তাড়া আছে। দুঃখিত।" এডি বললে, "না, না—তা নয়। আমার কিছু ক্ষতি হয় নি।"

আমি আমার টেবিলের কাজ সেরে ইভাকে ফোন করে আমার না যাওয়ার একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। সে অবশ্য টেলিফোনে বিশেষ কিছু খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করার মেয়ে নয়, কাজেই সে ব্যাপারটা চুপ-চাপ মেনে নিলে। তারপর ট্যাক্সি ক'রে সোজা এয়ার পোর্টে।

সন্ধ্যা হবো-হবো সময় লা গার্ডিয়াতে নামলুম। ভেতরকার দরজা

দিয়ে বেরুবার মুখে একজন লোক কাছে এসে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশানের কার্ডখানা এক ঝলকে দেখিয়ে দিলে।

"হিউবার্ট ব্রুক?" আমরা করমর্দ্দন করে দু একটি খুচরো আলাপ সেরে বেরুবার দরজা দিয়ে গাড়ী দাঁড়াবার জায়গার দিকে গেলুম। একখানা ঝকঝকে কাল লিমুসিন গাড়ীর পাশে আর একজন এফ-বি-আইয়ের লোক, আর বিচার বিভাগের একজন অ্যাটর্নী, আর্ভিং শাপিরো অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। পুলিশের লোক দুজন গাড়ীর সামনে বসল। আমি আর মিঃ শাপিরো পেছনে বসলুম। গাড়ীটা লং আইল্যাণ্ডের রাস্তা ধরে সহরের বাহিরের দিকে চলতে লাগল। তখনই আমি বুঝলুন যে আমাদের কথাবার্ত্তা গাড়ীর মধ্যেই হবে, আমরা কোথাও থামব না।

এই দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্যে মিঃ শাপিরো দ্রুতগতিতে প্রশ্নবর্ষণ করে যেতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ক্ষীণ আলোতে একখানা রুলটানা হলদে কাগজের প্যাডে নোট নিতে লাগলেন।

"আপনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"কবে ভর্ত্তি হয়েছিলেন?"

"উনিশ শ' চুয়াল্লিশে।"

"এ-ওয়াই-ডিটা কি বস্তু? তার প্রতিষ্ঠা-সম্মেলনে ছিলেন কি? কোথায়? কখন? নিউ ইংলণ্ডের কোষাধ্যক্ষ কখন হলেন? কি করে? কমিউনিস্ট পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনটা কি?" এই ভাবে কাটা কাটা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে আমার পার্টির জীবনটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল। তারপর মিঃ শাপিরোর প্রশ্ন একটু ভিন্ন পথে চলতে লাগল।

"প্রোলিটেরিয়েট কাকে বলে? বুর্জোয়া? ব্রাউডারিসম্ কি?

ডেমোক্রাটিক সেণ্ট্রালিসম্ ব্যাপারটা কি ?" রাস্তায় দুঘণ্টা ধরে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের যে সাক্ষাৎকার হ'ল তার একটি মিনিটও আমরা মিত্রভাবে ঘরোয়া কথা বলিনি। মিঃ শাপিরো ওই সময়ের মধ্যে আমার দিকে চেয়ে দেখেছিলেন কিনা তা মনে পড়ে না। কিন্তু শেষে যখন আমরা এয়ার পোর্টের কাছে আবার এলুম তখন তিনি বললেন, "এই সব বিশিষ্ট পরিভাষা আপনার বেশ আয়ত্ত হয়েছে ত।"

আমি হেসে বললুম, "হওয়া ত উচিত। পার্টি যতখানি ভালভাবে শেখাতে পারে আমাকে শিখিয়েছে, আর সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে।"

আরও দুটো শনিবার আমাকে এই কাজে নিউ ইয়র্কে যেতে হয়েছিল। অবশ্য এ দুবার ডন রিচার্ডস্ আমাকে আর একটু আগে থেকেই জানাতে পেরেছিল। টিকিটগুলি আমার আসল নাম-লেখা খামে করেই আমার আফিসে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যদিচ সফরের সময়ে আমি ধরা-ছোঁয়া-না-দেওয়া হিউবার্ট ব্রুক। মিঃ শাপিরো তেমনিভাবেই অন্ধকারে লঙ আইল্যাণ্ডের নানা রাস্তা বেয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে নোট নিতে লাগলেন। এরোপ্লেন আমাকে তেমনিই নিউ ইয়র্ক ও বোস্টন পারাপার করতে লাগল।

তারপর যেমন আচম্বিতে ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল তেমনি ভাবেই হঠাৎ থেমে গেল। সব চুপচাপ। আমি আর কিছুই জানতে পারলুম না। আমি ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করলুম—মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলবার। কিন্তু কাজটা খুব সোজা হল না। যদিও আমার ধারণা যে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী হওয়ার থেকে এফ-বি-আই-এর চর হিসাবেই আমি সরকারের সেবা ভাল ভাবে করতে পারব তবু আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলুম যে পার্টি থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক সুখী জীবন যাপন করার এই আমার একমাত্র সুযোগ। কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে যখন আর কিছুই শোনা গেল না, তখন আমি আমার মামুলী কার্য্যসূচীতে ফিরে গেলুম।

১৯৪৮ সালের শীতের প্রারম্ভে সরকার তাদের নীরবতা ভেঙ্গে আমাকে জানালেন যে সম্ভবতঃ বিচারবিভাগ থেকে আমাকে সমন দেওয়া হবে। আমাকে নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আবার ডেকে পাঠান হ'ল ফেডারেল অ্যাটর্নীদের সঙ্গে নূতন পর্য্যায়ে সাক্ষাৎকার করার জন্য।

ডন রিচার্ডস আমার ক্রিয়াকলাপের উপর একটা "আচরণ" প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলে। হয়ত পথে ঘাটে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হবে যে আমার কাজের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠবে, তখন আমার একটা কিছু বলার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। একটা ঘটনাও যেন ঠিক সময় বুঝে ঘটল, যাতে বেশ একটা "আচরণ" প্রতিষ্ঠার স্থবিধা হ'য়ে গেল। কয়েকজন সরকারপক্ষীয় অ্যাটর্নী, তার মধ্যে একজনের নাম ফ্রাঙ্ক গর্ডন, বেশ সফলভাবে বড় বড় পাঁচটা ফিল্ম কোম্পানী, যার প্যারামাউণ্ট পিকচার্সের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আইন ভঙ্গের মোকদ্দমা চালিয়েছিলেন। সরকার-পক্ষ তাতে এক সোলেনামা ডিগ্রী পান, যার ফলে এম এণ্ড পি থিয়েটার্স উঠে যায়। ওদের একটা ভাঙ্গা দল আমেরিকান থিয়েটার্স নাম দিয়ে কাজ স্থরু করে, এবং আমি তার সহকারী বিজ্ঞাপন ডিরেক্টার নিযুক্ত হই। কিন্তু আমি বাইরে ব্যক্ত করলুম যে কাজটা আমায় ভাল লাগছে না, প্রো—উপদলে আভাস দিলুম যে আমার প্রোগ্রেসিভ পার্টিতে ক্রিয়াকলাপের জন্য এবং হলিউডে 'লাল-খেদা' আন্দোলনের মত্ততার জন্য কোম্পানী আমাকে ভাল চোখে দেখে না। পার্টির মধ্যে খবরটা রটে গেল যে রাজনৈতিক কারণে আমার মত আপাত-দৃষ্টিতে অকমিউনিস্টেরও চাকরী যাচ্ছে। এতে আমার উপর যে শুধু একটা সহানুভূতি এল তা নয়, একটা চমৎকার অজুহাতও গড়া হ'ল। আমি ঘন ঘন নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি কেন জিজ্ঞাসা করলে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারব যে চাকরীর চেষ্টায়।

এগারোজনের বিচার—এগারোজনই—কেন না অসুস্থতার জন্য চেয়ার-

ম্যান ফষ্টারকে মাপ করা হয়েছিল—জানুয়ারী মাসে সুরু হ'ল কিন্তু মার্চ্চের আগে সরকারপক্ষের প্রথম সাক্ষী, ডেলি ওয়ার্কারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা ও শুধরে-যাওয়া কমিউনিস্ট লুই বুডেন্‌ৎসের সাক্ষ্য সুরু হ'ল না। আমি দুবার সোজা নিউ ইয়র্কের আদালত গৃহে গেলুম বিচারের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত অ্যাটর্নীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

আমার এই সব যাতায়াত এখনও গোপন ছিল, তবে প্রণালীটা একটু বদ্‌লেছিল। এখন আমি নিউ ইয়র্কে পৌঁছে আমাকে বলে-দেওয়া একটা নম্বরে টেলিফোন করে শুধু বলতুম, "হিউবার্ট ব্রুক বলছে"। লাইনের উল্টা দিকে একটি কণ্ঠ আমাকে কোথায় যেতে হবে ও কি করতে হবে বলে দিত। আমার আসল পরিচয় ব্যুরো বিচার বিভাগের উচ্চতম উকীলদের কাছে পর্য্যন্ত প্রকাশ করেনি। যদি এমন কিছু হয় যে বিচারে আমাকে ডাকার প্রয়োজন না হয় তা'হলে ব্যুরো আঁট ঘাট বেঁধে রেখেছিল যাতে আমার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ যেন বজায় থাকে।

একদিন সারা দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নী জন এফ.এক্স্ ম্যাক গোহীর সঙ্গে আলোচনা হ'ল। মিঃ ম্যাক গোহী খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব সজাগ। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন এবং এর কুটিল গতিপথটা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

ক্রমশঃই বোঝা যেতে লাগল যে সরকারের মামলার অনেকখানিই গড়ে উঠছে আমার কাছে যেসব প্রমাণ আছে তার উপর ভিত্তি করে, কাজেই আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হবে। কিন্তু বোস্টনে একদিন ড্যানিয়েল বুন সার্মার আমাকে ডেকে ওয়াশিংটন ষ্ট্রীটের ওয়ালডর্ফ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের সময় দেখা করতে বললে। তারপর কফি খেতে খেতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগল।

"তোমার নতুন কাজ কিরকম চলছে ?"

"আমার মনে হয় ভালই। তবে আমি আরও কয়েকটা সন্ধানে আছি।"

"তোমাকে খুব বেশী শফর করতে হবে বলে মনে হয় ?"

"কিছু কিছু। মধ্যে মধ্যে এক আধ বার।"

"কোথায় ?"

"সারা নিউ ইংলণ্ডে।"

"নিজের গাড়ীতে যাবে, না কোম্পানীর গাড়ীতে ?"

"সম্ভবতঃ নিজের গাড়ীতে।"

"শনি রবিবার কি তোমার ছুটি থাকবে ?"

"হ্যাঁ।"

তারপর একবার চারদিকে দেখে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, "আমাদের বিশেষ একটু কাজের জন্য কয়েকজন নির্ভরযোগ্য লোকের দরকার। আমাদের সদর জেলার ভিতরে ও বাহিরে বার্ত্তাবহের দরকার। তোমার প্রতিবেশীরা কিরকম ? তোমাকে সন্দেহ করে নাকি ?"

"কই কেউ ত সে রকম কোন ভাব দেখায় নি।"

"তোমার বাড়ীতে অস্থায়ী আশ্রয় দেবার মত একটু স্থান আছে কি ?" আমি বললাম যে আমার ছোট বাড়ীতে এত লোক থাকে যে সেখানে আর কাউকে নেওয়া যায় না। সে বল্লে, "আমাদের মাল সরবরাহের একটা ডিপো দরকার। তোমার মাল রাখার মত জায়গা আছে ?"

"আমি একটা গ্যারাজ তৈরী করছি। তার পেছনে আমি একটা চালা সহজেই তুলে দিতে পারি।" বুন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমরা কাগজের তোয়ালের উপর একটা প্ল্যান এঁকে ফেললুম গ্যারাজের সঙ্গে লাগোয়া একটা চালার, তার মধ্যে মোটরের মত উঁচু একটা মাল তোলার

তাক। ওই প্ল্যান অনুযায়ী আমি কাজও সুরু করে দিয়েছিলুম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করা সে উদ্দেশ্যে মালখোলা তাকটি কখনও ব্যবহার হয়নি। ওটাকে আমার ছেলেমেয়েরা তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে অভিনয় করার ষ্টেজ তৈরী করেছিল, এক সেণ্ট টিকিটের অভিনয়।

বুনের সঙ্গে আমার রহস্যজনক কথাবার্ত্তার কথা আমি তৎক্ষণাৎ এফ বি আইতে রিপোর্ট করলুম। সে যা বলেছিল তার একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়ে আমার মত ব্যক্ত করলুম যে বুনের বার্ত্তাবহের প্রস্তাবটা খুব কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা। আমি অনুনয় করলুম, "আমার এখনও মনে হয় আমার এইখানে থাকাই উচিত যাতে কি কি ঘটনা হচ্ছে তা দেখতে পারি। সরকার কি আর কাউকে দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেন না?" ডন রিচার্ডস কথা দিলে যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

কিন্তু সরকার তখন মনস্থির করে ফেলেছেন। রিচার্ড খবর আনলে যে আমাকে কাঠগড়ায় উঠতে হবে, সম্ভবতঃ বুডেনৎসের সাক্ষ্য শেষ হলেই। রিচার্ড বলে দিলে সুটকেশ গুছিয়ে যাবার জন্য তৈরী থাকতে। দুজনে মিলে একটা কর্ম্মপরিকল্পনা খাড়া করলুম। ব্যুরো এবং আমার মধ্যে এবং ইভার সঙ্গে কতকগুলি সাঙ্কেতিক টেলিফোন করার বন্দোবস্ত হ'ল। আমরা স্থির করলুম যে যখনই খবর পাওয়া যাবে যে আমি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়েছি তখনই ইভ্‌ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। এতে করে যে শুধু সম্ভাব্য প্রতিশোধের হাত থেকেই তারা বাঁচবে তাই নয়, আমার সাক্ষ্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খবরের কাগজের রিপোর্টারের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাবে। ইভা তার বৌদিকে জানালে যে আমি কিছু দিনের জন্য সহরের বাইরে যাব, সে সময় দুটা বাচ্চাকে নিয়ে সে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে পারে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করলে। সে তার মার কাছেও খবর দিলে সে তার বাকী দুটা বাচ্চাকে তাঁর কাছে দু একদিনের জন্য রাখবে। কেন,

সে তাঁদের তা বলতে পারলে না। আমাদের যারা খোঁজ করবে তাদের সন্ধান না দেওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের বলা হ'ল যে আমরা দুজনে আমার বাবা-মায়ের কাছে নিউ হ্যাম্পসায়ারে রাই বীচে যাব। তারা এতে খুব খুসী হয়ে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বললে আর কথাটা এই ভাবে পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল।

আমি আমার ঘনিষ্ঠতম সহকর্ম্মী ও আত্মীয়দের জন ছয়েকের কাছে চিঠি টাইপ করে রেখে দিলুম, এম এণ্ড পি ও আমেরিকান থিয়েটার্সের আমার উপরওয়ালা স্তাম পিনান্স্কির কাছে, ওয়েকফিল্ড প্রথম ব্যাপটিষ্ট চার্চ্চের পাদ্রী র‍্যালফ বের্থোলফের কাছে, আমার বাপ মায়ের কাছে এবং অন্য আত্মীয়দের কাছে। এতে কমিউনিস্ট ও এফ-বি-আইএর সঙ্গে আমার দীর্ঘ সম্পর্কের কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা রইল। চিঠিগুলিকে সীল করে ডাকে দেবার জন্য তৈরী করে রাখা হ'ল। কতকগুলি এফ-বি-আই-এর বোস্টন আপিসের বিশেষ কর্ম্মচারী এডওয়ার্ড স্থসীকে, কতকগুলি ইভাকে দেওয়া হ'ল। আমি সাক্ষ্য দিতে স্থরু করলেই সেগুলি ছাড়া হবে।

১৯৪৯ সালের ৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার টেলিফোন বাজল।

"হ্যালো!" ডন রিচার্ডের গলা চিনতে পারলুম।

"যে ছাপার কাজটা দিয়েছিলে, তা তৈরী হয়ে গেছে। পাঁচটা নাগাদ নিয়ে যাবে কি?"

আমি বললুম, "যাবো'খন।" সময় হয়েছে। ডনের সাঙ্কেতিক বার্ত্তার মানে হ'ল যে সে আমাকে বাড়ী থেকে পাঁচটার সময় নিতে আসবে, আর আমাকে যাবার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হবে। আমাকে হয়ত পরের দিনই সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠতে হবে। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না। মোকদ্দমা যেভাবে চলছে, আসামী পক্ষের অসংখ্য আপত্তি ও তর্ক বিতর্কের শুনানী নিয়ে, তাতে সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে হলেও আশ্চর্য্য হবার

নেই। ডন আমাকে আগেই বলে রেখেছিল যে কয়েকদিন যদি কাজে না যেতে পারি ত তার জন্য একটা ছুতো তৈরী করে রাখতে। আমি ভয়ানক সর্দ্দির ভান করে এডি আলফানোকে জানিয়ে দিলুম যে আমার শরীর ভাল নেই।

রিচার্ড আমাকে সোজা এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বললে, "তুমি অজ্ঞাতভাবে সফরে যাচ্ছ। সাবধান! কিন্তু একবার মিঃ ম্যাক গোহির হাতে পড়লে আর কিছু ভাবনা থাকবে না। তুমি কে তখন সকলকেই বলতে পার। আর তোমাকে তা বলতে হবেই।"

আমি নিউ ইয়র্কের প্লেনে চড়লুম। লা গার্ডিয়াতে নেমে আমি অজ্ঞাত টেলিফোন নম্বরে ডাকলুম, আমাকে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাসে খোঁজ খবর নেওয়ার আফিসে যেতে বলা হ'ল। সেখানে ব্যুরোর একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার দেখা হল। তার নাম না জানলেও এতদিনে তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে ইষ্ট ৪১ নং ষ্ট্রীটে রাখা একখানা মোটরের কাছে নিয়ে গেল। ওদের আর একজন কর্ম্মচারী গাড়ী চালাচ্ছিল। আমরা ফোলে স্কোয়েরের গাড়ী রাশির মধ্য দিয়ে চললুম। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের আদালত গৃহে লোহার ফটকের মধ্যে ঢুকে বাড়ীর মধ্যে যাবার দরজায় পৌছলুম। সরকারী দর্শকদের জন্য চিহ্নিত দরজায় সশস্ত্র প্রহরী। আমরা একটা ছোট লিফ্‌টে চেপে নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলুম। যখন লিফ্‌ট থামল তখন ব্যুরোর একজন কর্ম্মচারী আমার সঙ্গেই লিফ্‌টের কামরায় রইল আর একজন দেখতে গেল যে সামনের হলটা খালি আছে কি না। আমাকে খুব দ্রুতগতি কয়েকটা বারান্দার মধ্য দিয়ে নিয়ে একটা দরজার কাছে হাজির করা হ'ল। দরজাটি একজন কর্ম্মচারী খুলে ধরলে এবং ঢুকতেই স্প্রিংয়ের দরজা আমার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তার-পর কয়েকটি দপ্তর-ঘরের মধ্যে দিয়ে গেলুম যেগুলি একেবারে জনশূন্য।

কেউ আমাকে দেখতে পেলে না। শেষে আমি একটি ছোট ভিতরের ঘরে ঢুকলাম, তাতে খানকতক চেয়ার, একটা পর্দা দেওয়া জানালা আর কাগজ পত্র স্তূপীকৃত একটি টেবিল। দরজা খুলে মিঃ সাপিরো আমাকে অভিবাদন করলেন।

টেবিলের দিকে দেখিয়ে মিঃ শাপিরো বললেন, "এসব আপনারই মাল।"

"ও, এ যে এক বিরাট ফাইল, আমি বুঝতে পারিনি যে এত মাল জমেছে।" মিঃ শাপিরো মৃদু হেসে বললেন, "আপনি যে গাড়ী গাড়ী রিপোর্ট পাঠিয়েছেন এ'ত তার একটু ক্ষুদ্র অংশ।"

মিং ম্যাক গোহি ফ্রাঙ্ক গর্ডনকে সঙ্গে করে ঘরে এসে ঢুকলেন, সেই গর্ডন, যিনি প্যারামাউন্টের বিরুদ্ধে ট্রাস্ট আইনের মামলা জিতেছিলেন। আমি তাঁকে অভিবাদন করে বললুম, "বেশ মজা। আপনি একবার আমার চাকরী খেলেন আবার এখন জেরা চালাবেন।"

আমি আশা করেছিলুম যে মিঃ ম্যাক গোহি ও তাঁর দলবল আমার সাক্ষ্যের কথা আবার আলোচনা করবেন। আমি খুব উত্তেজনা বোধ করছিলুম। কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক বাজে কথা আলোচনা করে আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দিলেন। বিচারের বিষয় কোন কথাই উঠল না, শুধু আমার আসল নাম, কোথায় থাকি, লেখাপড়া কি করেছি এবং ব্যবসায়ে ক্ষেত্রে কি অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। অর্থাৎ সাক্ষ্য দিতে উঠেই যে সব উত্তর আমাকে দিতে হবে। এফ-বি-আই-এর যে দুজন কর্ম্মচারী আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সমস্তক্ষণ আমার সঙ্গে রইল, একজন ঘরের মধ্যে আর একজন ঠিক দরজার বাইরে।

পরে ঐ দুজনে গাড়ী করে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে আমাকে ডিনার খাওয়ালে। তাদের নাম জানলুম জিম জোনস্ এবং জ্যাক পার্সন্স।

তারা তারপর আমাকে সঙ্গে করে একটা নিরিবিলি রাস্তার ওপর একটা ছোট হোটেলে নিয়ে গেল। তার নাম আমি কখনও জানতে পারিনি। হোটেলের ছোট বারান্দায় একজন দরজার কাছে রইল আর একজন লিফ্‌টের কাছে দাঁড়াল, আমি বোষ্টনের এস্ অ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সির হিউবার্ট ব্রুক বলে নাম লেখালুম।

উপর তলায় একখানা ঘর আমাকে দেওয়া হ'ল, সেখানে ঢুকে জ্যাক আমাকে উপদেশ দিলে, "দরজা খুলবেন না বা টেলিফোন ব্যবহার করবেন না, যতক্ষণ না আমরা কাল সকালে ডাকতে আসি। দরজায় খিল দিয়ে রাখবেন।" হেসে বললে, "এছাড়া সব ঠিক আছে, উদ্বেগের কোন কারণ নেই।"

আমি যখন নিঃসঙ্গভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজায় চাবি বন্ধ করে বিনিদ্র রাত্রি কাটালুম।

পরদিন আমায় দেহরক্ষীরা খুব সকালেই প্রাতরাশ করাবার জন্য হাজির হ'ল। তারপর আবার আমাকে ফেডারেল বিল্ডিংএর মাটির নীচের কুটুরীর রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে উপর তলার নির্জ্জন ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আবার অপেক্ষা সুরু হ'ল।

এগারোটা নাগাদ জ্যাক ডাকলে। আমাকে আর একটা ছোট লিফ্‌টে করে আদালত যে তলায় বসে সেই তলায় ছেড়ে দিলে। তখন আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে আর আমার পা টল্‌ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আমি সেই অন্ধকার সিনেটের কামরায় দাঁড়িয়ে থাকলুম। খোলা দরজা দিয়ে আদালত ঘরের একটা কোণ আর বেলিফের কাঠগড়া দেখতে পাচ্ছিলুম। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলা বোঝা গেল যে আমাকে ভুল ডাকা হয়েছে। হাকিম লাঞ্চে

গেলেন, আমি আমার উপরের ঘরে ফিরে গেলুম। সেইখানেই আমাকে খাবার এনে দিলে। দুটার একটু আগে আবার আমাকে আদালত ঘরের কাছে নিয়ে গেল।

এবার আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। প্রথমে আদালত ঘরে খানিকটা প্রাথমিক সওয়াল হ'ল। ঘড়ি দেখলুম, দুটা বেজে পাঁচ মিনিট। ইভার কথা মনে পড়ল। আমি নিশ্চিত জানতুম, যে মুহূর্ত্তে আমি কাঠ-গড়ায় ঢুকি সেই মুহূর্ত্তে ডন রিচার্ড তাকে খবর দেবে। আমরা সেইরকমই বন্দোবস্ত ক'রেছিলুম। খবর পৌছবে এফ-বি-আই-এর লাইন দিয়ে, যাতে ইভা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাড়ী ছেড়ে যেতে পারে। বোস্টনের লোকে কি ভাববে তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলুম। আমার এরকম মানসিক অবস্থার মধ্যে মিঃ ম্যাক্ গোহির গলা পেলুম, "মিঃ বেলিফ, মিঃ হার্বার্ট এ- ফিলব্রিককে ডাকবেন কি ?"

সেই মুহূর্ত্তে আমার তারের উপর দিয়ে বিপজ্জনক হাঁটার শেষ হ'ল। কিন্তু এগারো জনের সে কি আতঙ্ক। একবার গোপনতা ভেঙ্গে গেলে আমার পক্ষে ব্যাপারটা এত উত্তেজনা বিহীন যে আমি যখন সরকার পক্ষে প্রথম আকস্মিক সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড়ালুম তখন আদালত ঘরে যে নাটকীয় ব্যাপারের সৃষ্টি হ'ল তা আমি ভাল করে বুঝতেই পারিনি। পরদিন সকালের নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে ওয়াল্টার আর্ম্মের নিম্নলিখিত রিপোর্ট বেরিয়েছিল :—

"তার আবির্ভাবে আসামীপক্ষ অবাক হয়ে যায়। আসামীরা ও তাদের কৌঁসুলিরা প্রথমটা এই মৃদুভাষী চরের দিকে অবিশ্বাসভরে চাইছিল, তারপর সেটা স্পষ্টই অরুচির ভাবে পরিণত হ'ল। তারা নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগল ও মাথা নাড়তে লাগল। আসামীরক্ষক সমিতির একজন সদস্য আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে টেলিফোনের দিকে গেল।"

মিঃ আর্ম লিখেছিলেন যে এফ-বি-আই সংক্রান্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার প্রথম বিবৃতিতে "দর্শকদের বাঁদিকে, যেখানে সাধারণতঃ আসামীদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবও সহধর্মীরা বসে, সেখান থেকে একটা শ্রবণগ্রাহ্য বিস্ময়ের ধ্বনি বেরুল। যতক্ষণ তার সাক্ষ্য চলল, আসামীরা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে নীরবে তার দিকে চেয়ে রইল। আসামীদের পাঁচজন উকীল কিন্তু নীরব ছিলেন না। তাঁরা অনবরত দাঁড়িয়ে উঠে নানা প্রকার আপত্তি করতে লাগলেন। বললেন, এসব 'অন্যায় সংস্কার ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করা হচ্ছে।' বিচারপতি হ্যারল্ড আর. মেডিনা তাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করতে সমস্তক্ষণ ব্যস্ত রইলেন।"

আমরা বিচারের আগের পরামর্শ সভায় ঠিক করে রেখেছিলুম যে আমার সাক্ষ্যের দুটা উদ্দেশ্য থাকবে। প্রথমত, আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি ষড়যন্ত্রের অভিযোগটাকে সমর্থন করার চেষ্টা করব। দেখাব যে পার্টি গোপনে কাজ করে, বাসাবাড়ীতে বন্ধ দরজার ভেতরে মিলিত হয়, গোপনভাবে নিজেদের সংগঠন করে এবং নিজেদের নীতি প্রকাশ্যে প্রচার না করে নানা ছলের আশ্রয়ে করে।

দ্বিতীয়তঃ, যা মোটেই প্রথম উদ্দেশ্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যে সব মিটিং-এ আমি যোগ দিয়েছি সেখানে কমিউনিস্টরা কি চেয়েছে এবং কি শিখিয়েছে সেই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া। আদালতের নথী হিসাবে যে সমস্ত বই ও পুস্তিকা পার্টির গোপন শিক্ষাকেন্দ্রে আমি ব্যবহার করেছিলুম এবং যেগুলি বহু বৎসর ধরে আমি সংগ্রহ করে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশনকে দিয়েছি সেগুলি ব্যবহার করা স্থির হয়েছিল। আমার ভার ছিল সেই সব কমিউনিষ্টদের পাঠ্যপুস্তকগুলি আলোচনা করে দেখিয়ে দেওয়া যে কেমন করে তার মধ্যেকার বিপ্লবাত্মক সার নীতিগুলি শিক্ষকরা ব্যাখ্যা ও প্রসার করত।

সাক্ষ্যের প্রথম দিনের শেষে আবার এফ-বি-আই-এর বডি গার্ডরা আমাকে নজরবন্দী করে যেমন ভাবে এসেছিলুম সেইভাবে আদালত বাড়ী থেকে বার করে নিয়ে গেল যাতে খবর কাগজের রিপোর্টাররা নাগাল না পায়। তারা সারারাত্রি আমার উপর পাহারা রাখল। তারা আমাকে বোস্টনে কি হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্তসার দিলে। আমার অকমিউনিস্ট বন্ধুদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। আদালতের প্রথম খবরে শুধু এইটুকুই প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। আমি যে এফ-বি-আই-এর হয়ে বরাবর কাজ করে দিই, সে খবর পৌঁছবার আগেই বোষ্টনে আগেকার খবরটা প্রচার হয়ে পড়েছিল।

আমি শুনলুম যে ব্যুরোর কর্মচারীরা ইভাকে দুটা বেজে পাঁচ মিনিটেই জানিয়ে দিয়েছিল, আর ইভা তার বৌদির বাড়ীতে যাবার জন্য দুটা বিশ মিনিটে রওনা হয়েছিল। তার পালাবার দশ মিনিট পরেই এক ঝাঁক রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা বাড়ী ঘিরে ফেলেছিল। আমি সে সময়টা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আমার উপর রীতিমত প্রতিশোধ নেওয়ার কথায় ততটা বিচলিত হইনি, যদিও ডন রিচার্ডের সঙ্গে আলোচনায় এ সম্ভাবনা আমরা বিচার করেছিলুম যে পার্টির কোন বিশেষ মাথা-গরম লোক হয়ত মারধর করার চেষ্টা করতে পারে। তাদের হাত থেকে ইভাকে ও ছেলে-মেয়েদের বাঁচাবার জন্য ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জেরা থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য আমার পরিবারবর্গের অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। কারণ, সংবাদপত্রের লোকদের কাছে কিছু বললে সরকার পক্ষের সাক্ষ্যের ক্ষতি হতে পারত।

পরদিন জবানবন্দী দেওয়ার পর আমার আসল সাক্ষ্য শেষ হ'ল। উপসংহারে মার্থা ফ্লেচারের আইন অমান্য আন্দোলনের সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা হ'ল। জুরীকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে মার্থা ও তার সঙ্গীরা যখন

আইন অমান্য আন্দোলনের কথা বলে তখন তারা যুক্তরাষ্ট্রের আইন অমান্যের কথাই বলে।

মিঃ গর্ডন বললেন, "এইবার আপনারা জেরা করুন।"

আসমীপক্ষ একটু অবাক হয়ে গেল যে সরকার পক্ষের সওয়াল জবাব এত তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল। তারা ভাবেনি সরকার দু একটা আসল কথা প্রতিষ্ঠিত করেই সন্তুষ্ট হবে। আসামীপক্ষের টেবিলে চুপিচুপি পরামর্শ হ'ল, তারপর জেরা সুরু হ'ল। জেরার তিনটি লক্ষ্য বোঝা গেল, কি করে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন তাদের কাজ চালায় তাই জানা এবং তাদের ফাইল পরীক্ষা করা। প্রমাণগুলির মধ্যে খুঁত ধরা এবং আমাকে সরকার পক্ষের ভাড়া করা গুপ্তচর বলে খেলো করা।

প্রথমে আমার পেশা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে আমাকে বড় ব্যবসাদারদের পা-চাটা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলে। তারপর এফ-বি-আই-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্বন্ধে জেরা করে, আমি ব্যুরোতে যে রিপোর্ট দিয়েছি তা দেখতে চাইলে। কিন্তু সরকারের গোপন ফাইল ব্যক্ত করার এই চেষ্টা জজ মেডিনা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন।

আসামীপক্ষ আমার সাক্ষ্যে খুঁত বার করতে পারলে না। আসলে আমি যে সব তথ্য রিপোর্ট করেছিলুম তা অস্বীকার করার বিশেষ চেষ্টাও করলে না। যখন শেষে মঙ্গলবার দিন সাড়ে চার-দিন-ব্যাপী সাক্ষ্যের পর ও ৫৮২ পৃষ্ঠা টাইপ-করা বিবৃতি দেওয়ার পর আমি কাঠগড়া থেকে নেমে দাঁড়ালুম তখন আসামীপক্ষ আমার সমস্ত শ্রম মূলেই পণ্ড করার জন্য চেষ্টা করলে। তারা দরখাস্তে মাত্র এই যুক্তি দিলে যে "যে সকল সংবাদের উপর ভিত্তি করে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে মায় তৎসংক্রান্ত নথীগুলি, এই সাক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের এক বিভাগ এফ-বি-আইয়ের প্ররোচনায় ও সহ-যোগিতায় প্রতারণা করে আদায় করা হয়েছে এবং এফ-বি-আই সাক্ষীর

ক্রিয়াকলাপের খরচা যুগিয়েছে”। আসামী পক্ষে মিঃ ইসারম্যান বললেন যে এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ “সংবিধান মতে দুষ্ট, গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী এবং পুলিস রাষ্ট্রের ধারা অনুসারী”—এই ধরণের আরও অনেক বিতণ্ডা ছিল কিন্তু এর সকলেরই উত্তরে জজ মেডিনা উত্তর দিলেন, “দরখাস্ত অগ্রাহ্য।”

আমার কাজ শেষ হল।

সাক্ষ্য শেষ হবার পরই আমি বিমানে ক'রে বোস্টনে ফিরলুম। ছেলে-মেয়েদের আত্মীয়দের কাছে রেখে আমি ও ইভা নিউ ইংলণ্ডের রাস্তায় রাস্তায় এক সপ্তাহ ধরে ছুটি নিয়ে বেড়ালুম, যাতে আমাদের কেউ বিরক্ত না করতে পারে। তারপর আমরা মেলরোজ হাউসে ফিরলুম এবং আমি আমেরিকান থিয়েটার্সের চাকরীতে ফিরে গেলুম।

আমার প্রতিবেশী ও সহকর্ম্মীরা আমাকে ফিরে পেয়ে খুসীই হ'ল। ঘটনা যেভাবে ফিরল তাতে সকলেই খুব আমোদ অনুভব করেছিল। তবে একথা কেউই বলেনি যে “এ আমি জানতুম।”

অনেকগুলি খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র ও রেডিওর লোকেরা আমাদের কাছে আনাগোনা করলে। যদিও কোন জোর করা হয়নি তবুও বিচার বিভাগ আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার আদালতের সাক্ষ্যকে ডালপালা চড়ানোর চেষ্টা করলে তাঁরা তা প্রীতির চক্ষে দেখবেন না—অন্তত যতদিন বিচার চলতে থাকবে। কাজেই আমি সকলের অনুরোধ এড়িয়ে গেলুম।

অবশ্য ব্যুরোর চাকরী স্বভাবতঃই শেষ হ'ল। বিচারের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত স্থানীয় পুলিস আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর রাখল। কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আমার সাক্ষ্য তখন আদালতের নথীভুক্ত হয়ে

গেছে, সে কোন রকম প্রতি আক্রমণে নড় চড় হবার জো নেই। কাজেই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্বরু করে যদৃচ্ছ বিচরণ করতে লাগলুম্।

পার্টির কমরেডরা অবশ্য আমাকে এড়িয়ে চলল। কারুর কারুর সঙ্গে বোষ্টনের রাস্তায় দেখা হ'ত। বেশীর ভাগই আমাকে দেখে স'রে পড়ত। একবার বুন সার্মারের সঙ্গে দেখা, সে ঘৃণার ভঙ্গীতে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

আমার কয়েকজন পুরাণো বন্ধু আমার কীর্ত্তি-কাণ্ড দেখে অপ্রসন্নভাবে সরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপন করার ইচ্ছা হ'ল। তার মধ্যে প্রথম হ'ল গর্ডন কেস্ যার সঙ্গে আমার কেম্ব্রিজ ইউথ কাউন্সিলের আমল থেকে আলাপ। ১৯৪১ সালের টুরেন হোটেলের অধিবেশনে, রাশিয়া জার্মানীকে আক্রমণ করার পর যখন নূতন কমিউনিস্ট নীতি আমি সমর্থন করলুম তখন থেকে গর্ডন কেস আমাকে বর্জন করে-ছিল। তারপর থেকে আর আমাদের দেখা শোনা হয়নি। কিন্তু এইবার সে আমাকে একখানি চিঠি লিখে জানালে যে আমার কমিউনিস্ট সংস্রব সম্বন্ধে আসল কথা জানতে পেরে সে খুসী হয়েছে এবং আমার সম্বন্ধে তার ধারণা অমূলক বলে বুঝতে পেরেছে

আমি আরও অনেক চিঠি পেয়েছিলুম, কতকগুলি অসন্তুষ্ট ও বাতিক-গ্রস্ত লোকের কাছ থেকে কিন্তু বেশীর ভাগই দেশের সব শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে যারা আমার কাজের সমর্থন করে।

এগারো জনের সাজা হয়ে গেল। তাদের দণ্ড ইউনাইটেড ষ্টেটসের স্থপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত বহাল রেখেছেন। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের ষড়যন্ত্রকারিগণ এখনও পলাতক রয়েছে। এই পার্টি এবং তার হিংস্র বিপ্লবনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা জাতীয় রাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আমি যেভাবে ষড়যন্ত্রটিকে দেখেছি, তার কতকগুলি সাধারণতঃ লোকে

জানে না, সেগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে পার্টির অনেক তথ্য আমি যথাযথ বিবৃত করেছি, দেখাতে চেষ্টা করেছি কেন কমিউনিস্টরা ঐভাবে আচরণ করে। পার্টি, তার দর্শন এবং আমেরিকায় তাদের থেকে বিপদাশঙ্কা বিচার করতে গিয়ে আমি একজন শান্তিপ্রিয় খ্রীষ্টান আমেরিকা-ভক্তর দৃষ্টিতে দেখেছি। আমার গভীর আশা যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমস্যাটি বোঝাবার জন্য যত সামান্যই হোক, কিছু সাহায্য করবে। আমার এ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নয় যে আরও বেশী বিতণ্ডা, ঘৃণা বা ভয়ের সৃষ্টি করা।

কমিউনিস্ট কি বস্তু ?

সমগ্র পার্টি বলতে যা বুঝায় তার মধ্যে অনেক রকমের লোক আছে, শক্তিমত্ত নেতা, গড্ডলিকাবৎ অনুচর, খুব গরীব, সমাজচ্যুত, জগতের উপর বিতৃষ্ণ, এবং ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী। নূতন কমিউনিস্ট যখন বলে যে সে উজ্জ্বল নূতন পৃথিবী, যেখানে যুদ্ধ নেই, দৈন্য নেই, ক্ষুধা নেই তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, তখন সে হয়ত সত্য কথাই বলে। কার্ল মার্ক্সের হয়ত সেই স্বপ্নই ছিল।

কিন্তু মার্ক্সবাদের বীজে বিষফল ফলে। লেনিন ও ষ্টালিনের অনুচররা ভ্রষ্ট এবং কমিউনিস্টরা যে নূতন জগৎ সৃষ্টি করে তা স্বপ্নের জায়গায় দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যেহেতু "পেশাদার" কমিউনিষ্ট একটি ভিন্ন প্রকৃতির জীব। সে গড্ডলিকা ভুক্ত নয়, প্রতারিতও নয়। সে কি করছে তা বেশ সঠিক ভাবেই জানে। সে বিজ্ঞান ও বাস্তবতায় বিশ্বাসী, আদর্শবাদ বা ভাববাদের নয়। ভাববাদী ও আদর্শবাদী লোকদের সে অন্যদের উপর ব্যবহার করায় যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে এবং খুব নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে।

সে সমস্ত লোকের কাছে সমস্ত রকম সাজবার জন্য শিক্ষিত। সবচেয়ে

বেশী সার্থকতা লাভ করার জন্য সে নিজের উদ্দেশ্য ও বাসনার উপর যথোপযুক্ত আবরণ দিতে অতি সাবধানে শিক্ষা করে। এই জন্যই সবচেয়ে দক্ষ কাজেই সবচেয়ে বিপজ্জনক কমিউনিস্ট প্রায়ই মনোহারী, রসিক, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান, আচরণে ভদ্র, কার্য্যাধ্যক্ষ পদে নিপুণ, বুদ্ধিতে ভাস্বর ও সার্থক-কীর্ত্তি লোক হয়। সে কখনই দাঁতে ছুরি ধরে লম্বা কালো কোট গায়ে দিয়ে বেড়ায় না বা এমন কিছু করে না যাতে ষড়যন্ত্রের সামান্য মাত্র ইঙ্গিত থাকে। সে যে শুধু ধরা পড়া থেকে বাঁচতেই চায় তা নয়, সে আশা করে যে সরল বিশ্বাসী আমেরিকানদের কাছে সমস্ত তথ্য প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তারা বলবে, "অমুক কখনই কমিউনিস্ট হতে পারে না—সে এমন চমৎকার লোক।" এই কারণেই অনেক মূলতঃ দেশভক্ত নাগরিকরা কারুকে মন্দ ভাবতে অসমর্থ হয়ে কমিউনিস্ট, তাদের সাথী ও তাদের তথাকথিত ন্যায্য আন্দোলনগুলির উপর সহানুভূতি দেখায়!

কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট বিরোধী লোকের মধ্যে অকমিউনিস্ট সেজে পার্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে এত ওস্তাদ যে তারা নিজেরাই এ জিনিষটা খুব প্রীতির চোখে দেখে। সে কমিউনিস্ট হবার সুযোগ গ্রহণ করে ভয়াবহ উত্তেজনা অনুভব করে বলে মনে হয়। যেমন তার আত্মোৎসর্গের সমগ্রতা, তেমনি তার নিষ্ঠার মত্ততা। সে দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, বহুদিন এমন কি বহু মাস পরিবারবর্গকে ছেড়ে থাকতে পারে, বন্ধু বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারে, দরকার হলে জেলেও যেতে পারে। কমিউনিস্টরা এ সমস্তই যেন উপভোগ করে, আমি কিন্তু তা পারিনি।

অতএব শিক্ষিত, দৃঢ়ীকৃত, নিয়মানুবর্ত্তী, উৎসর্গিত কমিউনিস্টরা পুঁজি-বাদী সমাজের বিরুদ্ধে ধীর মস্তিষ্কে, হিসাব করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সৌখীন লাল-খেদার দল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিজ্ঞ বা তার্কিক, বা লোক

খেপানোয় অভ্যস্ত লোকেরা ওদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না। গালাগাল দিয়ে বা বুলি আউড়িয়ে পেশাদারী কমিউনিস্ট নেতাদের কিছুই করা যাবে না। যেসব দেশভক্ত ও হবু দেশভক্তরা বড় বড় কথা ব'লে দুহাতে ঘুসি পাকিয়ে কমিউনিস্টদের ঠাণ্ডা করতে যান, তাঁরা প্রায়ই তিক্ত তর্কের কুয়াসার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যান, কোথাও দাগ বসাতে পারেন না।

তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট বিরোধীদের মধ্যে জীবন মরণের সংগ্রাম চলেছে। ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ—যার জন্য দীর্ঘ, কঠিন লড়াই দরকার। এ কথা এফ-বি-আই-এর মত কেউ জানে না। আইনসঙ্গতভাবে এবং জনমতের সমর্থন নিয়ে চাই কঠিন ও অবিচ্ছিন্ন সংবাদ সংগ্রহ ও পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তি, আর এ কাজ চালাবে বিশেষভাবে নিযুক্ত, সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশেষজ্ঞদের দরকার। যদি অনভিজ্ঞ লালখেদা মনোভাবাপন্ন লোকেরা কমিউনিস্ট ও নির্দোষ উদারনীতিকের পার্থক্য না বুঝতে পারে ত সে খাঁটি কমিউনিস্ট ও সরকারী পাল্টা গুপ্তচরের তফাৎও বুঝতে পারবে না। কমিউনিস্টদলের মধ্যের বিশেষজ্ঞ সংবাদ সংগ্রাহক কর্ম্মীকে রক্ষা করার জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষণা করলে সরকারী সংবাদ সংগ্রহ কাজ একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু গা-ঢাকা দেওয়া পার্টির কিছুই ক্ষতি হবে না। শেষে কমিউনিস্টদেরই শক্তি বৃদ্ধি হবে। পার্টির মধ্যে লোক ঢোকানো ও রাখা খুবই শক্ত। তার উপর পার্টিকে বেআইনী করলে একেবারেই অসম্ভব হবে।

সাধারণ নাগরিক কমিউনিস্টবিরোধী সংগ্রামে কি ভাবে অংশ নিতে পারে?

সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে কমিউনিস্টরা পুঁজিবাদী সমাজের লোক যে

ভাবে ব্যবহার করবে বলে প্রচার করে সেইভাবে ব্যবহার না করা। কমিউ-নিস্টরা চায় যে সমস্ত অকমিউনিস্টরা একেবারে চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসীবাদ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দিকে যাক্। কমিউনিস্টরা চায় সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সমাজে চিড় থাওয়াতে, শ্রেণীদের মধ্যে ঘৃণা ও সংগ্রাম জাগাতে। কমিউ-নিস্টরা শিখেছে যে সমস্ত ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রই শেষ পর্য্যন্ত ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের রাষ্ট্র হয়ে উঠবে যাতে তার একমাত্র নিষ্পত্তি হতে পারে হিংস্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আমরা যদি সেভাবে ব্যবহার না করি ত কমিউনিজম পতনে সাহায্য করব। আমরা যদি আমাদের আমেরিকায় স্বাধীন সমাজের ঐতিহ্যের স্বপ্নতে আবিষ্ট হয়ে থাকি, যেথানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের থেকে ব্যক্তি-গত দায়িত্ব বেশী হবে, যেথানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বুদ্ধি কার্য্যকরী হবে, যেখানে দৃঢ় অসামরিক নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা নাগরিক অধিকার বেশী থাকবে তাহলেই পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের যে মতবাদ কমিউ-নিস্টরা পোষণ করে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে।

আমার পার্টি অভিজ্ঞতা থেকে আমি বার বার দেখেছি যে কমিউনিস্ট আন্দোলন কথনই ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন নয়। এমন কি তাদের নেতারা যে সমস্ত ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখান যেমন নাগরিক অধিকার, ভাল বাড়ী, শান্তি ইত্যাদি যে সব বিষয়েও তাদের আসল উৎসাহ নেই। বর্ত্তমানে কমিউনিস্টদের অসন্তোষের যে সব কারণ আছে তা যদি হঠাৎ চলে যায় এবং তাদের প্রত্যেক দাবী মেটানো হয়, তা'হলেও কালই কমিউনিস্ট পার্টির পেশাদার নেতারা আবার নতুন নতুন অসন্তোষের কারণ বার করবে এবং দাবীর নতুন ফর্দ ইত্যাদি করতে লেগে যাবে। দেশ ফ্যাসিবাদের দিকে যাচ্ছে এরকম কোন লক্ষণ যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যায় যে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র ও দলীয় ঘোষণায় বেশ উল্লাসের ভাব, যদিও সেটা খুব ন্যায়সঙ্গত

ক্ষোভের ছদ্মবেশে দেখা যায়। সামাজিক অন্যায়ই কমিউনিস্টদের প্রধান ইন্ধন। আমাদের সমাজে স্বাধীন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের যে প্রথা আছে তার দোষগুলি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা এবং সেগুলি দূর করার জন্য নিরলস ভাবে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত, শুধু নেতিবাচক, তিক্ত বা নিন্দাপরায়ণ হলে চলবে না।

কমিউনিস্টদের ভরসা হ'ল ঘৃণা, অনিশ্চিয়তা ও ভয়ের ওপর। কার্ল মার্ক্স লিখে গেছেন, "শাসক শ্রেণী কাঁপুক।" এর সবচেয়ে ভাল উত্তর হচ্ছে, আমাদের বিশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করা যে আমরা ঈশ্বরে ও প্রত্যেক ব্যক্তির শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। সেইখানেই আমাদের শক্তি। কমিউনিস্টরা শুধু তাদের পার্টির শক্তি ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি, যে জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যত বেশী সেই জাতি তত বেশী শক্তিশালী। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তদুপযুক্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না।

১ম পরিশিষ্ট।

কমিউনিষ্ট পার্টির পরিভাষা।

"কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব প্রকাশ করার জন্য একটি বিশিষ্ট পরিভাষা আছে"—জজ হেরল্ড আর মেডিনার উক্তি।

Activist (এ্যাক্টিভিষ্ট)—কমিউনিস্ট পার্টিতে রাজনৈতিক ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর **Activist** আছে এদের অন্যতম কাজ হচ্ছে শ্রমিক ধর্মঘট বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অংশ নিয়ে অশান্তি, বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি করে সরে পড়া, একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

Bourgeois (বুর্জোয়া)—যারা উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মূলধন যোগায় যারা।

Cell (সেল)—কমিউনিস্ট সংগঠনের মৌলিক উপাদান। সাধারণতঃ তিন থেকে পাঁচ জন দ্বারা গঠিত। এর উপরের সংঘ হল **branch** বা শাখা—প্রত্যেক সেলের একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। এর উপরের স্তরে হ'ল জেলা, ইউনাইটেড স্টেটসে ৩২টি জেলা আছে। নিউইয়র্ক সহর ও সহরতলী ২নং জেলার অন্তর্গত, বোস্টন ও নিউইংলণ্ডের অধিকাংশ ১নং জেলা আর ওয়াশিংটন ডি, সি, ৪নং জেলা।

Coaster (কোষ্টার)—বার্ত্তাবহদের মধ্যকার দূত। যাতে সংবাদ পরিবহনের কাজ জটিল হয় তাই করে। অনেক সময় সে কিছুই জানে না; হয়তো সে লিফ্‌ট্ চালক, জুতা বুরুষওলা, খবর কাগজ বিক্রেতা, তাদের কাছে একজন কমরেড বার্ত্তা রেখে যায় আর একজন সংগ্রহ করে।

Colonizer (কলোনাইজার)—পার্টির যে সদস্য ইউনাইটেড স্টেটসের আত্মরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঢুকে সঙ্কট-মুহূর্ত্তে পার্টির নির্দ্দেশঅনুযায়ী বিশেষ ধ্বংসাত্মক কাজ করে।

Couriers (কুরিয়ারস্)—যারা গোপন বার্ত্তা ও দ্রব্যাদি এক

কমিউনিস্ট উপদল বা সদস্য থেকে আর এক উপদল বা সদস্যকে পৌঁছে দেয়। অনেক সময় সন্দেহ অপনোদনের জন্য ছোট বালক বালিকাদের এই কার্য্যে ব্যবহার করা হয়।.

Democratic centralism (ডেমোক্রাটিক সেণ্ট্রালিজম্)—যে পদ্ধতিতে পার্টির নেতারা গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে নীচের সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শুধু সমর্থনের ছাপ দেওয়ার জন্য। এতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি একবারেই বর্জ্জন করা হয়।

Deviationist (ডেভিয়েশনিষ্ট)—পার্টির যে সদস্য ভুল করে হয় বাঁয়ে যায় বা ডাইনে যায় অর্থাৎ পার্টির দলপতিদের সঙ্গে যার মত মেলে না। এদের কার্য্যাবলীকে অনেক সময় "শিশুরোগ" বলে উল্লেখ করা হয়।

Fellow traveler (ফেলো ট্রাভেলার)—কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি আছে অথচ কমিউনিস্ট পার্টির টিকিট-ধারী সদস্য নয়। একজন আমেরিকান ভূতপূর্ব্ব কমিউনিস্ট সদস্য এই কথাটি আবিষ্কার করেছেন বলে কথিত আছে কিন্তু আসলে স্ট্যালিন "কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে" এ কথাটি ব্যবহার করেছেন।

Floater (ফ্লোটার)—সেল বা ব্রাঞ্চের সদস্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত কমরেড। পার্টির সঙ্গে তার একমাত্র সংযোগ হয় গোপন কুরিয়ারদের দ্বারা। তাকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য ডাকা হয় এবং এজন্য পার্টির সঙ্গে তার সংস্রব অজ্ঞাত থাকা বাঞ্ছনীয়।

Grubber (গ্রাবার)--কমিউনিষ্ট কর্মীদের নিম্নতম, যারা 'ডেলি ওয়ার্কার' বিক্রী করে, পিকেটিং করে আর দরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। পার্টির নবাগতরা প্রথমে কিছু এই ধরণের কাজ করতে বাধ্য হয়।

"Khvostists" ("খেভ্‌াশাটিষ্ট")—সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর অনুচর বা সুবিধাবাদীদের সম্বন্ধে খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়।

"Kulak" ("কুলাক")—মধ্যবিত্ত বা উচ্চস্তরের কৃষক ও জমিদার শ্রেণীর সম্বন্ধে রাশিয়ার ব্যবহৃত কথা, এরা কমিউনিস্টদের তীব্র শত্রু।

Obstructionist (অবষ্ট্রাকশনিস্ট)—deviationistদের নিকটতম গোত্রীয়। স্বাধীনচেতা বা দৃঢ়চেতা কমিউনিস্ট।

Patriot (পেট্রিয়ট)—পার্টির মতে খাঁটি পেট্রিয়ট যুদ্ধের সময় রাশিয়ার নেতৃত্বচালিত পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর দিকে হয়ে নিজের দেশের ক্যাপিটালিষ্ট নেতা ও তাদের নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

Petty bourgeois (পেটি বুর্জোয়া)—দোকানদার, স্টোরের মালিক বা ছোট ব্যবসাদার। কমিউনিস্ট পার্টির মতে তারা নিজেদের ক্যাপিটালিষ্ট বলে মনে করে কিন্তু আসলে তারা ক্যাপিটালিষ্টদের হাতের যন্ত্র মাত্র।

Proletarian vanguard (প্রোলেটারিয়ান ভ্যানগার্ড)—(অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী) এক্ষেত্রে অগ্রণী তারাই যারা কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় অন্তস্তল এবং যারা শ্রমিক সম্প্রদায়কে সার্থক বিপ্লবের পথে চালিত করবে।

Proletariat (প্রোলেটারিয়েট)—মজুর শ্রেণী, যারা নিজে হাতে কাজ করে, পিঠে বোঝা বয়, এদের অনেক সময় জনতাও বলা হয়।

Trotskyite (ট্রট্স্কীআইট্)—প্রথমতঃ লিয়ন ট্রটস্কির অনুগামী, দ্বিতীয়তঃ বামপন্থী কমিউনিস্ট যারা এখনই বিশ্ববিপ্লব ইচ্ছা করে; তৃতীয়তঃ পার্টির প্রতি সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে আলগাভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া "ব্রাউডারাইট্স্" এবং "কাটস্কিয়াইট" হচ্ছে দক্ষিণপন্থী নাস্তিকদের অনুগামী।

Wite chauvinism (হোয়াইট চাউভিনিজ্‌ম্)—কমিউনিস্ট ঘরোয়া ভাষায় নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যকে এই নামে অভিহিত করা হয়। "chauvinism" কথাটির কমিউনিস্টদের কাছে আরও অনেক ব্যবহার

বা কুব্যবহার আছে, যে কোন পুরুষ স্ত্রীলোকদের গৌণ পর্য্যায়ে ফেলতে চায়, সে হ'ল "পুরুষ চাউভিনিস্ট।"

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।
কমিউনিষ্ট ও উদারপন্থী।

দুঃখের বিষয় অনেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে উদারপন্থীদের গুলিয়ে ফেলেন; আসলে তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। অবশ্য নিপুণ গা-ঢাকা দেওয়া কমরেডের সঙ্গে সংরক্ষণশীল রিপাব্‌লিকানদের তফাৎ বোঝা কষ্টকর, সে যদি নিজের সত্য পরিচয় গোপন করতে চায়। তা'হলেও আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি নির্দ্দেশ দিতে পারি, যা হয়ত কিছু কাজে আসতে পারে।

১। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে জনতার মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য উদারপন্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে।

২। কমিউনিস্ট ইতিহাসের মনগড়া ব্যাখ্যা বা কুব্যাখ্যা করে, কিন্তু উদারপন্থী ইতিহাস মনোযোগের সঙ্গে পড়ে ও তার শিক্ষা গ্রহণ করে।

৩। কমিউনিস্টরা ক্যাপিটালিস্ট প্রথার দোষগুলি ফলাও করে শ্রেণী সংগ্রাম ও রোষের সৃষ্টি করে, উদারপন্থী সেগুলি দেখিয়ে তাদের শুধ্‌রাবার চেষ্টা করে।

৪। কমিউনিস্ট বিশ্বাস করে যে সরকার লোকের প্রভু কিন্তু উদারপন্থী মনে করে যে সরকার জনগণের সেবক।

৫। কমিউনিস্টরা সংরক্ষণশীলদের যতটা নিন্দা করে তার থেকে বেশী সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য প্রগতিশীলদের নিন্দা করে। উদারপন্থীরা যে সমস্ত

লোকেরা প্রায় একরকম মত পোষণ করে তাদের সঙ্গে একমত হতে বা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

৬। কমিউনিস্ট তার উজ্জ্বল আদর্শমূলক লক্ষ্যে পৌছতে সমস্ত রকম উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত—মিথ্যা, ব্ল্যাকমেল, রক্তপাত, খুন—উদারপন্থী একই লক্ষ্যে পৌছানর জন্য ভদ্র-উপায় অবলম্বন করে।

৭। কমিউনিস্ট সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে বিশ্ব কমিউনিজ্‌মের লক্ষ্যস্থলে পৌছবার সোপান মাত্র ব'লে মনে করে, উদার-পন্থী শিল্পকলাকে তার নিজের গুণেই আদর করে।

৮। কমিউনিস্ট যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তার জন্য অক্লান্ত সেবা করতে প্রস্তুত থাকে। সে সমস্ত কিছু করবে, দরকার হ'লে রাত্রি তিনটা অবধি সভা করবে—যখন দুর্ভাগ্যক্রমে উদারপন্থী বাড়ী চলে যাবে।

৯। কমিউনিস্ট স্বাধীনতার ভান করলেও সর্ব্বদাই উপর থেকে হুকুম নেয়, উদারপন্থী নিজেই মত স্থির করে।

১০। কমিউনিস্ট সর্ব্বদা হুকুমে চলে বলে, পার্টির নীতি যদি রাতা-রাতি পরিবর্তন হয় তাহ'লে ফাঁপরে পড়ে যায়। উদারপন্থীও মত বদলায় কিন্তু সে খুব ধীরে ধীরে, সযত্নে এবং স্বেচ্ছায়।

১১। কমিউনিস্ট গোপন কার্য্যকলাপে অংশ নেয়, তার সর্ব্বদাই মনে হয় যে তার কিছু গোপন করার আছে, উদারপন্থী প্রকাশ্যে তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়।

১২। কমিউনিস্ট হিংসা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যদিও সেটাকে চাপা দেবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করে। উদারপন্থী আবার শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করতে দৃঢ়-বিশ্বাসী। কমিউনিস্ট বিপ্লবী, উদারপন্থী অভিব্যক্তিতে

১৩। কমিউনিস্টরা অন্যান্য টোটালিটেরিয়ানদের মতই যুব আন্দোলন সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী, কেননা সে এইভাবে তরুণদের মন দখল করতে পারে, উদারপন্থী শিক্ষায় উৎসাহী কিন্তু যুবকদের মন নিয়ন্ত্রণ করাতে নয়।

১৪। কমিউনিস্ট সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে। শুধু শত্রুকেই নয়, নিজের সহকর্মিদেরও। প্লার্টি নিজের সদস্যদের উপর সর্ব্বদা গুপ্ত নজর রাখে। উদারপন্থীর সন্দেহের কোন কারণ নাই, এবং সেই কারণেই সে অনেক সময় কমিউনিস্ট জালে পড়ে যায়।

১৫। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে ছোট একটি নিরেট উপদলই (অগ্রণী) শুধু নেতৃত্ব করবে। উদারপন্থী চালক ও চালিততে এতটা তফাৎ করে না।

১৬। কমিউনিস্ট মার্কিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করে (প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য): উদারপন্থীরা নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করে।